করোনা করবে না করুণা
প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ ভালো
ঘরে থাকুন, সুস্থ থাকুন
AB

৫৬ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

চালু হল
আলিপুর বার্তার
নতুন নিউজ পোর্টাল
দেখুন ওয়েবসাইটে

কলকাতা ঃ ৫৬ বর্ষ, ৩৯ সংখ্যা, ৬ শ্রাবণ – ১২ শ্রাবণ, ১৪২৯ ঃ ২৩ জুলাই – ২৯ জুলাই, ২০২২

Kolkata : 56 year : Vol No.: 56, Issue No. 39, 23 July - 29 July, 2022 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : প্রথমে অসংসদীয় শব্দ প্রয়োগ নিষিদ্ধ হয়েছিল। এবার বিক্ষোভ,

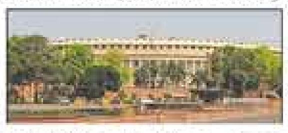

ধর্না, ধর্মঘট, অনশন নিষিদ্ধ হল সংসদ চত্বরে। সংসদের সচিবালয়ের জারি করা নিষেধাজ্ঞায় এর সঙ্গে জানানো হয়েছে কোনও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অনুমতিও দেওয়া হবে না সংসদ চত্বরে। স্পিকার অবশ্য এটিকে রুটিন নির্দেশিকা বলে জানিয়েছেন।

রবিবার : গণতন্ত্র রক্ষার্থে তৈরি হয় আইন। আর এই আইন সংসদে তৈরি

হচ্ছে যথেষ্ট আলোচনা, তর্ক বিতর্ক ছাড়াই। ফলে আইন রচনায় থেকে যাচ্ছে নানা ফাঁক। সম্প্রতি এই মন্তব্য করেছেন দেশের প্রধান বিচারপতি এন ভি রমানা। আদালতে যথেষ্ট বিচারপতির অভাবে মামলা জমে যাচ্ছে বলেও তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

সোমবার : দেশের নতুন কর ব্যবস্থা জিএসটি-র ছোট্ট ইতিহাসে মাইল

স্টোন হয়ে রইল দিনটি। এদিন থেকে মুড়ি, আটা, দই, চাল, ডালের মতো নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের প্যাকেটে চাপছে ৫ শতাংশ কর। খাবারে শুদ্ধতা বজায় রাখতে প্রায় সকলেই এখন খাবার জিনিসের প্যাকেট পছন্দ করেন। সকলের এখন মাথায় হাত।

মঙ্গলবার : দমকল বিভাগের নিয়োগে অনিয়ম সংক্রান্ত মামলায়

বারংবার নির্দেশ উপেক্ষা করে হলফনামা না দেওয়ায় পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করল কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। আগামী দু সপ্তাহের মধ্যে হলফনামা দিতেই হবে কমিশনকে। জারি রয়েছে স্থগিতাদেশ।

বুধবার : খনি মাফিয়ারা কতটা ভয়ংকর হতে পারে তা দেখালো

হরিয়ানা। অবৈধ খনন রুখতে গিয়ে খনি মাফিয়াদের হাতে খুন হলেন উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্তা সুরেন্দ্র সিংহ বিশ্নোই। পাথরভর্তি ডাম্পারকে থামতে বললে সুরেন্দ্রকে পিষে দিয়ে চলে যায় ড্রাইভার। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর।

বৃহস্পতিবার : দৈনিক সংক্রমণ কিছুটা কমলেও সুস্থতার নিরিখে

অ্যাক্টিভ রোগীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি পশ্চিমবঙ্গে। ভাবাচ্ছে মৃত্যুর সংখ্যাও। উদ্বেগজনক নটি রাজ্যের স্বাস্থ্যকর্তাদের সঙ্গে বিশেষজ্ঞ সমেত ভার্চুয়াল বৈঠক করেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যসচিব। উপসর্গ থাকা রোগীদের জন্য নিয়মিত স্বাস্থ্যমন্ত্রককে তথ্য পাঠানোর নির্দেশ দেন স্বাস্থ্যসচিব।

শুক্রবার : ধর্মতলায় হয়ে গেল আর একটি ২১ জুলাই। কলকাতায়

এখন জোর কদমে চলছে প্লাস্টিক, থার্মোকল নিষিদ্ধ পর্ব। উঠে পড়ে লেগেছে কলকাতা পুরসভা। অথচ ২১ জুলাইয়ের সমাবেশে ভরে গেল প্লাস্টিক প্যাকেট ও থার্মোকল থালার ভিড়। অভিযোগ জমা হল না একটিও। **সবজান্তা খবরওয়ালা**

দিল্লি–কলকাতার ঘটনার ঘনঘটায়
এক অনন্য দিন রাজনীতির

ওঙ্কার মিত্র : যে দিন কলকাতার ধর্মতলায় একুশে জুলাইতে বাংলার শাসক দলের শহিদ দিবস সেইদিন দিল্লিতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে শাসক জোট প্রার্থীর জয় লাভ। যেদিন কলকাতায় বসে উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিরোধীদের সঙ্গ ছাড়ল তৃণমূল সেদিন দিল্লিতে বিরোধী নেত্রী সোনিয়া গান্ধিকে ইডি–র জিজ্ঞাসাবাদের প্রতিবাদে উত্তাল কংগ্রেস। দিনভর রাজনৈতিক ঘটনার ঘনঘটায় ট্যুইস্টের পর টুইস্ট। জনগণ নীরব দর্শক।

ভারতের প্রথম আদিবাসী মহিলা রাষ্ট্রপতি পদে

রাজনৈতিক আঙিনায় একটি পদে প্রার্থী নির্বাচনে যে এত গভীর তাৎপর্য থাকতে পারে তা দ্রৌপদী মুর্মুর নির্বাচন না দেখলে কল্পনাও করা যেত না। শুধুমাত্র বিরোধীদের ছত্রভঙ্গ নয়, সারা দেশের আদিবাসী সমাজকে একটি মাত্র প্রার্থী নির্বাচন দ্বারা কিভাবে নিজের দিকে টেনে আনতে হয় তা দেখালো বিজেপির পলিটিকাল রিডিং। সেই 'ভিনি, ভিডি, ভিসি'। দ্রৌপদী এলেন, দেখলেন, জয় করলেন। এ শুধু রাষ্ট্রপতি পদে জয়লাভ করা হয়, জয় করে নিলেন এনডিএ–র বাইরের দলের সমর্থনও যা অন্য কোনওভাবে বিজেপির পক্ষে সম্ভব ছিল না। এমনকি বিরোধীদের একজোট করতে এগিয়ে আসা মমতা ব্যানার্জীকেও টলিয়ে দিয়েছে তাঁর সংকল্প থেকে। এটাই আগামী ভবিষ্যতে ভারতের রাজনৈতিক সমীকরণে একটা অন্য ইঙ্গিত দিয়ে রাখল বলে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের ধারণা। মনে রাখতে হবে দেশের বিভিন্ন রাজ্যের নানা জেলায় তফশিলী আদিবাসীদের 'ভোট শেয়ার' নেহাত কম নয়। মোদী–শাহ–নাড্ডার এই 'ইউনিক' রাজনৈতিক ভাবনা যে দুর্বল বিজেপির বাংলাতেও ছাপ ফেলেছে তার প্রমাণ ২১ জুলাই তৃণমূল সর্বস্ব দিনেও বিজেপির ব্যানারের সামনে ট্রাডিশনাল উৎসবের মেজাজে পথে নামতে দেখা গেছে আদিবাসীদের।

রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা অবশ্য মনে করছেন সুযোগ ছিল বিরোধীদেরও। তাঁদের মতে প্রাক্তণ বিজেপিয়ান যশবন্ত সিনহার

নাম ঘোষণার পরও মনোনয়ন পেশ করা হয়েছে দ্রৌপদীর পরে। তখন যদি মনোনয়ন না দিয়ে ক্যান্ডিডেট প্রত্যাহার করে নিতেন সোনিয়া–পাওয়ার–মমতারা তাহলে আদিবাসী ডিভিডেন্টটা কিছুতেই একা নিয়ে যেতে পারত না বিজেপি। মমতা ব্যানার্জী তাঁর স্বভাবসুলভ ভঙ্গিমায় দ্রৌপদীর পক্ষ মানসিকভাবে নিয়ে ফেললেও পলিটিকাল ইগোর কারণে এই সুযোগ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করলেন তিনি। যে ভুল একইভাবে করে গেলেন পাওয়ার–সোনিয়ারাও। যদি পারতেন তাহলে দেশের স্বার্থে কুরবানি দিয়ে সর্বসম্মত প্রার্থী নির্বাচন করে বিরোধীরা হিরো হতে পারত এবং আদিবাসী সমর্থনও টুকরো টুকরো হয়ে বর্ষিত হতো সবার উপরে। রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত তীরের মতো, একবার ছিলা থেকে বেরিয়ে গেলে আর ফেরানো যায় না, সে যতই আত্মঘাতী হোক না কেন।

শহিদ মঞ্চে শুধুই রাজনীতি আর কৌশলের খেলা

কালো ব্যাজ উধাও, শহিদ স্মরণে একটি মাত্র বাক্য। তবুও এটা শহিদ মঞ্চই। নিচে সাদা মালায় ঢাকা শহিদ বেদীতে যুব কংগ্রেস কর্মীদের তালিকা। কোভিড কালের ঘরবন্দী দু'বছর পর উন্মাদনা এবার একটু বেশি। এটাই স্বাভাবিক। সেই মানুষের ঢল, সেই উন্মাদনা। কিন্তু মঞ্চে শুধুই রাজনীতির চর্চা। তেরঙ্গা মঞ্চে বিজেপির প্রকট উপস্থিতি। আদিবাসী মহিলার রাষ্ট্রপতি পদটাও মঞ্চে উজ্জ্বল করে দিল রাজ্যের মন্ত্রী আদিবাসী বীরবাহাকে। দ্রৌপদীর কল্যাণে তিনিও ভাষণ দিলেন। ভাষণ দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক, দলের দু নম্বর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি দেশের সাংসদ হয়েও বাংলা অন্তপ্রাণ। ঘোষণা করে দিলেন কেন্দ্র না দেয় ক্ষতি নেই বাংলার নামেই মানুষের প্রকল্প চলবে বাংলার টাকতেই। ছাতা সরিয়ে বৃষ্টিতে ভিজলেন তিনি, কিন্তু ছাতা না সরিয়ে তৃণমূলীরা বুঝিয়ে দিলেন এখনও তিনি পিসির ক্যারিশ্মা ছুঁতে পারেন নি। অভিষেকের সঙ্গে একমত হলেন না নেত্রীও। তিনি কিন্তু কেন্দ্রের টাকা আনতে সকলকে নিয়ে দিল্লি যাবার ঘোষণা করলেন। এদিন রাজনীতিতে মমতার নতুন সংযোজন মুড়ি রাজনীতি। কর্মীদের মুড়ি হতে নিয়ে তুলোধোনা করলেন জিএসটির, যদিও তাঁর শেয়ার ছেড়ে দেবেন কিনা তা বললেন না। মমতার ছোঁয়া পেয়ে সে মুড়ি এখন গ্রামবাসীদের প্রসাদ। ক্লাইম্যাক্স–এর পর ক্লাইম্যাক্স। চমকের পর চমক। শেষ চমক দিল তৃণমূলের স্লোগান যেখানে রামকৃষ্ণের হলো তৃণমূলীকরণ। তবে মমতা যখন শেষ করলেন। নিথর শব্দ তরঙ্গ বলে দিল অটল বিহারীর বিজেপি নয়, মোদী–শাহ বিজেপির বিরোধীতার সম্পূর্ণটা এখন তৃণমূল নেত্রীর দখলে। তীক্ষ্ণ, তীব্র বিরোধিতার 'পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি' এখন মমতার কাছে। কংগ্রেস–সিপিএম নিঃস্ব। খোলা জানলায় নিঃসঙ্গ বিদ্রোহী মুখ।

বৃষ্টি থামল, সূর্য পশ্চিমে ঢলল। বাড়ি ফিরল জনতা। বুঝে নিল, এখন শুধু বিজেপি বিরোধিতা। ঠিক তখন দীর্ঘ দীর্ঘশ্বাস ফেললেন সেদিনের শহিদ পরিবারগুলো। এখন তারা নিশ্চিত আর কোনোদিন বেরোবে না ২১ জুলাই তদন্ত কমিটির রিপোর্ট। আর কেউ প্রশ্ন করবে না সেদিনের কুখ্যাত আমলারা আজ কেন তৃণমূল নেত্রীর ছত্রছায়ায় নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে দিন কাটাচ্ছে। আর কেউ শহিদ পরিবারের মঞ্চে যাবার আমন্ত্রণ নিয়ে আসবে না কখনও।

ইডির ডাকে হাজির সোনিয়া

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে যেদিন বিরোধীরা ব্যাকফুটে সেদিন ন্যাশানাল হেরাল্ড মামলায় দিল্লিতে ইডি দফতরে প্রথম হাজিরা দিলেন কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধি। টানা দুঘন্টা ধরে জিজ্ঞাসাবাদের পর সেদিন ছাড়া পেলেও ৪ দিন পর ফের ২৫ জুলাই তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছে ইডি। নেত্রীকে ডাকতেই সংসদ চত্বরে বিক্ষোভ দেখালো কংগ্রেস। শুধু সংসদ নয়। দিল্লির রাজপথে নেমে ইডি দফতরের সামনে যাওয়ার পরিকল্পনা করেন কংগ্রেস নেতারা। যদিও তার আগেই গ্রেফতার করা হয় তাদের। এই মামলায় এর আগে রাহুল গান্ধিকেও বহুক্ষণ জেরা করা হয়েছে। সেদিনও কংগ্রেস নেতারা দিল্লির পথ কাঁপিয়েছিলেন। ন্যাশানাল হেরাল্ড একটি জটিল মামলা। ভারতবাসী এর খুঁটি নাটি জানে না। কিভাবে ন্যাশনাল হেরাল্ডের সম্পত্তি সোনিয়া–রাহুলের মালিকানাধীন ইয়ং ইন্ডিয়ার কাছে গেল এবং সোনিয়া–রাহুল কিভাবে দু হাজার কোটি টাকার মালিক হলেন তার ছিটে ফোঁটা গল্প জীবযন্ত্রণায় বিদ্ধ ভারতবাসী জানতেও চান না। তারা শুধু দেখছে কংগ্রেস নেতৃত্বের দৈন্যতা। যে গান্ধি পরিবারের অঙ্গুলি হেলনে ভারতে রাজনৈতিক ক্ষমতা উঠত নামত তারা আজ তদন্তের মুখোমুখি যার আঁচ দেশের কোথাও সেভাবে লাগলই না। দিল্লি কেন্দ্রীক কিছুক্ষণের বিক্ষোভ ও প্রতিবাদেই যার অভিঘাত শেষ। গান্ধি নামে আজ আর উত্তাল হয় না দেশ।

কাকতালীয় ভাবে সোনিয়ার ইডি হাজিরার দিনে বাংলা জুড়ে ২১ জুলাই–এর উন্মাদনা। মমতাময় রাজপথে বাংলার মানুষের ঢল ধর্মতলার দিকে। সেখানে বক্তব্য রাখবেন প্রাক্তন কংগ্রেসী বর্তমান তৃণমূল কংগ্রেসের একমঅদ্বিতীয়ম নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উপলক্ষ্য শহিদ কংগ্রেসীদের স্মৃতি তর্পণ। জমায়েতের আদি অন্তে কংগ্রেসী নির্যাস থাকলেও দীর্ঘ ভাষণে সোনিয়াকে ইডি তলব নিয়ে একটি প্রতিবাদী শব্দও খরচ করলেন না মমতা। একবার সিপিএমের নাম করলেও কংগ্রেসের নাম সেকেন্ডের জন্য মুখে না নিয়ে বুঝিয়ে দিলেন তাঁর কাছে আর কংগ্রেসের কোনো প্রাসঙ্গিকতা নেই। তাঁর দলের নেতা–নেত্রীদের সিবিআই–ইডি তলবে তিনি প্রতিবাদী হলেও সোনিয়ার দাম তাঁর কাছে কানাকড়িও নয়।

বিরোধিতার গোঁসাঘরে তৃণমূল

মঞ্চে বিজেপি বিরোধিতার সুর ২১ জুলাই যত চড়েছে তত খুশি হয়েছে এনডিএ জোট। কারণ একটু আগেই তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবীন সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাশে বসিয়ে ঘোষণা করে দিয়েছেন উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোটদানে বিরত থাকবে তৃণমূল কংগ্রেস। এটাই তাদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। জগদীপ ধনকর আশ্বস্ত হলেন মমতার বিচারবুদ্ধিতে। তিনি এতদিন যতই মমতা সরকারের বিরোধিতা করুন না কেন নেত্রী যে আসলে জাতে মাতাল তালে ঠিক তা দেখে নিশ্চয়ই তিনি নিজে হয়ত ভাবছেন এমন রাজনৈতিক মেধাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা ঠিক হয়নি। আসলে তৃণমূলের রাগ নাকি বিজেপির ওপর নয়, রাগ সোনিয়া–রাহুল–পাওয়ারের ওপর। তাঁরা নাকি নেত্রীকে না জানিয়েই মার্গারেট আলভাকে মনোনীত করেছেন। যখন জানিয়েছেন তখন নাকি প্রার্থী বাছা হয়ে গিয়েছে। এমন উপেক্ষা কি তৃণমূলের মতো একটা আত্মনির্ভর দলের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব! কখনই না। তাই ভোট বয়কট। রাগে দুঃখে তারা উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোট দেবেন না। সেয়ানা সাংবাদিকদের প্রশ্ন, তবে কি বিজেপির সুবিধা করে দিল তৃণমূল? উত্তর, কারো সুবিধা নয় এ হল উপেক্ষার জবাব।

কংগ্রেস–সিপিএম শেষ হয়েও এদের শিক্ষা হয়নি। দার্জিলিং বৈঠকে নাকি মমতা–ধনকড়–হেমন্ত বিশ্বশর্মার বৈঠকেই সব সেটিং হয়ে গিয়েছে। না হলে হেমন্ত নিজের রাজ্যের বন্যা না সামলে দার্জিলিং ঘুরতে আসবেন কেন? প্রশ্নগুলো প্রাসঙ্গিক হলেও রাজনীতির বাস্তবে সমীচীন কি? আসলে অতিবোদ্ধা বাম আর লেজুড় ধরা কংগ্রেসের নিজের ঘর ছেড়ে পরের ঘরে উঁকি মারার অভ্যাসটা আর গেল না। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের শিক্ষা নিয়ে বিজেপি বিরোধিতার আগুন নিয়ে খেলতে গিয়ে ফের হাত পোড়ালো। মমতা জানেন আগুন কখন জ্বালাতে হয় এবং নেভাতে হয়। তবেই তো তিনি কালীঘাট থেকে বাংলার মসনদে। তবেই তো তিনি কংগ্রেসের আইটেম ২১ জুলাইকে নিজের আইটেম করতে পেরেছেন। ভারতের রাজনীতিতে এখন দু ধরনের রাজনীতিক বাস করেন। কেউ বুঝতে পারেন হাওয়া মোরগের গতিপ্রকৃতি। কেউ গরিমা আঁকড়ে সর্বহারার দলে। দেখছেন না রাইসিনার আড়ালে দাঁড়িয়ে বিজেপি–তৃণমূল কেমন মুচকি মুচকি হাসছে।

রাজ্যে ইঁটভাটা বন্ধের ডাক

কুনাল মালিক

আগামী মরশুমে অর্থাৎ ২০২২–২০২৩ অর্থ বর্ষে সারা রাজ্য জুড়ে ইঁট ভাটা বন্ধের ডাক দিল বেঙ্গল ব্রিক ফিল্ড ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন। ইতিমধ্যেই রাজ্য জুড়ে জেলায় জেলায় সংগঠন লিফলেট বিলি ও পোস্টারিং শুরু করেছে। অল ইন্ডিয়া ব্রিক অ্যান্ড টাইল ম্যানুফ্যাকচারার্স ফেডারেশনও একই ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। সংগঠনের তরফে দাবি করা হয়েছে জিএসটি বেড়েছে ২৪০ শতাংশ থেকে ৬০০ শতাংশ। কয়লার দাম বেড়েছে ৩৫০ শতাংশ, শ্রমিক চুক্তির ওপর ১২ শতাংশ জিএসটি বসানো হয়েছে, পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণের নামে শুধু ইঁট শিল্পের ওপর আইনি জুলুম তীব্র হয়েছে। অতিরিক্ত ভর্তুকি দিয়ে ফ্লাই অ্যাস ইঁট ও এএসি ব্লককে উৎসাহিত করে মাটি ইঁট শিল্পের বিরুদ্ধে লাগাতার বৈষম্য তৈরি করে শ্রম নিবিড় এই শিল্পকে বন্ধ করার অপচেষ্টা হচ্ছে। সংগঠনের পক্ষ থেকে আহ্বান করা হয়েছে শ্রম নিবিড় মাটি নির্মিত ইঁট শিল্পের

বিরুদ্ধে লাগাতার সরকারি ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করতে সারা দেশে ইঁট ভাঁটা ধর্মঘট সফল করুন।

বেঙ্গল ব্রিক ফিল্ড ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের এক্সিকিউটিভ মেম্বার (বজবজ ও ফলতা জোন) হেমন্ত কুমার ছাবড়িয়া বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ন্ত্রিত জিএসটির বর্ধিত মূল্য, অতিরিক্ত কয়লার দাম, শ্রমিক সমস্যা, পরিবেশ দফতরের নানা ফরমানে আমরা জর্জরিত। করোনার সময় তিন বছর আমাদের ব্যবসার চরম ক্ষতি হয়েছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

গর্তে জল জমে মরণফাঁদ

সুব্রত মন্ডল

সোনারপুর ফ্লাইওভারে এখন মরণ ফাঁদ তৈরি হয়েছে। ঘাসিয়ারার দিক থেকে ফ্লাইওভারে ওঠার মুখে এবং সোনারপুর থানার পেছনে খানাখন্দে, গর্ত, হয়ে জল জমে মরণ ফাঁদ তৈরি হয়েছে। বৃষ্টি হলেই জল জমে রোজেই গাড়ি গর্তে পড়ছে, হলেই জল জমে শোচনীয় অবস্থা। প্রতিদিনই অটো, টোটো, রিকশা, বাইক, বাস, লরি, রাস্তায় গর্তে পরে পাল্টি খাচ্ছে। স্কুল পড়ুয়ারাও দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছে। একের পর এক গাড়ি দাঁড়িয়ে যাচ্ছে যানজটের শোচনীয় অবস্থা। পরিস্থিতির সামলাতে হিমশিম ট্রাফিক পুলিশ। এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ

সোনারপুর ফ্লাইওভারে

ঘটছে দুর্ঘটনা। কিন্তু প্রশাসনের কোনও হুঁশ নেই। রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পুরসভার, পুরসভার পক্ষ থেকে রাস্তাটি ঢালাই করে দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে। অন্যদিকে রাজপুর সোনারপুর চেয়ারম্যান পল্লব দাস বলেন, পূর্তদপ্তরের সঙ্গে সংস্কার নিয়ে কথাবার্তা চলছে। তবে এই কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করা হবে। সদা ব্যস্ত এই ওভারব্রিজ রোজ কয়েক হাজার গাড়ি চলাচল করে এই ফ্লাইওভার দিয়ে। কিন্তু অল্প বৃষ্টি ভারি বৃষ্টি হলে রাস্তার গর্তে জল জমে থাকে দুদিন ধরে জল বের হওয়ার কোনও জায়গা নেই। জল পচে দুর্গন্ধ ছড়ায়। নরক যন্ত্রণা ভোগ করে রোজ নিত্যযাত্রীরা। সন্ধ্যার পর রাস্তার অবস্থা আরও ভয়াবহ হয় রাস্তা দিয়ে অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে যেতে রোগী প্রাণান্তকর অবস্থা হয়। সবাই দেখে যেন নীরব। কে মেরামত করবে এ নিয়ে টানাপোড়েন চলছে, কিন্তু কবে রাস্তা মেরামত হবে তার নির্দিষ্ট কোনও উত্তর মিলছে না।

ভগ্নদশায় শ্রীশচন্দ্রের ঘাট ও শিবমন্দির

কল্যাণ রায়চৌধুরী

উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার গোবরডাঙা পুরসভা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৭০ সালে। সেই নবগঠিত পুরসভার প্রথম পুরপ্রধান হিসেবে শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের নাম আজও ইতিহাসের পাতায় ভাস্বর হয়ে আছে। শ্রীশচন্দ্র যে সময় কলকাতা সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন, সে সময়ে এই কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। ১৮৫৬ সালে বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় বিধবা বিবাহ আইন তৎকালীন সরকার কর্তৃক পাশ হলে সে বছর ৭ ডিসেম্বর (২৩ অগ্রহায়ণ, ১২৬৩ বঙ্গাব্দ) রবিবার, শ্রীশচন্দ্র প্রথম ভারতীয় যিনি প্রথম বিধবা বিবাহ করেন। তাঁর প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর, কলকাতার সুকিয়া স্ট্রিটে রামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে বর্ধমানের নিশিডাঙার ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায়ের বাল্যবিধবা কন্যা কালীমণির সাথে শ্রীশচন্দ্রের বিয়ে হয়। ভারতবর্ষের প্রথম বিধবা বিবাহ এটি। সেই বিবাহ বাসরে উপস্থিত ছিলেন বাগ্মীবর রামগোপাল ঘোষ, জজ হরচন্দ্র ঘোষ, হাইকোর্টের জজ শম্ভুনাথ পণ্ডিত, দ্বারকানাথ মিত্র, প্যারিচাঁদ মিত্র, সাহিত্যসেবী কালীপ্রসন্ন সিংহ, অধ্যাপক তর্কপঞ্চানন, প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ, তারানাথ তর্কবাচস্পতি এবং স্বয়ং বিদ্যাসাগর। এছাড়াও তৎকালীন

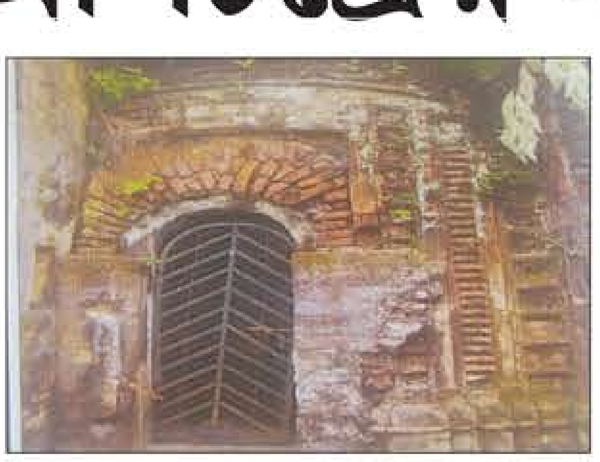

ছোটলাট সহ এই ঐতিহাসিক বিধবা বিবাহ প্রত্যক্ষ করার জন্যে সুকিয়া স্ট্রিট ও তৎসংলগ্ন রাজপথ সমূহ লোকারণ্যে পরিণত হয়েছিল বলে জানালেন, গোবরডাঙার আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক বাসুদেব মুখোপাধ্যায়। তিনি এও জানান, এই বিবাহে উৎসাহ দান এবং শ্রীশচন্দ্রের এস মহৎ কাজের পুরস্কারস্বরূপ বাংলার লাট হ্যালিডে সাহেব শ্রীশচন্দ্রকে বনগাঁ আদালতের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদ প্রদান করেন। বাসুদেববাবু আরও জানান, সে সময়ে গোবরডাঙার খাঁটুরা অঞ্চল বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত ছিল। যার ফলে গোবরডাঙা সহ এতদঞ্চলের সাধারণ মানুষকে জমিজমা সহ অন্যান্য বিষয়ে বসিরহাটের সঙ্গে যোগাযোগ করতে ব্যাপক অসুবিধা ও দুর্ভোগের শিকার হতে হত। কারণ রাস্তাঘাট ভাল না থাকায় যাতায়াত ছিল অত্যন্ত কষ্টকর ও ব্যয়বহুল। শ্রীশচন্দ্রের প্রচেষ্টায় বারাসত সাব ডিভিশন গঠিত হলে গোবরডাঙা খাঁটুরা অঞ্চলকে বারাসত মহকুমার সঙ্গে যুক্ত করা হয়। তিনি ম্যাজিস্ট্রেট এবং গোবরডাঙা পুরসভার পুরপ্রধান থাকাকালীন এলাকায় বহু জনহিতকর কাজও করেন। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ১৮৭৩ সালে খাঁটুরা কঙ্কনা বাঁওড়ের পাড়ে একটি বিস্তৃত ঘাট ও জোড়া শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যদিও সেই ঘাটটি বর্তমানে অত্যন্ত জরাজীর্ণ অবস্থায় পড়ে আছে। এছাড়া সংস্কারে অভাবে শিবমন্দিরটিও ধ্বংস হওয়ার উপক্রম। স্থানীয় মানুষের দাবি, এখানে শ্রীশচন্দ্রের বসতবাড়ি না থাকলেও তার উদ্যোগে নির্মিত এই ঘাট এবং জোড়া শিবমন্দির স্থান দুটি এলাকায় এক ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্ন বহন করছে। ফলে গোবরডাঙা পুর প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই স্থান দুটির সংস্কার হলে পর্যটকদের আকর্ষণ স্থল হয়ে উঠবে। এমনটাই অভিমত স্থানীয় বাসিন্দাদের। এছাড়াও প্রত্নতত্ত্বের নিদর্শন হতে পারে বলে মনে করেন বাসুদেববাবু।

এপ্রসঙ্গে গোবরডাঙা পুরসভার পুরপ্রধান শঙ্কর দত্ত বলেন, 'সংস্কারের জন্য ইতিমধ্যে হেরিটেজকে দেওয়া হয়েছে। এবং হেরিটেজের পক্ষ থেকে পরিদর্শনও করে গিয়েছে। খুব শীঘ্রই সংস্কারের কাজ শুরু হবে।'

বুল রান না গুজবের গুলতাপ্পি

পার্থসারথি গুহ

অর্থনীতি

ভারতের শেয়ার বাজার আগামী বছরখানেকের নিরিখে কোন অবস্থানে থাকতে পারে তা নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। যথারীতি এর মধ্যে দুটি পক্ষ আড়াআড়িভাবে তাঁদের মতামত ব্যক্ত করা শুরু করেছেন। একদলের মতে আমেরিকা সহ ইউরোপে জোরদার রিসেশনের ছোঁয়াচ লেগেছে। তাই নিচের দিকে যাওয়ার সম্ভাবনা অর্থবাজারের। আরেক দল বলছেন, ভারতের বাজার যথেষ্ট স্টেডি এবং বিশ্বে লগ্নিকারীদের অন্যতম প্রধান গন্তব্যস্থল। সুতরাং এর মধ্যে গঙ্গা-যমুনা দিয়ে অনেক কিছু এপার-ওপার হয়ে যাবে। চট করে বলে দেওয়া যায় না বাজারের ভবিষ্যত খারাপ হতে চলেছে। অনেকে আবার এও বলছেন এক বছর সময় যথেষ্ট। পরের কথা না ভেবে এই এক বছরেই এখন মনোনিবেশ করবে শেয়ার বাজার। তার মধ্যে যথারীতি কিছু শেয়ারের দামে উত্থান আসবে। আবার পতনও দেখা যাবে বেশ কিছু শেয়ার বা সেক্টরে।

মোটের ওপর একটা ভোলাটাইল পরিস্থিতির মধ্যে বাজার বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হতে পারে। তাতে অবশ্য যাঁরা নিয়মিত ট্রেডিং করে কেনা-বেচা চালিয়ে যাতে পারবে তাঁদের অসুবিধার কিছু নেই। খালি খেয়াল রাখতে হবে কোন শেয়ারটার সাপোর্ট ও রেজিস্ট্যান্স ঠিক কোন জায়গায় আছে। এই মোদ্দা জিনিসটা ধরে নিয়ে কাজ করতে পারলে এই অস্থির জমানাতেও ভালো মুনাফা আসা সম্ভব। তবে খুব দক্ষ ট্রেডার ছাড়া নিতান্ত নবীশ বা সাধারণ ট্রেডারদের কোনও হঠকারিতার জায়গা নেই এখানে।

শেয়ার বাজারে রোজ এমন কিছু ঘটনা ঘটে যার সঙ্গে বাস্তব পরিস্থিতির সেভাবে কোনও মিল নেই। ধরা যাক কোনও শেয়ারের দাম বাড়তে বাড়তে হয়তো মহীরূহ ছুঁয়ে ফেলল। তারপরেই তাকে গ্রাস করল এক ভয়াবহ পতন। যার হাত ধরে নতুন করে নিচের দিকে তলিয়ে যেতে থাকল শেয়ারটি। এ খেলা বহুদিন ধরেই

চলে আসছে অর্থবাজারে। ভারত বলে নয়, তামাম দুনিয়ার শেয়ার বাজারেই এমন নাটকের শুরু ও যবনিকাপাত ঘটে চলেছে অহরহ। তবে তার মধ্যে যাঁরা বুদ্ধিমান তাঁরা বাজারের এই তুর্কীনাচনের সঙ্গে তাল রাখার ধান্দায় না গিয়ে বেছে নেন এসআইপি বা সিস্টেমিক ইনভেস্টমেন্টের পদ্ধতি। অর্থাৎ নিয়ম মেনে একটা নির্দিষ্ট অঙ্কের অর্থ বরাদ্দ করা শেয়ার বাজারের জন্য। মাসের একটা সুনির্দিষ্ট সময় যা ব্যাঙ্কের খাতা হয়ে বয়ে যায় বাজারের দিকে। ইতিহাস বলছে, এমনভাবে যাঁরা ট্রেড করে থাকেন শেষপর্যন্ত তাঁরাই তাঁদের অস্তিত্ব ধরে রাখতে পারেন শেয়ার বাজারে। নচেৎ লবডঙ্কা মিলতে সময় নেয় না। এমনকি তুমুল আর্থিক বিপর্যয়ের মধ্যেও পড়তে হয় এলোমেলো শেয়ার ট্রেডিংয়ে। সেজন্যই বাজার বুল থাকুক আর বেয়ার, এসআইপি ধরে রাখাটাই শ্রেয় বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা।

বিশেষজ্ঞদের একটা বড় অংশও ২০১৭-র বুল রানের পর বাজারের তুঙ্গে অবস্থান ধরে রাখা নিয়ে চিন্তান্বিত হয়ে উঠেছিলেন। কারেকশনের ভরপুর ইঙ্গিত দিচ্ছিলেন তাঁরা। ভারতের অর্থবাজারের আপাত বৃদ্ধি নিয়ে যথেষ্ট সন্দিহান ছিল যথেষ্টই। সেই চিন্তাকে মান্যতা দিয়ে পরবর্তীতে ভারতের অর্থবাজার প্রত্যক্ষ করে একটা বড় মাপের কারেকশন। বলাবাহুল্য, ১০ শতাংশের বেশি এই কারেকশন পর্ব প্রায় মাস তিনেক চলার পর এখন সংশোধনীর খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল ভারতের শেয়ার বাজার। যথারীতি বেয়ার নামক রাহুর গ্রাস থেকে রক্ষা মিলেছে নিফটি ও সেনসেক্স নামক বাজারের চন্দ্র-সূর্যের।

এখন এটাই দেখার এই ঘুরে দাঁড়ানোর ট্রেন্ড আপাতত কতদিন অব্যাহত থাকে। এমনিতে ভারতের অর্থবাজার সম্পর্কে অনেক খারাপ খবরাখবর বা উপাদান থাকলেও অতি সম্প্রতি বৃদ্ধির সুসংবাদ এসে ফের গোটা মার্কেটকে প্রাণবায়ু দিয়েছে। এটা এখন কতদিনের রসদ ভরে এসেছে সেটার দিকে আগামী দিনে নজর থাকবে সকলের। এখনকার প্রেক্ষিতে যে ট্রেডিং চলছে তাতে একটা জিনিস সাফ বোঝা যাচ্ছে নিফটির জন্য ১৭-১৮ হাজারের কাছাকাছি লেবেলটা যেমন খুব কঠিন হার্ডলস, ঠিক তেমনই ১৫-১৬ হাজারের জায়গাটা বড় মাপের সাপোর্ট। এই বন্ধনীর মধ্যে কিছুদিন অর্থবাজার ঘুরপাক খেলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

উত্তরের আঙিনায়

শিলিগুড়িতে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিলিগুড়ির ৩৯নং ওয়ার্ডে আয়োজন করা হয়েছিল এক রক্তদান শিবিরের। যার উদ্যোক্তা শিলিগুড়ির ৩৯নং ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেস কমিটি। ৩৯নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পিঙ্কি সাহা জানান, আমাদের লক্ষ হল যতটা পারা যায় রক্ত সংগ্রহ করা। এদিন প্রায় ১৫০ জন রক্তদাতা রক্তদান করেন। এদিন এই রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি পুর কর্পোরেশনের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার এবং শিলিগুড়ির ১৪নং ওয়ার্ড কাউন্সিলার এবং এম এম আইসি শ্রাবণী দত্ত। রঞ্জন সরকার জানান, রক্ত মানুষের জীবনে সব চাইতে মূল্যবান জিনিস। সব মানুষই চায় বেঁচে থাকতে,আর তার জন্য চাই রক্ত, তাই যারা রক্ত দিচ্ছেন তারা পুণ্যের কাজ করছেন। শিলিগুড়ির এম এম আই সি শ্রাবণী দত্ত জানান, আমি মনে করি এই রক্তদান সবচাইতে মহত কাজ। আর যারা রক্ত দিচ্ছেন তারা মহা পুণ্যের কাজ করছেন। এবং আমি যারা যারা রক্ত দান করছেন তাদের পাশে আছি সবসময়। এদিন রক্তদাতাদের উৎসাহ দিতে তাদের হাতে ফল এবং মিষ্টি তুলে দেন কাউন্সিলার পিঙ্কি সাহা। তিনি জানালেন সংগ্রহিত রক্ত তুলে দেওয়া হবে শিলিগুড়ি ওয়েলফেয়ার সোসাইটি এবং ব্লাড ব্যাঙ্কগুলিতে।

নকল মুদ্রাসহ গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভুটানের ফুন্টসিলিং থেকে নকল মুদ্রা সহ এক ব্যক্তিকে আটক করল ভুটান পুলিশ। ধৃত ব্যক্তির নাম রাজু। জেরাতে সে জানিয়েছে সে নেপালের একটি ক্যাসিনোতে চাকরি করত। সে বর্তমানে ভুটানে সুপারির ব্যবসার সাথে যুক্ত। তার সাথে কতজন জড়িত আছে সেটাও জানতে চেষ্টা করছে পুলিশ। ধৃত জানিয়েছে এখনো ভুটানে সিডির ব্যবসা জনপ্রিয়। ওই ব্যক্তি সিডির ব্যবসার আড়ালে এই নকল মুদ্রা পাচার করত। সে এই নকল মুদ্রার সেন্টার বানিয়েছিল ভুটানের সমস্ত সিডির দোকানগুলিতে। আজ যখন সে ভুটানের বাসস্ট্যান্ডে দাড়িয়ে মুদ্রাগুলি নিয়ে আসছিল তখনই খবর পেয়ে তাকে আটক করে ভুটান পুলিশ। ওই মুদ্রাগুলি একেবারেই আসল মুদ্রার মতো। মুদ্রা বিশেষজ্ঞ দেখে তবেই ওই মুদ্রাগুলি যে নকল তা শনাক্ত করা হয়েছে। পুলিশের সন্দেহ ওই ব্যক্তি আরো নানান দেশে মুদ্রা পাচারের ব্যবসার সাথে জড়িত। তার সাথে আন্তর্জাতিক মুদ্রা পাচারকারীদের সাথে যোগাযোগ আছে কি না তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।

ছাত্রীকে বিয়ে শিক্ষকের

নিজস্ব প্রতিনিধি : টিউশনির টাকা দিতে পারছিল না ছাত্রী। ছমাস চলে যাবার পরে তাকে বিয়ে করে নিলেন শিক্ষক। গুণধর শিক্ষকের নাম অশোক মন্ডল। ছাত্রীর নাম অসীমা পাত্র। এগারো ক্লাসের ছাত্রী অসীমার বাবা বর্তমানে বেকার। চাকরি চলে যাওয়ায় ঠিকমত পড়াতে পারছিলেন না তার ছেলে মেয়ে কাউকেই। সেকথা অসীমা তার শিক্ষককে বলেও ছিল বারবার। গৃহ শিক্ষক তাকে বোঝান তাকে যদি সে বিয়ে করে নেন তবে তাকে তো মাইনে দিতেই হবে না উলটে আরামে থাকবে সে। অসীমা সেকথা বাড়িতে তার বাবা মাকেও জানায় নিরুপায় বাবা মা তাকে বোঝায় সে যা ভালো বোঝে তাই করুক। গত সপ্তাহে বিয়ে করে নেয় অসীমা। পরে জানাজানি হয়ে গেলে বর এবং শিক্ষক মেনে নেয় সবকিছু। তার বিরুদ্ধে একজন মেয়েকে জোর করে বিয়ে করবার মামলা দায়ের করা হয়েছে।

লন্ডনের গরম দার্জিলিঙেও

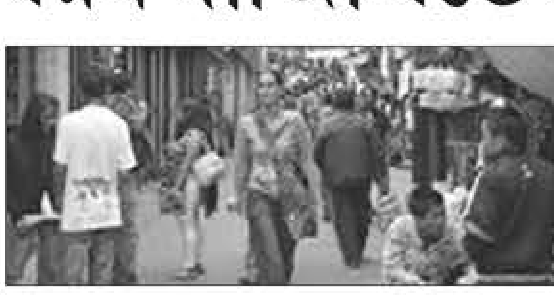

নিজস্ব প্রতিনিধি : পাহাড়েও গরম। অগত্যা ফিরে যাচ্ছেন পর্যটকেরা। গরমের হাত থেকে রেহাই নেই পাহাড়েরও। তাপমাত্রা চলে গেছে প্রায় উনত্রিশ ডিগ্রীতে। যার ফলে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই ফিরে যাচ্ছেন পর্যটকেরা। এত গরম দার্জিলিং এ শেষ কবে পড়েছে বলতে পারছেন না দার্জিলিং এর প্রবীণ মানুষেরাও। পাহাড়ের অধিকাংশ ঘরে রীতিমতো পাখা চলছে। হোটেলগুলিতেও একই অবস্থা। যার ফলে সময়ের আগেই পাহাড় ছেড়ে দিচ্ছেন পর্যটকেরা। গত সাত দিনে পাহাড়ের তাপমাত্রা সাতাশ থেকে উনত্রিশ ডিগ্রীতে ঘোরাফেরা করেছে যা পাহাড়ের পরিচিতি হিসাবে প্রায় ভাবাই যায় না। যার কারণে পাহাড়ে থাকতে চাইছেন না কেউই। মুখ্যমন্ত্রী দার্জিলিং-এ এসে অন্যান্য বার যেমন গায়ে চাদর দিতেন এবার কিছুই গায়ে না দিয়ে কাটিয়ে দিয়েছিলেন গোটা তিনদিন। পাহাড়ে জুন এবং জুলাইতে তাপমাত্রা একুশ হয় সর্বোচ্চ। সেখানে এবারে পাহাড়ের তাপমাত্রা বেড়ে প্রায় তিরিশ ছুঁইছুঁই। গায়ে প্রায় কারোরই সোয়েটার নেই, ঘুম কিংবা ম্যালে সকাল থেকেই ভিড় লেগে থাকত এখন একদম ফাঁকা দুটো জায়গাতেই। বহু পর্যটক পাহাড়ের হোটেল বুক করেও বাতিল করে দিয়েছেন পাহাড়ের এই আবহওয়ার জন্য। যার কারণে রাজনৈতিক পরিস্থিতি ঠিক থাকলেও আবহওয়ার জন্য মার খাচ্ছে পাহাড়ের পর্যটন। এত গরম পাহাড়ের মানুষের কাছে অবাক করার মতন যার কারণে তারা কোনওদিন পাহাড়ে এতটা গরম অনুভব করেন নি। একেবারে অন্য কারণে পাহাড়ে ভিড় নেই পর্যটকদের সেটা চিন্তা করেই কিছুটা হতাশ পাহাড়ের হোটেল মালিকেরা। দার্জিলিং-এ বেড়াতে এসে আবহওয়া দেখে সিকিম কিংবা তার উপরে চলে যাচ্ছেন পর্যটকেরা। যার কারণে পাহাড়ের হোটেল ব্যবসায়ীরা মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন। তারা জানিয়েছেন পুজোর বুকিং শুরু হয়ে গেছে। তখন যদি এই ধরনের আবহাওয়া থাকে তবে গোটা বছরটাই মার খাবেন তারা।

লজের লিজে নজর

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের টার্মিনাসের ভিতর নিগমের লিজ দেওয়া লজের রেজিস্টারে অসংগতির অভিযোগে লজের ম্যানেজারকে আটক করল পুলিশ। পাশাপাশি ওই লজ থেকে একজোড়া যুবক-যুবতীকেও জেরা করে পুলিশ। লজে নানা অসামাজিক কাজকর্ম হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছেন স্থানীয়রাও। সোমবার দুপুরে এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের অন্দরে। বিষয়টি নিয়ে খুব শীঘ্রই কোচবিহার কোতোয়ালি থানার পুলিশ নিগম কর্তৃপক্ষকে চিঠি পাঠাচ্ছে। ঘটনার কথা জানার পর থেকে নিগম কর্তৃপক্ষও বিষয়টি নিয়ে নড়েচড়ে বসেছে। তাদের তরফেও বিষয়টি সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়া শুরু হয়েছে।

উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় বলেন, বিষয়টি তিনি শুনেছেন, খোঁজ নিয়ে দেখবেন। পাশাপাশি বিষয়টি ইতিমধ্যে গুরুত্ব দিয়ে দেখার জন্য ডিভিশনাল ম্যানেজারকে নির্দেশ দিয়েছেন।

বাম আমলে কোচবিহার শহরের ভবানী সিনেমা হলের পাশে কেশব রোডের ধারে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম বিশাল বাস টার্মিনাস তৈরি করে। কিন্তু বাম আমল থেকেই নিগমের আর্থিক সংকট মেটেনি। এই অবস্থায় ২০১১ সালে রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পরে নিগমকে নিজের পায়ে দাঁড় করাবার জন্য কয়েকশো কর্মীকে ভিআরএস দেয় রাজ্য সরকার। তাতে অবস্থার কিছুটা উন্নতি হলেও সংকট কাটেনি। আয় বাড়াবার লক্ষ্যে নিগম কর্তৃপক্ষ তাদের বাস টার্মিনাসের উপরতলার একটা বড় জায়গাকে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার

করার সিদ্ধান্ত নেয়। টার্মিনাসের উপরতলায় কিছু ঘর নির্মাণ করা হয়। লক্ষ্য ছিল, কোনও অনুষ্ঠানে এই জায়গাটি বা শহরে বাইরে থেকে আসা লোকজনকে ঘরভাড়া দেওয়া হবে। বছর চারেক আগে একটি সংস্থাকে জায়গাটি বছরে ৫ লক্ষ টাকার বিনিময়ে লিজ দেওয়া হয়। সংস্থাটিকে প্রতি বছর লিজ রিনিউ করতে হয়। গত কয়েক বছর ধরে বেসরকারি ওই সংস্থাই এনবিএসটিসির এই লজ চালাচ্ছিল।

কোচবিহার কোতোয়ালি থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, এই অবস্থায় বেশ কিছুদিন ধরে তাদের কাছে অভিযোগ আসছিল যে লজে অসামাজিক কাজকর্ম হচ্ছে। লজের রুমগুলি ঘণ্টাপ্রতি ভাড়া দেওয়া হচ্ছে। কিছু ছেলেমেয়ে অল্প সময়ে জন্য রুমগুলি ভাড়া নিচ্ছে। কোচবিহার কোতোয়ালি থানার পুলিশ সোমবার সেখানে গিয়ে হঠাৎ অভিযান চালায়। তারা লজে থাকা প্রাপ্তবয়স্ক একজোড়া ছেলেমেয়েছে জেরা করে।

পাশাপাশি লজের ম্যানেজারকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। কোতোয়ালি থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, লজের রেজিস্টার ঠিকমতো রাখা হত না। লজের ম্যানেজারও এ বিষয়ে পরিষ্কারভাবে কিছু জানাতে পারেননি। পুলিশ জানিয়েছে, বিষয়টি জানিয়ে খুব শীঘ্রই তারা উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম কর্তৃপক্ষকে চিঠি পাঠাচ্ছে। স্থানীয় এক যুবক বলেন, প্রায় প্রতিদিনই বিভিন্ন অল্পবয়সি ছেলেমেয়েকে ওখানে আসতে দেখি। কিছুক্ষণ পরে আবার তারা চলে যায়। ওখানে যে কোনও অসামাজিক কাজকর্ম হচ্ছে, তা আমাদের কাছে পরিষ্কার।

নিগম সূত্রে জানা গিয়েছে, তাদের বাস রয়েছে ৯৪৫টি। এর মধ্যে ৯০০টি বাস চালু রয়েছে। তার মধ্যে ৬৭৫টি গাড়ি প্রতিদিন রাস্তায় বের হয়।

নয়া লিফ্টের অনুমোদন

নিজস্ব প্রতিনিধি : র‍্যাম্প ও নতুন লিফ্টের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যাপ্রুভাল পেল জেলা হাসপাতাল।

শিলিগুড়ি শহরতলির মধ্যে একমাত্র সরকারি হাসপাতাল শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতাল। এই হাসপাতালের ওপরেই নির্ভর শিলিগুড়ির অধিকাংশ মধ্যবিত্ত থেকে শুরু করে গরিব সাধারণ মানুষ। কিন্তু আশ্চর্যজনক ভাবে এত বড় একটি হাসপাতাল থাকা সত্ত্বেও হাসপাতালে নেই কোনওরকম র‍্যাম্প। রয়েছে একটি মাত্র লিফ্ট, যার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব রয়েছে পিডব্লিউডি ইলেকট্রিকাল এর। কিন্তু যেহেতু বৈদ্যুতিক সামগ্রী তাই মাঝে মধ্যেই খারাপ হয়ে পড়ে এই লিফ্ট। স্বাভাবিকভাবেই চরম অসুবিধার মুখে পড়তে হয় সাধারণ মানুষকে। শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের সুপার প্রদীপ্ত ভট্টাচার্য নিজে মুখেই জানিয়েছেন এত বড় একটি হাসপাতাল একটিমাত্র লিফ্ট এবং বিনা র‍্যাম্পে কিভাবে চলছিল তা জানা নেই। তাই তিনি দায়িত্বভার গ্রহণের পর সর্বপ্রথম উদ্যোগ নিয়েছিলেন শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের ওপিডি ব্লকে বহুবার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ও পিডব্লিউডি ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে যোগাযোগ করার পরেও বহুদিন ধরে আটকে পড়েছিল এই প্রজেক্ট এর কাজ। পরবর্তীতে পিডব্লিউডি ইঞ্জিনিয়ার দ্বারা র‍্যাম্প তৈরির ম্যাপ তৈরি করে এপ্রুভাল এর জন্য কলকাতায় পাঠান হলে সেই প্ল্যান বাতিল হয়। কিন্তু পরবর্তীতে আবারও শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের সুপার প্রদীপ্ত ভট্টাচার্য নিজে দাঁড়িয়ে থেকে প্ল্যান তৈরি করান পিডব্লিউডি ইঞ্জিনিয়ারদের দিয়ে। হাসপাতাল সুপার প্রদীপ্ত ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, দ্বিতীয় প্ল্যান পাশ হয়েছে এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যাপ্রুভাল পাওয়া গিয়েছে এই দুটি প্রজেক্টের জন্যই। শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের সুপার প্রদীপ্ত ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, খুব শীঘ্রই শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে শুরু হতে চলেছে এই দুটি প্রজেক্ট তৈরির কাজ।

ট্রেন সফরে বিভ্রাট চরমে

নিজস্ব প্রতিনিধি : সংরক্ষিত টিকিট থাকা সত্বেও ট্রেন সফর থেকে বঞ্চিত হলেন বহু যাত্রী। জলপাইগুড়ি রোড স্টেশন থেকে পদাতিক এক্সপ্রেসে শিয়ালদাগামী বেশ কিছু ট্রেন যাত্রী ট্রেনে উঠতে পারলেন না বলে অভিযোগ। এসি এবং স্লিপার ক্লাসের টিকিট থাকা সত্বেও কোলের শিশুকে নিয়ে মহিলা, পুরুষ যাত্রীরা হয়রানির শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ। প্রতি বারের মত এবারও শহিদ দিবস অনুষ্ঠানে যোগ দিতে দলে দলে কর্মীরা যাচ্ছেন কলকাতায়। সে সমস্ত কর্মীরাই সংরক্ষিত কামরা থেকে যাত্রীদের নামিয়ে দিচ্ছে বলে

অভিযোগে সরব হয় যাত্রীরা।

ট্রেন থেকে দু'জন পড়ুয়াকে শিয়ালদা যাওয়ার পথে রোড স্টেশনে মারধর করে তাদেরকে নামিয়ে দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ। তারা চলন্ত ট্রেনের চেন টেনে থামিয়ে প্রাণে বাঁচেন বলে দাবি। একুশে জুলাই এর শহিদ স্মরণে উত্তরবঙ্গ থেকে ধর্মতলার উদ্দেশ্যে বহু তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী এবং সমর্থকেরা। আর ঠিক এদের বিরুদ্ধেই অভিযোগ সাধারণ যাত্রীদের। একে প্রচণ্ড গরম তার উপরে অত্যধিক চাপে প্রচণ্ড সঙ্কটজনক অবস্থা যাত্রীদের। যাত্রীরা অভিযোগ করছেন অনুরোধ করলেও কেউ কথা শোনেন না। উলটে আরো খারাপ ভাষায় কথা শুনিয়ে দেন। যদিও যুব তৃণমূল কংগ্রেস নেতা সৈকত চক্রবর্তী এই অভিযোগ মানতে নারাজ। তিনি জানিয়েছেন কোনও কর্মী সমর্থকদের বিরুদ্ধে যদি এই অভিযোগ সত্যি প্রমানিত হয় তবে সাথে সাথে তাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হবে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২৩ জুলাই – ২৯ জুলাই, ২০২২

মেষ রাশি : দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। গুরুজনদের জন্য ব্যয় বৃদ্ধি। শিল্পী সত্তার বিকাশ। লেখক বা সাহিত্যিকদের শুভ ফল লাভ। সন্তানের পড়াশোনার ক্ষেত্রে বাধা এলেও তা কাটিয়ে উঠবে এবং পরীক্ষায় সফল হওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসায় প্রসারতায় বাধা। আয়ভাব শুভ নয়।

প্রতিকার : লাল গরু বা কুকুরকে ভোজন করান।

বৃষ রাশি : ঋণ করার প্রবণতা বৃদ্ধি। বুদ্ধি মত্তার সঙ্গে কর্মোন্নতি। স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ রয়েছে। দাম্পত্য কলহ বৃদ্ধি। বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে অর্থ পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। তীর্থ ভ্রমণের আগ্রহ বৃদ্ধি। সন্তানের চাকরি ও স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বিগ্নতা বৃদ্ধি। যত্র আয় তত্র ব্যয়।

প্রতিকার : মদ ও আমিষ খাবার থেকে বিরত থাকুন।

মিথুন রাশি : অর্জিত অর্থ আয়ের সঙ্গে ব্যয় বৃদ্ধি। সাহিত্যিকদের লেখনীতে প্রতিভার বিকাশ এবং আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। সন্তান সুখ থেকে বঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা। চাকরি ক্ষেত্রে বদলি হওয়ার সম্ভাবনা। স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি।

প্রতিকার : কালো কুকুরকে দুধ খাওয়ান।

কর্কট রাশি : বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কর্ম করলেও কর্মোন্নতিতে বাধা। আয়ের সঙ্গে ব্যয়ের বৃদ্ধি। স্ত্রীর সঙ্গে মনোমালিন্য। ব্যবসায় মন্দা, চাকরিতে সাফল্য। উচ্চ শিক্ষায় সাফল্য ও গবেষণায় অগ্রগতি। ধর্মে অনুরাগ বৃদ্ধি। স্বাস্থ্য নিয়ে সতর্কতার প্রয়োজন।

প্রতিকার : দুমুঠো মুসুর ডাল গরিবদের দান করুন।

সিংহ রাশি : ভাই-বোনের সাথে সম্পত্তি নিয়ে আইনী জটিলতা বৃদ্ধি হলেও সমস্যা সমাধানের পথ হওয়ার সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের পরীক্ষায় সাফল্য। সন্তানের পদোন্নতিতে খুশির জোয়ার। অস্থিজনিত রোগ ও গলা, ঘাড়ের রোগের বৃদ্ধি। চিকিৎসার অগ্রগতিতে সাফল্যে বাধা। আয় হলেও ব্যয় বৃদ্ধি।

প্রতিকার : বেল গাছের শিকড় লাল বা কমলা কাপড়ে মুড়ে পড়ে থাকুন।

কন্যা রাশি : স্বজনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। প্রতিভার বিকাশে বাধা। চাকরিতে শুভ ফল লাভ। স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ। ব্যবসায় সাফল্যের পথ সুগম। দাম্পত্য জীবনে সুমধুর সম্পর্ক। বেকারদের চাকরির সম্ভাবনা। ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : বিষ্ণু বা শিব মন্দিরে গম, মুসুর ডাল, গুড়, ডালিয়া, লাল বস্ত্র এবং সিঁদুর দান করুন।

তুলা রাশি : মানসিক উদ্বিগ্নতা বৃদ্ধি। গুরুজনদের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। চাকরি ক্ষেত্রে উন্নতি। বেকারদের চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা। দাম্পত্য সম্পর্কে অবনতি। ব্যবসায় প্রসারে বাধা। বিবাহে বাধা। সন্তানের চাকরি ক্ষেত্রে উন্নতির যোগ। গবেষণায় সাফল্য। কর্মোন্নতির সম্ভাবনা। আয়ভাব শুভ।

প্রতিকার : স্বামী স্ত্রী একে অপরকে ক্রিস্টাল উপহার দিন।

বৃশ্চিক রাশি : ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। সন্তান থেকে সুখ বৃদ্ধি। চাকরিতে সমস্যা বৃদ্ধি। স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ। দাম্পত্য সমস্যা থাকলেও তা মিটে যাবে। ব্যবসা ও পেশাদারি কর্মে শুভ ফল লাভ। স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা। বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে অর্থ উপার্জন। সংক্রমণ রোগ থেকে সাবধান। পদোন্নতিতে বাধা এলেও তা সাফল্য পাবে। কর্মক্ষেত্রে দূরে বদলির সম্ভাবনা। আয়ের চেয়ে ব্যয় বৃদ্ধি।

প্রতিকার : সাদা খরগোসকে খাবার খাওয়ালে আর্থিক দিক মজবুত।

ধনু রাশি : স্বজনের আচরণে মনোকষ্ট। ভাই-বোনের সঙ্গে কোনো বিষয় নিয়ে মনোমালিন্য। বন্ধুদের থেকে সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানের আচরণে দুঃখ। চাকরিতে উন্নতি। পেশাদারি কর্মে বা ব্যবসার প্রসারতায় শুভ ফল লাভ। বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে আয়ের সুযোগ বৃদ্ধি। ধর্মের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি। তবে অর্জিত অর্থ পেতে বিলম্ব।

প্রতিকার : রুপোর পাত্রে জলপান করুন।

মকর রাশি : মানসিক অশান্তি বৃদ্ধি। ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। কোনো সুখবর আপনার মনে খুশির জোয়ার আনতে পারে। চাকরিতে উন্নতি ও শুভ ফল লাভ। ব্যবসায় শ্রীবৃদ্ধিতে কারো কূটনৈতিক চালে প্রসারতায় বাধার সম্ভাবনা। অর্জিত অর্থ পেতে বিলম্ব।

প্রতিকার : পকেটে লাল রুমাল রাখুন।

কুম্ভ রাশি : স্বজনের আচরণে মনোকষ্ট। ধনাভাব শুভ। কোনো বিষয় নিয়ে ভাই বোনের সঙ্গে মতবিরোধ। সন্তানের কর্মক্ষেত্রে সাফল্য। বেকারদের নতুন কাজের সুযোগ। উপস্থিত বুদ্ধির সাহায্যে কোনো কর্মে সাফল্য। ব্যবসায় মন্দা এলেও তা কাটিয়ে ওঠার সম্ভাবনা। সন্তানের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ।

প্রতিকার : কালো ও সাদা রঙের মিশ্রণের জুতো পরুন।

মীন রাশি : পদোন্নতি ও মান সম্মান বৃদ্ধির সঙ্গে আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। স্বজনের আচরণে মনোকষ্ট। গুরুজনদের বা বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। সন্তানের উন্নতির সুযোগ। কোনো কার্যে প্রতিভার বিকাশের সঙ্গে মান সম্মান বৃদ্ধির সম্ভাবনা। আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : সোনার হার পরুন পেট স্পর্শ করুন।

শব্দবার্তা ২০৯

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। নির্বাক ৪। সম্মানসূচক উপাধি ৫। পাকশালা ৬। বইয়ের বাঁধাই ছাপা প্রভৃতির শোভা ৭। উত্তমর্ণ ৯। নতুনত্ব লাভ ১১। বাকল।

উপর–নীচ

১।১। কনিষ্ঠ ভ্রাতা ২। কটাহ ৩। শাস্ত্রীয় নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধা ৪। ঢেউ ৬। হিন্দুদের এক পদবি ৭। মনঃশিলা ৮। শক্ত, মজবুত ১০। ভরা।

সমাধান : ২০৮

পাশাপাশি : ১। কবিবর ৪। মাথা ৫। গন্ধবিচার ৭। অকচ ৯। আলাপী ১০। খাইখরচ ১১। হর ১২। সরকারি।

উপর–নীচ : ১। কথা ২। বসুন্ধরা ৩। ধূসর ৪। মাটকলাই ৬। চাকলাদার ৮। জেরবার ১০। খাজনা ১১। হরি।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

লাগাতার যৌন নির্যাতন

নিজস্ব প্রতিনিধি : দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রীকে লাগাতার যৌন নির্যাতনের অভিযোগ নিজের বাবা ও কাকার বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ডায়মন্ড হারবার পুরসভার ১৪ নং ওয়ার্ডের নুনগোলার। অভিযুক্ত বাবা অনুপ পুরকাইত ও কাকা স্বরূপ পুরকাইত।

ঘটনায় ডায়মন্ড হারবার থানায় অভিযোগ দায়ের করেন নির্যাতিত নাবালিকার মা। নির্যাতিত নাবালিকা ছাত্রীর মা এর অভিযোগ, মেয়ে জন্মানোর দেড় বছর বয়স থেকে বাড়িতে ওই নাবালিকার গোপনাঙ্গে হাত দিয়ে যৌন নির্যাতন চালাতো বাবা ও কাকা। এনিয়ে একাধিকবার প্রতিবাদও করে নাবালিকা ছাত্রীর মা। কিন্তু তাতে কোনও ফল হয়নি। এমনকি শাশুড়িকে ঘটনার কথা জানালে তিনি বলেন মেয়েরা ভোগের বস্তু। এরপর থেকে লাগাতার ওই নাবালিকা ছাত্রীর উপর যৌন নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছিল বাবা ও কাকা। দিনের পর দিন মেয়ের উপর যৌন নির্যাতনের ঘটনা দেখে বাধ্য হয়ে গত ১ সপ্তাহ আগে ডায়মন্ড হারবার মহিলা থানার দ্বারস্থ হন ওই মহিলা। কিন্তু মহিলা থানা তাদের অভিযোগ নিতে অস্বীকার করে। পরবর্তী সময়ে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা মহিলা সমিতির দ্বারস্থ হন নাবালিকা ছাত্রীর মা।

অবশেষে মহিলা সমিতির তত্ত্বাবধানে আজ ডায়মন্ড হারবার থানায় বাবা ও কাকার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন নির্যাতিত নাবালিকার মা। অন্যদিকে ঘটনায় অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত বাবা ও কাকাকে আটক করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ডায়মন্ড হারবার থানার পুলিশ।

উদ্ধার ২ ব্যাগ বোমা

নিজস্ব প্রতিনিধি : সোমবার রাতে একটি পরিত্যক্ত বাড়ি থেকে পুলিশ উদ্ধার করে ২ ব্যাগ বোমা। বুধবার বিকেলে বোম স্কোয়াড বাহিনী এসে বোমাগুলি নিষ্ক্রিয় করে। এই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তী থানার কাঠালবেড়িয়া অঞ্চলের গাগরামারি এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পায় বেশ কিছু দুষ্কৃতী বোমা মজুত করছে। আর এই খবর পেয়ে পুলিশ অভিযান চালিয়ে একটি পরিত্যক্ত বাড়ি থেকে দুটি বোমা ভর্তি ব্যাগ উদ্ধার করে। ব্যাগ থেকে প্রায় ১৭টি তাজা বোমা পায়। বোমা গুলি নিষ্ক্রিয় করার জন্য খবর দেওয়া বোম স্কোয়াড বাহিনীকে। বোম স্কোয়াড বাহিনী এসে বোমাগুলি নিষ্ক্রিয় করে। পুলিশ জানায়, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে বোমা ভর্তি দুটি ব্যাগ উদ্ধার করা হয়েছে একটি পরিত্যক্ত বাড়ি থেকে। দুটি ব্যাগ থেকে ১৭টি বোম উদ্ধার করা হয়। বোমা গুলি নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে। তবে কারা বোমা গুলি মজুত করে ছিল সে বিষয়ে খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বিরল প্রজাতির মৃত শার্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি : ফ্রেজারগঞ্জ মৎস্যবন্দরে বিশাল আকৃতির সফিশ (শার্কের একটি প্রজাতি) উদ্ধার হল। মঙ্গলবার বন্দরের জেটির নীচে তাকে মরা অবস্থায় ভাসতে দেখেন মৎস্যজীবীরা। এরপরই খবর দেওয়া হয় বকখালি রেঞ্জের কর্মীদের। তাঁরা এসে ওই প্রাণীটিকে উদ্ধার করেন। বিরল প্রজাতির এই শার্ককে দেখার জন্য ফ্রেজারগঞ্জ মৎস্য বন্দরে মানুষ ভিড় করেছিল। বনকর্মীরা মনে করছেন, গভীর সমুদ্র বিচরণ করার সময় কোনও বড় জাহাজ কিংবা ট্রলারে ধাক্কা খেয়েছিল এই প্রাণীটি। এরপরই সেটি খাড়ি এলাকায় চলে আসে।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডিএফও মিলন মণ্ডল বলেন, বিলুপ্তপ্রায় এই প্রাণীর দৈর্ঘ ২.৭০ মিটার এবং ৫০ কেজি ওজন। বকখালি রেঞ্জের অফিসে এনে তার ময়নাতদন্ত করা হয়।

ঘরে গুলিবিদ্ধ যুবক

বিবেকানন্দ মিত্র : গত রবিবার নিজের ঘরেই গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত অবস্থায় ভোলা দাস নামে এক যুবক–এর দেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে নরেন্দ্রপুর থানার অধীনে ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের লস্করপুরের মিলন সংঘ ক্লাবের নিকটবর্তী অঞ্চলে, গুলিবিদ্ধ হয়েছে পায়ের একদম উপরের অংশে।

পুলিশের প্রাথমিক অনুমান ঘরে মৃতের পাশে পড়ে থাকা ওয়ান শাটার বন্দুকটি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে গিয়েই অসাবধানতা বশত নিজেই গুলিবিদ্ধ হয়। অতিরিক্ত রক্ত ক্ষরণ থেকেই তার মৃত্যু হয়েছে। ঘরে একটি গুলির খোলও পাওয়া গেছে। ভোলা দাসের পরিবারের দাদার বক্তব্য ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। আমরা কোনও গুলির শব্দ পাইনি। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে ভোলা দাস কোনও কাজ কর্ম করতেন না। তার স্ত্রী ও একটি ৭ বছরের কন্যা সন্তান আছে। অনেক কষ্ট করে তারা সংসার চালাত। নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ তদন্ত করে দেখছে ভোলা দাসের কাছে বন্দুকটি কীভাবে এল। পুলিশ ভোলা দাসের বন্ধুদের খোঁজ চালাচ্ছে। একজন বন্ধুকে থানায় নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে মুচলেকায় সই করে ছেড়ে দিয়েছে। অঞ্চলের অধিকাংশ লোকই উদ্বিগ্ন হয়ে আছে যে এই অঞ্চলে কে বা কারা বন্দুকের আমদানি করেছে। পুলিশ সমস্ত ব্যাপারটি খতিয়ে

পর্যটকের দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ঘটনার ৩৬ ঘন্টার মধ্যে নিখোঁজ পর্যটকের দেহ উদ্ধার করলো সুন্দরবন কোস্টাল থানার পুলিশ। মৃতের নাম প্রসেনজিৎ গোস্বামী। শুক্রবার সকালে দয়াপুর খেয়াঘাট সংলগ্ন নদী বক্ষে একটি মৃতদেহ ভাসতে দেখে পুলিশ। পরে উদ্ধার করে শনাক্ত করে জানা যায় নিখোঁজ পর্যটকের মৃতদেহ।

উল্লেখ্য গত ১৭ জুলাই তারাপীঠ আলিপুর দুয়ারের কুমারগ্রাম থানার কামাক্ষাগুড়ির ৯ জনের এক পর্যটক দল ভ্রমণে বের হয়। প্রথমে তারা দেওঘরের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন। সেখান থেকে তারাপীঠ হয়ে বুধবার সুন্দরবন ভ্রমণের জন্য আসে। গদখালি থেকে এমভি ময়ূরপঙ্খি নামে একটি ভুটভুটি ভাড়া করে। ভুটভুটিতে চেপে সুন্দরবন ভ্রমণের জন্য বেরিয়ে পড়ে। বুধবার সন্দরবন ভ্রমণ করে দয়াপুর খেয়াঘাট সংলগ্ন নদীবক্ষে ভুটভুটিতে রাতযাপন করার জন্য তৈরি হচ্ছিল ওই পর্যটক দলটি। সেই সময় আচমকা ভুটভুটি

আত্মঘাতী গৃহবধূ

নিজস্ব প্রতিনিধি : গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হল এক গৃহবধূ। মৃতের নাম মন্দিরা হালদার নস্কর (২০)। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার রাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং থানার অন্তর্গত গোপালপুর পঞ্চায়েতের গলাডহরা গ্রামে। পরিবারের লোকজন ওই গৃহবধূকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মসকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। ক্যানিং থানার পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে গত তিন মাস আগে গলাডহরা গ্রামের মন্দিরার বিয়ে হয় জয়নগর থানার গোয়ালবেড়িয়ার রামপ্রসাদ নস্করের সাথে। গত কয়েক সপ্তাহ আগে বাপের বাড়িতে এসেছিল মন্দিরা। বাপের বাড়ির লোকজনের দাবি বুধবার রাতে বাড়িতে যখন কেউ ছিলো না। ঠিক সেই সময় গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে। কেন আত্মহত্যা করলো সে বিষয়ে পরিবারের লোকজন মুখে কুলুপ এঁটেছেন। অন্যদিকে ক্যানিং থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

বৃষ্টি নেই, চাষ হবে তো?

অমিত মন্ডল : উত্তরবঙ্গে প্রবল বর্ষা হলেও দক্ষিণবঙ্গে চলছে খরা। মাঝে মাঝে উড়ো বৃষ্টি হলেও মন ভরছে না চাষিদের। ফলে বর্ষার অভাবে মার খাচ্ছে দক্ষিণবঙ্গের চাষিরা। বর্ষার আকাল পড়েছে সমগ্র দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে। কীভাবে হবে ধান চাষ। সময়মতো বর্ষা না হলে ফসল ফলাবে বা কী করে। বর্ষা নিয়ে চাষিরা আছেন চিন্তাতে।

অনেক চাষি লাঙল করে ধান ফেলার জন্যই উপযুক্ত তলা তৈরি করে ফেলেছেন। মেঘ দেখা গেলেও কিন্তু বৃষ্টির দেখা নেই। আবার কিছু কিছু চাষির আকাশে মেঘ দেখে কাঁখড়ি তলার জন্যই জমিতে ধান ঘুনে দিয়েছেন। কিন্তু বৃষ্টি নাই প্রবল সূর্যের তাপে সেই ধানের ছোট ছোট অঙ্কুর নষ্ট হয়ে গেছে। ফলে অনেক চাষিকে পুনরায় বাজার থেকে ধানের বীজ কিনতে হচ্ছে। প্রাকৃতিক রোষানলে পড়েছে সুন্দরবনের মানুষ। প্রতিবছর কোনো না কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয় সুন্দরবনের পিছু ছাড়ছে না। আয়লা থেকে শুরু করে আম্ফান, বুলবুল, ফনি, ঝড়ের মতো সুপার সাইক্লোন গুলো সুন্দরবনের ৬০ শতাংশ এলাকা নোনা জলে প্লাবিত

হয়েছিল। তার রেশ এখনো কাটেনি বললেই চলে। ফলে নোনা জলের লবণাক্ত ভাব মাটির অনেকটা নিচুস্তর ভেদ করেছে। যার জন্য এই নোনা–প্রবণ এলাকায় কোন কোন ধান চাষ করা যেতে পারে সে নিয়েও দিশাহীন হয়ে পড়েছে চাষিরা। নামখানা ব্লকের এক চাষি সুনির্মল পন্ডিত বলেন, বীজ ফেলে দিয়েছি। কিন্তু বৃষ্টির দেখা নেই। জমিতে জল দেওয়ার জন্যই অনেক দূর থেকে পাইপ দিয়ে নিয়ে আসতে হচ্ছে জল। এদিকে প্রচন্ড রোদ্দুর। জানিনা এই বীজতলা কী করে হবে।

আগের মত এখন দো–ফসলি ধান চাষ হয় না বললেই চলে। খোরাটি চাষ করতে গেলে চাষিদের পর্যাপ্ত জলের যোগান দরকার। কিন্তু ওই খোরাটি ফসলের জন্য জলের সংকট এর ফলে ওই চাষ একেবারেই উঠে গেছে বললেই হয়। ক্যানিংয়ের এক চাষি বাদল ওঝা বলেন, আমি বিগত ছয় বছর আগে খরাটি ফসলের ধান ফলাতাম। ৮ থেকে ১০ বিঘা জমি নেই খরাটি চাষ করতাম। কিন্তু দীর্ঘ ৪–৫ বছর হল আর সেই চাষ করছি না। বর্ষাকালে নদীর বাঁধ ভেঙে আমাদের এলাকায় নোনা জল চলে আসে। ফলে সেই নোনা ভাব খরাটি চাষের সময় আমরা দেখেছি জমির মাটিতে নুন ফুটে যেত। একবার নোনা জল ঢোকার পর খরাটি চাষ করেছিলাম। কিন্তু তাতে কোনও ধান তো পায়নি বরং অনেকটাই ক্ষতি হয়ে গিয়েছিল। বৃষ্টি না হওয়ার কারণে এ বছর আদপেও চাষ হবে কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট ভাবে চিন্তিত চাষিরা। অন্যান্য বছর এই সময় ভরা বর্ষা চলে। কিন্তু এবছর অনেক চাষেই বীজতলা তৈরি করতে পারেননি। ফলে এ বছর চাষ হবে কিনা তা নিয়ে সিঁদুরে মেঘ দেখছেন চাষিরা।

জোয়ারের দাপটে ধসে গেল বাঁধ

নিজস্ব প্রতিনিধি : পূর্ণিমার কোটালে নদীর জোয়ারের দাপটে নদীর বাঁধ ধসে গেল ৫০০ মিটার। ঘটনাটি ঘটেছে নামখানা ব্লকের ফ্রেজারগঞ্জ পঞ্চায়েতের বিজয়বাটি গ্রামের কালি স্থানে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় শনিবার রাতে যখন নদীতে জোয়ারের জল বাড়ছিল সেই সময় আচমকায় নদী বাঁধের কিছুটা অংশ ধসে পড়ে।এই প্রসঙ্গে ফ্রেজারগঞ্জ পঞ্চায়েত প্রধান গৌতম প্রামাণিক বলেন, আমরা ওই জায়গাটা দেখে এসেছি। এক দু দিনের মধ্যে কাজ শুরু করব। স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, পূর্ণিমার দিন থেকে নদীতে জোয়ারের জল বাড়ছে। ওই রাস্তাটা কংক্রিটের

তৈরি। এমনকি পাইলেনও দেওয়া ছিল নদীর সাইড এরিয়ায়। কিন্তু নদীর জোয়ারের জলের তোড়ে সেই পাইলেনের মাটি সরে গিয়ে শনিবার রাতে ধস নেমেছে রাস্তাতে।অন্যদিকে, ফ্রেজারগঞ্জ অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক প্রসেনজিৎ জানা বলেন, প্রবল জোয়ারের দাপটে এটি হঠাৎ করে ভেঙে গিয়েছে। ইরিগেশন ডিপার্টমেন্ট থেকে প্রথমে পাইলেন দেওয়া হয়েছিল। পরে এটা প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে নষ্ট হয়ে যায়। পরে আবার ফ্রেজারগঞ্জ পঞ্চায়েতের উদ্যোগে নদীর সাইটে পাইলেন দেওয়া হয়। আগে দেখে এসেছি এবং আজ ইঞ্জিনিয়ার সাহেবকে নিয়ে যাচ্ছি। আমাদের পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে কীভাবে বাঁধটি রক্ষা করা যায় তার একটা ব্যবস্থা নিচ্ছি। পরে ইরিগেশন ডিপার্টমেন্ট এটা নিয়ে ভাববে। তবে নদী বাঁধে এত বড় ধস দেখা দেওয়ায় আতঙ্কিত স্থানীয় বাসিন্দারা। ভাদ্র মাসে আবারো সাড়াসাড়ির কোটাল রয়েছে। তার আগেই যদি এই বাঁধ মেরামতি না করা হয়, তাহলে নোনা জল ঢুকে গোটা গ্রাম প্লাবিত হতে পারে।

বহড়ুতে জলসঙ্কট মেটাতে উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : জল মানুষের জীবন। আর দীর্ঘদিন পানীয় জলের সংকটে জয়নগরের বহড়ু ক্ষেত্র গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মানুষ। বেশ কয়েক বছর ধরে বহড়ু মল্লভপুরের পানীয় জলের জলাধারটি বিপজ্জনক ও সংস্কারহীন হয়ে পড়েছিল। কয়েক বছর আগে সরকারি উদ্যোগে সেটিকে ভেঙে ফেলা হয়। আর বর্তমানে জলের চরম সংকটে বহড়ু গ্রামের মানুষ। তবে জয়নগরে বিধায়কের উদ্যোগে এ বছর গরমের সময় পানীয় জল পরিষেবা দেওয়া হয় পাড়ায় পাড়ায়। আর এই সমস্যার স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে জনস্বাস্থ্য দপ্তরের সহায়তায় বহড়ু ক্ষেত্র গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে বহড়ু মল্লভপুরে পানীয় জলের জলাধারের পুনর্নির্মাণ কাজের শুভ সূচনা হল বুধবার। এদিন ফ্রি –তে কেটে ও নারকেল ফাটিয়ে

অনুষ্ঠানের সূচনা করেন জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস। জয়নগর ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তপন কুমার মন্ডল। জনস্বাস্থ্য দপ্তরের সহকারি বাস্তুকার শুভাশিস রায়,বহড়ু ক্ষেত্র গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান স্নেহাশিস নাইয়া, উপপ্রধান লাল্টু লস্কর,পঞ্চায়েত সমিতির ভূমি কর্মাধ্যক্ষ মুজিবর রহমান লস্কর, হরিনারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রঞ্জিত সর্দার সহ আরো অনেকে। এদিন বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস বলেন, বহুদিন এই এলাকায় সমস্যা ছিল পানীয় জলের। জনস্বাস্থ্য দপ্তরের সঙ্গে দীর্ঘ যোগাযোগের মাধ্যমে তারা এগিয়ে আসে এই এলাকায় জলাধার পুনঃনির্মাণের কাজে। আর এই জলাধার নির্মাণ হয়ে গেলে আর্সেনিকমুক্ত পানীয় জলের পরিষেবা পাবেন বহড়ু এলাকার মানুষজন। তবে সবার কাছে অনুরোধ জলের অপচয় করবেন না। এদিন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তপন কুমার মন্ডল বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ক্ষমতায় আসার পর থেকে শহর অঞ্চলের সঙ্গে গ্রামাঞ্চলে ও উন্নয়নের জোয়ার বইছে। তিনি মমতাময়ী বলেই তার হাত ধরে এগিয়ে চলছে রাজ্য। এই এলাকায় পানীয় জলের সমস্যা মেটাতে বিধায়ককে এগিয়ে আসার জন্য তিনি ধন্যবাদ জানান। বহড়ু ক্ষেত্র পঞ্চায়েত প্রধান স্নেহাশিস নাইয়া বলেন, বহড়ু গ্রামের মানুষের দীর্ঘ দিনের সমস্যা সমাধান হচ্ছে দেখে ভালো লাগছে।এই গ্রামের সব মৌজার সবাই এই জল পরিষেবা পাবে। এ ব্যাপারে জনস্বাস্থ্য দপ্তরের সহ–বাস্তুকার শুভাশিস রায় বলেন, প্রায় দু কোটি টাকা খরচ ধরা হয়েছে এই জলাধার পুনঃনির্মাণের কাজে। আট মাস সময়ের মধ্যেই এই কাজের শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে। আর তারপরেই সকাল ও বিকেল দুঃসময়ে এই পানীয় জল পরিষেবা পাবে বহড়ু এলাকার মানুষ। এটি আর্সেনিক মুক্ত জলাধার। জলের এই কাজ হচ্ছে দেখে ভীষণ খুশি এলাকার মানুষজন। কারণ কয়েক মাসের মধ্যেই পানীয় জলের সমস্যা মিটতে চলেছে এই বর্ধিষ্ণু বহড়ু এলাকায়।

অভিনব ২১ জুলাই

সুভাষ চন্দ্র দাশ : ১৩ জন শহিদের নামে বৃহস্পতিবার সকালে ১৩ টি বৃক্ষরোপণ করলেন ১৯৯৩ সালে ২১ জুলাই ১৩ জন শহিদের নামে। পাশাপাশি প্রতিটি গাছের গায়ে ২১ জুলাইয়ের শহিদ বন্দনা দাস, মুরারী চক্রবর্তী, রতন মণ্ডল, কল্যান বন্দোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ রায়, অসীম দাস, কেশব বৈরাগী, শ্রীকান্ত শর্মা, দিলীপ দাস, রঞ্জিত দাস, প্রদীপ রায়, মহম্মদ খালেক, ইনু'দের নাম বড় বড় হরফে লিখে দিলেন। পরে শহিদদের স্মরণ করে প্রতিটি গাছের গায়ে পরিয়ে

দিলেন ফুলের মালা, জ্বেলে দিলেন উজ্জ্বল বাতি। কেন এমন উদোগ? উত্তরে মাতলা ১ গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য রবীন্দ্রনাথ অধিকারী জানালেন, মমতা বন্দোপাধ্যায় যেদিন আন্দোলন শুরু করেছিলেন সেদিনের ঘটনা আজ ইতিহাস। ১৩ জন শহিদের রক্তে রাঙানো ২১ জুলাই। প্রতিবছরই তাঁদের স্মরণ করতে ২১ জুলাই ধর্মতলার শহিদ মিনারের পাদদেশে শহিদ দিবস পালন করা হয়। বিগত দিনের ১৩ জন শহিদের আত্মবলিদান আজও তৃণমূল কংগ্রেসের মমতা বন্দোপাধ্যায়ের বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণায় অক্সিজেন জোগায়। আবার সেই দিনের ১৩ জন শহিদ আজও প্রতিটি তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীকে অনুপ্রেরণা জোগায়। বলা ভালো অক্সিজেন প্রদান করে থাকেন। যার জন্য আমরা তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা উজ্জীবিত। সেই কারণে ১৩ জন শহিদকে স্মরণ করে ১৩ টি বৃক্ষরোপণ করে তাঁদের স্মরণ করার অঙ্গীকার নিয়েছি। বিশেষ করে এই গাছগুলো আগামী দিনের প্রেরণা এবং বর্তমান প্রজন্ম যাতে করে ২১ জুলাই কী এবং কেন তা জানতে পারে তার জন্য এমন উদ্যোগ নিয়েছি।

পবিত্র ঈদের প্রীতি ও শুভেচ্ছায় ঃ- Ph.: (033) 2480-6048 / Mob.: 9836171184, 9836367214
অমলা নার্সিংহোম
স্বাস্থ্যসাথী মান্যতাপ্রাপ্ত হাসপাতাল
মেটারনিটি ও সার্জিক্যাল
৩০ টি শয্যাবিশিষ্ট A.C. কেবিন ও ৩ টি আই.সি.ইউ. কেবিন
প্রোঃ- আলোকা ঘোষ ও ডাঃ দিলীপ ঘোষ
দঃ ভোঙ্গাড়িয়া,নোদাখালী নতুন রাস্তা(রানিয়া রোড), দঃ ২৪ পরগণা
যে সব ডাক্তারবাবুগন বহির্বিভাগে রুগী দেখেন
(২৪ ঘন্টা ডাক্তার বাবু উপস্থিত থাকেন)
ডাঃ বি.ডি. মন্ডল — M.B.B.S., D.G.O.(KOL) M.D.(KOL), AACME(USA) — প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ
ডাঃ বিজন বিশ্বাস — M.B.B.S., M.S. (KOL) — জেনারেল সার্জেন
ডাঃ রনিত মালিক — M.B.B.S., M.D. (Paediatrics), Kol — নবজাতক ও শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ
ডাঃ দেবজ্যোতি বসু — M.B.B.S., D.N.B. (KOL) — মেডিসিন রোগ বিশেষজ্ঞ।
ডাঃ স্বপন মন্ডল — M.B.B.S., D.G.O. (KOL) — গাইনি সার্জেন — অন কল

বেহাল রাস্তায় দুর্ঘটনা, মৃত ১

নিজস্ব প্রতিনিধি : বেহাল রাস্তায় চাকা খুলে দুর্ঘটনা, মৃত্যু হলো ১ যাত্রীর ও আহত বেশ কয়েকজন। ঘটনাটি দক্ষিণ ২৪ পরগনার উস্তি থানার একতারা মোড়ের। ঘটনায় মৃত শ্যামাপদ হালদার(৬০)। রায়দিঘীর দমকলের বাসিন্দা। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, রায়দিঘীর দমকল এলাকা থেকে মোটর ভ্যানে চেপে ডায়মন্ড হারবার আসছিল শ্যামাপদ হালদার ও তার পরিবারের লোকজন। কিন্তু বর্ষায় রাস্তার বেহাল অবস্থা থাকায় উস্তি থানার একতারা মোড়ের কাছে রাস্তার গর্তে পড়ে মোটরভ্যানের চাকা খুলে যায়। ঘটনায় পালটি খায় মোটরভ্যানটি। আহত হন মোটরভ্যানে থাকা যাত্রীরা। পরে স্থানীয়রা আহতদেরকে উদ্ধার করে ডায়মন্ড হারবার জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানেই শ্যামাপদ হালদারকে মৃত বলে জানায় চিকিৎসকেরা। অন্যদিকে ঘটনায় বেশ কয়েকজন আহত হলে তাদেরকেও ডায়মন্ড হারবার জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

অন্যদিকে ঘটনার পর ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার পাশাপাশি যান চলাচল স্বাভাবিক করে উস্তি থানার পুলিশ।

চপে মন জয় ক্রেতাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের রেল মার্কেটে ছোটখাট একটি চপের দোকান। কোনও মতে চপ তৈরি চপের ব্যবসা করেছে চপ ব্যবসায়ী সুকুমার মন্ডল। দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে সে এই চপ ব্যবসা করে আসে। আর তার তৈরি বিভিন্ন রেসিপি চপ এখন ক্রেতাদের মুখে মুখে। প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে শহরতলি ক্রেতারা ছুটে আসে তার চপের টানে। চপ ব্যবসায়ী সুকুমার মন্ডল নিজেই তৈরি করে বিভিন্ন রেসিপির চপ। যা ক্রেতাদের মন জয় করে ফেলেছে এই চপের টানে। সকাল থেকে রাত ১০ টা পর্যন্ত রমরমিয়ে চলছে তার এই চপের ব্যবসা। গরম মশলা, গোল মরিচ, জিরে ধনে সহ বিভিন্ন মশলা দিয়ে তৈরি হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের চপের রেসিপি। বিশেষ করে ঝাল ফুড়োলি চপ,লঙ্কার চপ, আলু টমেটোর বম চপ, ফুড়োলির চপ, পিয়াজির চপ, বেগুনির চপ, আলুর চপ সহ বিভিন্ন ধরনের চপ এখন ক্রেতাদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। আর এই চপ ব্যবসায়ে একদিকে যেমন তার সংসার চলে যাচ্ছে অপর দিকে একজনকে কাজ দিয়ে অন্যেরও সংসার চালাচ্ছে।

চপ ব্যবসায়ী সুকুমার মন্ডল বলেন, বিভিন্ন ধরনের চপের রেসিপি তৈরি করা হয়। চেষ্টা করি ভালো মশলা দিয়ে এবং খাঁটি সাদা তেলে ভেজে এই চপ গুলি তৈরি করা হয়। চপের গুণগত মান উন্নয়নের জন্য সব ধরনের চেষ্টা করা হয়। তিনি আরও বলেন এই চপ নেওয়ার জন্য সোনারপুর, বেতবেড়িয়া, গোসাবা, বাসন্তী, ক্যানিং সহ বিভিন্ন জায়গায় ক্রেতারা আসে। গরম মশলা, গোল মরিচ, ধনে, জিরেসহ বিভিন্ন মশলা ও খাঁটি সাদা তেল দিয়ে বিভিন্ন রেসিপির চপ তৈরি করা হয়। আর এই চপ ব্যবসায় যা আয় হয় তা থেকে ভালো ভাবেই চলে যায় সংসার।

নেহেরু যুব কেন্দ্র ও ইউনিসেফের কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৭ জুলাই ভারত সরকারের যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া মন্ত্রকের অধীনস্ত সংস্থা বারুইপুর মণ্ডল, নয়ন দাস, অভিজিৎ নস্কর, সুমিতা দাস, কামিনীকুমার গুছাইত প্রমুখ।

নেহেরু যুব কেন্দ্র ও ইউনিসেফের উদ্যোগে গ্রামীণ মানুষদের সচেতন করতে দঃ ২৪ পরগনা জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এক অভিনব পদ্ধতিতে বাস্তব সামাজিক প্রতিচ্ছবি জন সাধারণের মধ্যে তুলে ধরা হয়েছে। বাল্য বিবাহ, পণপ্রথা, বধূ নির্যাতন, কন্যা ভ্রূণ হত্যা নারী পুরুষ সমান অধিকার বিষয়ে পথ নাটিকা অনুষ্ঠিত হয়। অংশগ্রহণ করেন রিমি মজুমদার, দুলাল মজুমদার, সঙ্গীতা মণ্ডল, নুপূর রায় মণ্ডল, নিশা

বারুইপুরে নেহেরু যুব কেন্দ্রের ডেপুটি ডিরেক্টর ডাঃ রজত শুভ্র নস্কর বলেন, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বারুইপুর, জয়নগর ১ ও ২ ব্লকের প্রত্যন্ত অঞ্চল রাজগড়া, পাঁচঘরা, গোরের হাট, জীবনমণ্ডল হাট, গোচরণ, শংকরপুর বাজারে পথ নাটিকার মাধ্যমে সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে মানুষদের সচেতন করা হয়। পুরো অনুষ্ঠানের পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন দুলাল মজুমদার এবং নয়ন দাস।

রক্তদান উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৭ জুলাই দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজে বজবজ প্রেস ক্লাব ও বেঙ্গল কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশন (বজবজ জোন) এর যৌথ উদ্যোগে রক্তদান উৎসব অনুষ্ঠিত হল। রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন পরিবহন দপ্তরের বজবজ–২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সহ–সভাপতি বুচান ব্যানার্জী, বজবজ পুরসভার পুরপিতা ও পুরমাতা বৃন্দ। সকল অতিথিই প্রেস ক্লাব ও বিসিডিএর রক্তদান উৎসব কর্মসূচির প্রশংসা করেন। রক্তদান উৎসবে ৭০ জন রক্তদান করেন। বজবজ প্রেস

রাষ্ট্রমন্ত্রী দিলীপ মণ্ডল। অন্যান্য অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অশোক দেব, বিধায়ক মোহন চন্দ্র নস্কর, বজবজ পুরসভার চেয়ারম্যান গৌতম দাশগুপ্ত, ভাইস চেয়ারম্যান মহঃ মনসুর, ফলতা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি জাহাঙ্গীর খান জেলা পরিষদের সদস্য সেখ বাপী, সদস্যা বনশ্রী অধিকারী, ক্লাবের ঘরটির অবস্থা খুবই খারাপ। অতিথিবর্গ সেই ঘরটি পরিদর্শন করেন। আগামী দিনে বজবজ প্রেস ক্লাবের পাশে থাকবে আশ্বাস দেন অতিথিবৃন্দ। প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে সভাপতি অমর নস্কর এবং সম্পাদক দীপক ঘোষ এবং বিসিডিএর সভাপতি উৎপল মণ্ডল এবং সম্পাদক কৃষ্ণ কিশোর মাজী সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৬ বর্ষ, ৩৯ সংখ্যা, ২৩ জুলাই – ২৯ জুলাই, ২০২২

মহাভারতের দ্রৌপদী

এ মহাভারতের দ্রৌপদী মুর্মু আজ জনগণমন অধিনায়িকা। শপথ গ্রহণের পরেই দেশের জল, স্থল, বিমান বাহিনীর সর্বোচ্চ পদে তিনি আসীন হলেন। দেশের মানুষের অনেক প্রত্যাশা তাঁর কাছে। তাঁর রাষ্ট্রপতি ভবন যাত্রা দেশের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের কাছে ইঙ্গিত। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যখন নানা প্রতিকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে তখন মাননীয়া দ্রৌপদী দেবীর বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত দেশের স্থিতাবস্থা সুনিশ্চিত করবে আশা করা যায়।

বিজেপি প্রভাবিত এনডিএ সরকারের নানা সিদ্ধান্ত নিয়ে বিতর্ক থাকতেই পারে। কিন্তু আব্দুল কালাম, রামনাথ কোবিন্দ এবং দ্রৌপদী মুর্মুর রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনেকটাই গণতান্ত্রিক ভারতের ভাবনা বহন করে। পরিবার তন্ত্রের বেড়াজাল ছিন্ন করে গণতান্ত্রিক চেতনায় দেশ তথা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্পষ্ট নতুন বার্তা দিতে সমর্থ হয়েছে। একদা মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার নির্বাচন নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে যে ঢেউ উঠেছিল তেমনই দ্রৌপদী মুর্মুর এই নির্বাচন জানিয়ে দিল ভারতের বিরুদ্ধে যে উচ্চবর্ণ ও হিন্দুত্বকরণের রাজনীতির অভিযোগ করা হয় তা কতটা অসাড়। ওড়িশার ময়ূরভঞ্জের দ্রৌপদী মুর্মুর ব্যক্তিগত জীবন যেমন কন্টকাকীর্ণ তেমনই প্রশাসনিক দক্ষতায় অভিজ্ঞ। ব্যক্তিগত শোক দুঃখের উর্দ্ধে উঠে তিনি রাজ্যপালের দায়িত্ব সামলেছেন। যদিও কোনও কোনও মহল থেকে অভিযোগ উঠেছে যে, তিনি আদিবাসী সমাজের জন্য এবং আদিবাসী ধর্ম 'সারনা' প্রতিষ্ঠার জন্য তেমন কিছু করেন নি। রাজনৈতিক রণাঙ্গণে এবং ভোটের ময়দানে যে কাদা ছোঁড়াছুড়ি থাকে তা যেন দেশের সর্বোচ্চ পদাধিকারীর প্রতি অসৌজন্যের কারণ না হয়ে ওঠে।

ইতিপূর্বে ভারতের রাষ্ট্রপতি পদে যাঁরা আসীন হয়েছিলেন সকলেই যে বিতর্কের উর্দ্ধে ছিলেন তা নয়। বিশেষ করে রাজেন্দ্রপ্রসাদ, জ্ঞানী জৈল সিং, ফোকরউদ্দিন আলি আহমেদ এমনকি 'মিসাইল ম্যান' আবদুল কালামের প্রতিও নানা সময়ে নানা মহল থেকে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল। দেশের জরুরি অবস্থা কিংবা রাষ্ট্রপতি শাসন জারী করার সময় রাষ্ট্রপতির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। প্রথম বাঙালি রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জীর উত্থানও দলীয় রাজনৈতিক পথে হয়েছিল।

দেশের ইতিহাস সংস্কৃতি সম্প্রীতি সর্বোপরি সংবিধান সুরক্ষার সম্পূর্ণ দায়িত্ব সরকারি ভাবে রাষ্ট্রপতির ওপর বর্তায়। বর্তমান রাষ্ট্রপতি ভবনের কিছু অংশে অনুমতি সাপেক্ষে পর্যটকদের প্রবেশাধিকার মিলেছে। সংবিধান সংশোধন কিংবা আইন প্রণয়ণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির সর্বময় কর্তৃত্ব ভারতীয় সংবিধান তাঁকে দিয়েছে। বর্তমান ভারতে যে অসহিষ্ণুতা দেখা যাচ্ছে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে তা এই মুহূর্তে এক সন্ধিক্ষণে এনে দাঁড় করিয়েছে। দেশে বিরোধী ঐক্য এখনও দানা বেঁধে উঠতে পারেনি। নির্বাচনে সংস্কার, নাগরিকত্ব সম্পর্কিত সমস্যার সমাধান এমনকি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় যে বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রচ্ছন্ন মদত কোনও কোনও রাজনৈতিক দলের তরফে ভাসিয়ে দেওয়া হচ্ছে সে বিষয়ে রাজ্যসভা লোকসভার পাশাপাশি রাষ্ট্রপতি ভবনের দায়িত্ব কম নয়। আদিবাসী সমাজের প্রতিনিধিত্ব শুধু নয় সামগ্রিকভাবে ভারতবর্ষের বর্ণময় সমাজ ব্যবস্থার সর্বোপরি নারী–পুরুষ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সুস্থ জীবন যাপনের অধিকার বজায় রাখতে বর্তমান ভারতের দ্রৌপদীর ভূমিকা বিশ্বের দরবারে অনন্য হয়ে উঠুক এই কামনা সমগ্র দেশবাসীর।

দেশ ভাগের এবং অমৃৎমহোৎসবের মহা সন্ধিক্ষণে যে প্রশ্ন শুধু বাংলা কিংবা ভারতবাসীর নয় সমগ্র দেশপ্রেমিক মানুষের তা হল আগামী দিনে রাষ্ট্রপতি ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ প্রভাবিত কমনওয়েথল–এর গোষ্ঠী থেকে প্রকৃত আত্মনির্ভর ভারতের দিকে পৌঁছে দিতে পারেন কিনা তা দেখার।

শ্রীঈশোপনিষদ

মন্ত্র আঠার

অগ্নে নয় সুপৃথা রায়ে অস্মান্
বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুয়োধ্যস্মজ্জুহরাণমেনো ভূয়িষ্ঠাং
তে নমউক্তিং বিধেম।।১৮।।

অগ্নে– হে অগ্নিসম শক্তিমান ভগবান; নয়– কৃপা করে পরিচালিত করুন; সুপথা– সঠিক পথের দ্বারা; রায়ে– আপনাকে প্রাপ্ত হওয়ার জন্য; অস্মান্– আমাদিগকে; বিশ্বানি– সমস্ত; দেব– হে দেব; বয়ুনানি– কার্যাবলী; বিদ্বান– জ্ঞাতা; যুয়োধি– কৃপা করে দূর করুন; অস্মৎ– আমাদের থেকে; জুহুরাণম্– পথের প্রতিবন্ধকগুলি; এনাঃ– সকল পাপসমূহ; ভূয়িষ্ঠাম– বার বার; তে– আপনাকে; নমঃ উক্তিম– প্রণাম উক্তি; বিধেম– আমি করি।

অনুবাদ

হে ভগবান! আপনি অগ্নিসম তেজস্বী, সর্বশক্তিমান, এখন আপনাকে অসংখ্য সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত নিবেদন করি। হে পরম করুণাময়! আপনি আমাকে যথাযথভাবে চালিত করুন। যাতে পরিণামে আমি আপনাকেই প্রাপ্ত হই। আপনি আমার অতীত কর্ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবগত, তাই কৃপা করে পরমার্থ লাভের অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধক স্বরূপ পূর্ব পাপকর্মের ফল থেকে আমাকে মুক্ত করুন।

তাৎপর্য

এবং প্রকৃত ব্রাহ্মণের যোগ্যতা অর্জনে অবহেলা করে সে, তৎক্ষণাৎ অধপতিত হয় এবং আত্ম–উপলব্ধির পক্ষ থেকে তার বিচ্যুতি ঘটে। এভাবেই সে মানব জীবনের উদ্দেশ্য সাধনে পরাভূত হয়। পরমেশ্বর ভগবান ভগবদ্গীতায় (৬/৪১/৪২) প্রতিশ্রুতি

ফেসবুক বার্তা

আজ আমাদের ভারতের জাতীয় পতাকার শুভো জন্মদিন। 22 July 1947 সালে এই তেরঙ্গা দেশের জাতীয় পতাকা হিসাবে মর্যাদা পায়। এই গৌরবময় দিনটিতে প্রতিটি ভারতবাসীকে যানাই শুভকামনা।
গর্বের সাথে লাইক, শেয়ার করুন...

আত্মহননের পথে কেন তরুণ–তরুণীরা

নির্মল বিশ্বাস

প্রতিযোগিতার ইঁদুর দৌড়ে গা ভাসিয়ে নিজের অস্তিত্ব অনেক সময় হারিয়ে ফেলছে তরুণ প্রজন্ম। আর তখনই তাঁদের মধ্যে হতাশা কিংবা বিষাদ জড়িয়ে ফেলছে। কীভাবে এই হতাশা থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব, তার কোনও সমাধান সূত্র ওই প্রজন্মের কাছে নেই। তার ফলে গোটা বিষয় থেকে নিজেদের বের করে নিয়ে আসার জন্য ছটফট করতে থাকে তারা। আর তখনই আত্মহননের পথ বেছে নেয় তরুণ প্রজন্ম। কেন এমনটা হয় তারই অনুসন্ধান করেছেন লেখক।

সাম্প্রতিক একটি সমীক্ষা অনুসারে ভারতবর্ষের তরুণ প্রজন্মের মধ্যে আত্মহননের প্রবণতা ক্রমশই বাড়ছে এবং শুধুই তাই নয়, সারা বিশ্বের নিরিখেই বিশেষ করে ভারতবর্ষের তরুণ তরুণীরা আত্মহননের অধিক প্রবৃত্ত হন। সম্প্রতি দেখা গেল মাত্র তেরো দিনে পর পর অবসাদের আত্মহননের পথ বেছে নিলেন তিনজন ছোট পর্দার অভিনেত্রী ও মডেল।

শহরে একের পর এক মৃত্যুর ঘটনায় উদ্বিগ্ন সব মহলেই। এই সমীক্ষার সমর্থনে উদাহরণ জোগাড় করা নৃতত্ত্ববিদ বা ইতিহাসবিদ না হলেও চলবে। তবে সাম্প্রতিকতম কতকগুলি খবর একটু ঝালিয়ে নিলেই বিষয়টি পরীক্ষা হয়ে যাবে।

তরুণ প্রজন্ম অবশ্য আজকাল আত্মহননের সাক্ষী হিসাবে ব্যবহার করছে প্রযুক্তিকেও। রীতিমতো সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটে ঘোষণা করে তারপর আত্মহত্যা করছে। তারপর অবশ্য সেই সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটে ঘোষণা করে তারপর আত্মহত্যা করছে। এরপর অবশ্য সেই সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটে ঘোষণা দেখে পরিচিত মহল থেকে কিছু তৎপরতার কারণে কখনও কখনও ব্যর্থ হচ্ছে আত্মহত্যার প্রচেষ্টা। তবে এই ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্তগুলিকে বাদ দিলে সামগ্রিকভাবেই যে আত্মহত্যার প্রবণতা বাড়ছে তরুণ–তরুণীদের মধ্যে একথা অনস্বীকার্য। কারণ হিসাবে অনেক কিছুকেই দায়ী করা যায়। তারমধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বোধহয় প্রতিযোগিতার ইঁদুর দৌড়। এই চাপের সঙ্গে মানিয়ে নিতে না পেরেই হয়তো অনেকে পলায়ন বৃত্তি গ্রহণ করেছে। আবার অনেকে হয়তো জীবনের জটিলতা থেকে বেরিয়ে আসার পথ খোঁজে পাচ্ছে না। অনেক সময় অবশ্য মনস্তত্ত্ববিদরা অভিভাবকদের উচ্চাকাঙ্ক্ষকে নবীন প্রজন্মের মানসিক অবসাদের একটি কারণ বলে মনে করেন।

কিন্তু, কারণ যাই হোক, এই সময়ে তরুণদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা বাড়ছে সেটা স্বীকার করে নিয়েও বোধহয় কিছু পরস্পর বিরোধী বিষয় উঠে আসে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবন যারা পাল্টাচ্ছে, সাফল্যের মাপকাঠিও। সেই সঙ্গে সঙ্গে বদলেছে কিছু সুযোগ–সুবিধাও। আজ সমাজে অনেক কিছু বদল হলেও জীবনের ধর্ম বদলায়নি।

> একটি অসহিষ্ণু পরিবার কখনওই কোনও ধীরস্থির প্রজন্মের পালক হতে পারেন না। সর্বাগ্রে জানতে হবে জীবনের অর্থ কী? এবং কী তার মূল্য? সেটা যদি নবীন প্রজন্মের মধ্যে ছড়িয়ে না যায়, তাহলে তারা বেঁচে থাকার মূল্য বা প্রয়োজন, তারা তা বুঝবে কীভাবে?

আজ থেকে একশো বছর আগেও মানুষ সফল হতে চাইতো। সে সময়েও মধ্যে লোভ, হিংসা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা সবই ছিল আজও আছে। তাহলে আজকের যুগে তরুণ–তরুণীরা কেন এমন জীবন বিমুখ হয়ে পড়ছে ? এর উত্তর বোধহয় এক কথায় দেওয়া সম্ভব নয়। এমন হাজারো নিদর্শন রয়েছে যেখানে অতি সাধারণ বা তুচ্ছাতিতুচ্ছ কারণেই সম্ভাবনাময় তরুণ –তরুণীরা আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। তারা ভবিষ্যতের কথা না ভেবে আপাতভাবে কোনও একটি সমস্যার সম্মুখীন হলেও দিশেহারা হয়ে তারা ভেবেছে, এই পৃথিবী থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়াই একমাত্র পথ। এই কাপুরুষত্ব শুধুমাত্র এই যুগেরই অবদান। আমাদের মনে হয়, এটা ভাবলে বোধহয় চরম ভুল হবে। কাপুরুষত্ব আগেও ছিল, তবে সেটা নবীন প্রজন্মের মধ্যে এতটা ছিল না। এই পরিবর্তনটা কীভাবে সম্ভব হলো? সেটা বুঝতে গেলে আমাদের তাকাতে হবে প্রবীণদের দিকে। যাঁদের ওপর রয়েছে এই নবীনদের গড়ে–পিঠে তোলার দায়িত্ব। সমস্যা বলতে যে ঠিক কোথায়, অসুবিধা আর সমস্যার মধ্যে পার্থকটা কোথায়? সমস্যার মোকাবিলা কীভাবে করতে হয়? কতটা সংযম দেখাতে হয়? এবং সর্বোপরি কতটা মানিয়ে নেওয়া মানসিকতা থাকতে হয়? সেই শিক্ষাটা শুরু হওয়া দরকার পরিবার থেকেই।

একটি অসহিষ্ণু পরিবার কখনওই কোনও ধীরস্থির প্রজন্মের পালক হতে পারেন না। সর্বাগ্রে জানতে হবে জীবনের অর্থ কী? এবং কী তার মূল্য? সেটা যদি নবীন প্রজন্মের মধ্যে ছড়িয়ে না যায়, তাহলে তারা বেঁচে থাকার মূল্য বা প্রয়োজন, তারা তা বুঝবে কীভাবে? একটা জীবনকে পৃথিবীতে আনতে এবং তারপর তাকে মানুষ করতে প্রয়োজন হয় প্রচেষ্টার। অথচ নবীন প্রজন্মের তরুণ–তরুণীরা এক লহমায় শেষ করে দিচ্ছে জীবন। আর এভাবে যদি নবীন প্রজন্মের তরুণ–তরুণীরা জীবন বিমুখ হতে থাকে তার কারণ বোধহয় সমস্যা নয়, তার কারণ মানসিক গঠন, তার

পঞ্চায়েত নির্বাচনে শক্তি ক্ষয়ে বিজেপি'র না

দেবাশিস রায়

রাজ্যজুড়ে 'দুর্বল' সাংগঠনিক পরিস্থিতির দিকে তাকিয়ে বিজেপি আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে শক্তি ক্ষয় করতে চায় না। গেরুয়া শিবিরের এখন লক্ষ্য শুধুমাত্র ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনী লড়াই। এমনটাই ইঙ্গিত মিলেছে বিজেপির রাজ্য ও নিচুতলার বেশ কিছু নেতার সাথে খোলামেলা কথাবার্তায়। ২০২১ সালের বিধানসভা এবং ২০২২ সালের পুরসভা ভোট সহ সাম্প্রতিককালে পরপর আরও কিছু উপনির্বাচনে বিজেপির যেভাবে ভরাডুবি হয়েছে তাতে মোদী–শাহ জুটির গেরুয়া শিবিরের রাজ্য ব্রিগেডের ওইসব নেতৃত্ব কার্যত হতাশ। তাঁদের সামগ্রিক রাজনৈতিক পর্যালোচনার নির্যাসটুকু হল, রাজ্যজুড়ে বুথে বুথে দলীয় সংগঠন যেভাবে দুর্বল থেকে দুর্বলতর হচ্ছে তাতে ২০২৩ সালের ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে সিংহভাগ আসনেই বিজেপির পরাজয় একপ্রকার নিশ্চিত। বিজেপি কেন্দ্রের শাসকদল হলেও পশ্চিমবঙ্গে তাদের প্রধান প্রতিপক্ষ রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। শুধু তাই নয়, একদা শাসকদল সিপিএম তথা বামফ্রন্টও এরাজ্যে বুথভিত্তিক সাংগঠনিক শক্তির নিরিখে বিজেপির তুলনায় কয়েকগুণ এগিয়ে রয়েছে। সেদিক থেকে বামেদের বিরুদ্ধেও বিজেপি লড়াইয়ে পিছিয়ে। এমতাবস্থায় আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপির কোনওরকম শক্তি ক্ষয় করার অর্থ হল দলীয় কর্মীদের আরও খানিকটা হতাশাগ্রস্ত করে তোলা। যা কিনা পরের বছরের লোকসভা নির্বাচনী লড়াইয়ের ক্ষেত্রে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে। এমন আশঙ্কার বাতাবরণ গেরুয়া বঙ্গ ব্রিগেডে ক্রমশ স্পষ্ট হতে থাকায় বিজেপির বুথস্তরের কর্মীরাও নিজেকে একপ্রকার গুটিয়ে রেখেছেন বলা যায়। বুথে বুথে রাজনৈতিক ময়দানে তৃণমূল কংগ্রেসসহ সিপিএমের বিরুদ্ধে জোরদার লড়াই করার জন্য বিভিন্ন ইস্যুতে যেরকম

আন্দোলন কর্মসূচি সংগঠিত করা প্রয়োজন সেইপথে সম্প্রতি বিজেপিকে হাঁটতে দেখা যাচ্ছে না। বিচ্ছিন্নভাবে বিজেপির মিটিং–মিছিল যেটুকু হয়েছে বা হচ্ছে তা সবই দলের শীর্ষ নেতা কেন্দ্রীক দেখনদারি রাজনীতি'র সমতুল। সূত্র মারফ জানা গিয়েছে, বিজেপির ওইসব মিটিং–মিছিলে যাঁরা ভিড় বাড়াচ্ছেন তাঁদের একটা বড়ো অংশেরই বুথস্তরের সঙ্গে নাকি কোনও সম্পর্ক নাই। ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির কারণে শুধুমাত্র বিজেপি শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে মুখ দেখানোর রাজনীতি করেন এমন অসংখ্য ব্যক্তি নানাভাবে দলের নেতা–নেত্রী হয়ে গিয়েছেন। এদিকে দিনের পর দিন এসব দেখেশুনে মনেপ্রাণে বিজেপি'র নিচুতলার কর্মীরা অত্যন্ত হতাশ। রাজ্য বিজেপির এক কোণঠাসা নেতা নামপ্রকাশ করা যাবে না এই শর্তে জানিয়েছেন, এখানে তো এখন শুভেন্দু বিজেপি'র সংগঠনটাকে নিচুতলার দলীয় কর্মীদের ওপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার লাগাতার চেষ্টা চালাচ্ছে একশ্রেণির পেটোয়া। যার ফলে প্রকৃত বিজেপির আদর্শে যাঁরা দল করেন তাঁরা একপ্রকার নিষ্ক্রিয় এবং সেকারণে দলকে পদে পদে খারাপ ফল ভোগ করতে হচ্ছে বিভিন্ন নির্বাচনে। শুভেন্দু অধিকারীর মতো নেতাদের অনেকেই তৃণমূল কংগ্রেসে থাকাকালীন সমস্তরকম মধু লুটে নেওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন দুর্নীতিতে অভিযুক্ত। সেই তাঁরা যখন তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে গেরুয়া পতাকাতলে এসেই নেতা সেজে গিয়েছেন তখন মনেপ্রাণে বিজেপি'র নিচুতলার কর্মীরা কোনওমতেই তাঁদের দাপাদাপি মানতে পারছেন না। রাজ্যস্তরের ওই কোণঠাসা নেতা আরও বলেন, প্রাক্তন তৃণমূল কংগ্রেস নেতাদের নিয়ে বিজেপি এরাজ্যে যত মাতামাতি করবে ততই সাধারণ মানুষের কাছে আমাদের ও দলের গ্রহণযোগ্যতা কমবে। এর ফলে বুথে বুথে বিজেপি আরও ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং যার অত্যন্ত খারাপ প্রভাব পড়বে আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফলেও। শুধুই তৃণমূলের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের বস্তা বস্তা অভিযোগ তুলে আর মুখ দেখানো নেতা সেজে নির্বাচনে জেতা যাবে না, নিচুতলাতেও দলীয় সংগঠনকে মজবুত করার পাশাপাশি মানুষের জন্য কাজ করতে জানতে হয়। তিনি আফশোসের সঙ্গে বলেন, বঙ্গ বিজেপির বর্তমানে সুদিন বলে কথায় কথায় যাঁরা ঢাক পেটাচ্ছেন তাঁরা দিবাস্বপ্নে মগ্ন। পদ্ম শিবিরের নিচুতলার হতাশ নেতা–কর্মীদের অনেকেরই অভিমত, দলীয় নেতৃত্ব যদি এখনও বুথস্তরে সংগঠন মজবুত করতে যথাযথ গুরুত্ব না দেয় এবং তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে আসা 'দাগী' নেতাদের মাথায় তুলে নাচানাচি বন্ধ না করে তাহলে আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচন তো বটেই পরেরবার লোকসভা নির্বাচনেও বিজেপিকে চরম পরাজয়ের সামনাসামনি হতে হবে। এমতাবস্থায় বিজেপি শীর্ষ নেতৃত্ব এরাজ্যে দলীয় সংগঠনকে একটা শক্তপোক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করাতে কী কী স্ট্র্যাটেজি ঠিক করে, সেদিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল।

দেশ দেশান্তরে

সংকট উপস্থিত মায়ানমারে

প্রণব গুহ

একসময়ের ব্রহ্মদেশ, পরে বর্মা, এখন মায়ানমার পাগান, টংগু, কনবং রাজত্ব পেরিয়ে ব্রিটিশের দখলে আসে ১৮৮৬ সালের ১ জানুয়ারি। ব্রিটিশ ভারত ছেড়ে যাওয়ার মাস পাঁচেক পর বর্মা ছেড়ে যায় ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি। স্বাধীন হয় ভারতের গায়ে লেগে থাকা এই ছোট্ট রাষ্ট্রটি। ১৯৮৯ সালের ১৮ জুন বর্মার নতুন নামকরণ হয় মায়ানমার। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার সাড়ে পাঁচ কোটির এই দেশটা সম্পর্কে স্বাধীনতার পরে জন্মানো ভারতবাসীর ধারণা খুবই কম। কিন্তু স্বাধীনতার আগে বহু বাঙালির আনাগোনা ছিল বর্মায়। কাজের সূত্রে ভারতবাসীর আস্তানা ছিল বর্মা। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের এক অন্যতম কেন্দ্রও ছিল বর্মার রেঙ্গুন। সেখান থেকে তিনি বহু ভাষণ দিয়েছেন। শুধু ভারত নয় নেতাজি সুভাষ যে স্বপ্ন দেখেছিলেন সমগ্র দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার স্বাধীনতার। ৯০ শতাংশ মায়ানমারবাসী অহিংস বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হলেও ভারত, বাংলাদেশ, চিন, লাওস এবং থাইল্যান্ড সীমান্তে ঘেরা বর্মা বা মায়ানমার গৃহযুদ্ধে দীর্ন। আঞ্চলিক স্বায়ত্ব শাসনের দাবিতে সরকারের সঙ্গে নানা গোষ্ঠীর সংঘর্ষ লেগেই রয়েছে সেই স্বাধীনতা পাবার পর থেকে। সংঘর্ষ কখনও কাচিন, কখনও শান, লাহু, কারেন, আবার কখনও

রোহিঙ্গা মুসলিমদের সঙ্গে। এমনকি আল কায়দাও চেষ্টা করেছিল এদেশে কামড় দিতে। শেষ পর্যন্ত তা আর হয়ে ওঠেনি। স্বাভাবিক ভাবে নিয়মিত সংঘর্ষ থামাতে এই ছোট্ট দেশটি বেশিরভাগ সময় কাটিয়েছে মিলিটারি শাসনে। সত্যি কথা বলতে কি দেশের বাজেটের বেশিরভাগটাই খরচ হয়ে যায় নিরাপত্তা রক্ষায়।

একে তো টানাটানি তার উপর কোভিড ও যুদ্ধের বিষফোঁড়ার যন্ত্রণায় ছটফট করতে শুরু করেছে মায়ানমারের অর্থনীতি। আশঙ্কা, আরও একটা শ্রীলঙ্কা হতে চলেছে নাকি! দেশের স্বাধীনতার নায়ক সান সু কির হত্যার ৭৫ বছর পালনের যখন প্রস্তুতি চলছে তখন মায়ানমার মুদ্রায় ডলারের মূল্য দাঁড়িয়েছে ২৪০০ কিয়াত। ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে ডলার পিছু কিয়াতের মূল্য ছিল ১৩৪০। সংকট কাটাতে মায়ানমারের সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক কোম্পানিগুলিকে নির্দেশ দিয়েছিল ১৮ জুলাইয়ের মধ্যে তাদের বিদেশি বিনিয়োগের ৩৫ শতাংশকে বিদেশি মুদ্রায় রূপান্তরিত করতে যাতে দেশীয় মুদ্রা কিয়াত সুরক্ষিত থাকে। এইসব অর্থনৈতিক কচকচানি করতে গিয়ে সেখানে ক্রমশঃ বাড়ছে খাদ্য ও তেলের দাম। ক্ষুধা বাড়ছে আর কমছে সুখী গৃহকোণের সংখ্যা। ফলে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে সংঘর্ষের সম্ভাবনাও। মিলিটারি শাসনে দাবিয়ে রাখা গণতন্ত্রপ্রেমী মানুষের প্রতিবাদ ফুলকির ছোঁয়া পাওয়া বারুদের স্তূপের মতো ফুটে বেরোতে পারে যে কোনও সময়ে। আবার যেন একটা গৃহযুদ্ধের আবহ তৈরি হচ্ছে মায়ানমারে।

মায়ানমারের গণতান্ত্রিক দল ন্যাশনাল লিগ ফর ডেমোক্রেসি বলছে তাদের ৪৮ জন নেতাকে নাকি খুন করা হয়েছে, ৯০০ জন পার্টি সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। দলের মানবাধিকার গ্রুপের মুখপাত্র সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন তাদের ১১ জন নেতা গৃহবন্দী থাকাকালীন মারা গিয়েছেন, জেলে মারা গিয়েছেন ৮ জন। ফলে সংঘর্ষ প্রায় অনিবার্য।

এমন অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি সামলাতে লাগবে সশস্ত্র পুলিশ। অথচ পুলিশের অস্ত্রের চাহিদা মেটাতে টান পড়েছে অর্থে। বাজেটের ৯৫ শতাংশ বরাদ্দ করেও সামলানো যাচ্ছে না। প্রতি মাসে আরও অন্তত ১০ মিলিয়ন ডলার লাগবে দেশের গৃহযুদ্ধ প্রতিহত করতে। উল্লেখ্য ন্যাশনাল ইউনিটি সরকারের হাতে ২৫৯টি টাউনবেসড্ ব্যাটেলিয়ান রয়েছে যার সদস্য সংখ্যা ৮০ হাজার থেকে ১ লাখ। এরপর রয়েছে গেরিলা ফোর্স। বাহিনীতে বাড়ছে দৈন্যতা। গৃহযুদ্ধ ঠেকাতে ক্লান্ত একটা দেশ এখন আর্থিক সংকটের মুখোমুখি। কিছুদিনের মধ্যে সেখানেও হয়ত শুরু হবে বর্তমান প্রশাসন হঠানোর প্রতিবাদ। রাস্তায় নেমে জনগণ হয়ত টেনে হিঁচড়ে নামিয়ে দেবে সে দেশের কর্তাদের। বিদেশি রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে অর্থের যোগান দিতে মায়ানমারও এবার ঋণের পচা পুকুরে ডুবতে শুরু করবে।

সাধু সাবধান, শ্রীলঙ্কার থেকে শিক্ষা নিয়ে এখনই সামলাবার রাস্তা বের করতে না পারলে সামনে বিশাল খাদ। স্টিয়ারিং একটু কাঁপলে মৃত্যু নিশ্চিত। প্রতিবেশিদের একের পর এক সংকট কপালে ভাঁজ ফেলছে ভারতের। দুর্বল প্রতিবেশীদের নিয়ে দক্ষিণ এশিয়ার উন্নতি কতটা সম্ভব তা নিয়ে মাথা ব্যথা শুরু হয়েছে। আবার এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে চিনের মত ধ্বংসাত্মক শক্তি যদি ঘাড়ের কাছে পাড়ি জমাতে থাকে তাহলে বিপদ বাড়াবে ভারতের। সেও যদি শ্রীলঙ্কার মতো ভেঙে পড়ে বা আফগানিস্তানের মতো জেহাদিদের কবল চলে যায় সীমান্ত যন্ত্রণা আরও বাড়বে। তাই নজর রাখতেই হচ্ছে মায়নমারের দিকে।

পাঠকের কলমে

বেকারত্ব

একবিংশ শতাব্দীর প্রথম–দ্বিতীয় দশক থেকেই মোটামুটি পাকাপাকি ভাবে পশ্চিমবঙ্গের চাকুরীজীবী প্ল্যাটফর্মে বেকারত্ব শব্দ অনেকাংশে স্থান দখল করেছে। কেউ কেউ এর কারণ হিসেবে রাজ্যের রাজনীতির বেহাল দশার কথা বলেছেন আবার কেউ কেউ মনে করেন সোশ্যাল মিডিয়া নাকি ছেলেমেয়েদের ব্রেন ওয়াশ করছে। মূলত গেমস্, ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম আর হোয়াটসঅ্যাপ এর নেশায় তারা আসক্ত। একাধিক কারণ রয়েছে বলে ধারণা করা যায়–তবে শিক্ষা ব্যবস্থা যে বিপর্যস্ত তা অনেক ক্ষেত্রেই প্রমাণিত। স্কুল সার্ভিস কমিশন এর বিজ্ঞপ্তি বিগত কয়েক বছরে বন্ধ আর তাছাড়া করোনার থাবা এই সমস্যাকে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করেছে।

চাকরি চাই, চাকরি চাই রব উঠেছে। প্রাইমারি থেকে শুরু করে উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক/শিক্ষিকা সবটাতেই নিয়োগ বন্ধ। কেন রাজ্য সরকার কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না? কেন এই অবনতি? প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক নেই একজন স্কুল শিক্ষিকা স্কুল চালাচ্ছেন – এমন চিত্র ও দেখা যাচ্ছে এরাজ্যের বেশ কিছু স্কুলে।

বাড়ছে বেকারত্ব, অবসাদে ভুগছে সমাজ যোগ্যতা থাকলেও হচ্ছে না স্বপ্ন পূরণ। তবে কোনো কাজই ছোট নয় একথা বলেছেন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু কথায় আছে তেলে জলে মিশ খায় না যার অন্যথা ঘটছে আমাদের রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থায় – শিক্ষিত যুবক যুবতী আজ রাস্তায় অটো কিংবা টোটো চালাচ্ছে,চা অথবা জলখাবারের দোকান খুলছে। শিক্ষিত আর অশিক্ষিত = তেল আর জল! মিলেমিশে একাকার।

সুদীপা বিশ্বাস

আপনারাও চিঠি পাঠান আমাদের দফতরে। পাঠাতে পারেন ইমেলে, ফেসবুক ম্যাসেঞ্জারে বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে।

সমস্ত বক্তব্য পাঠকের নিজের, এতে সম্পাদক বা কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।

বিএসএফের ছানবিনে রাজ্য সীমান্তে টাকা ও সোনা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২১ জুলাই, ২০২২ তারিখে নদিয়া জেলার সীমান্ত এলাকায় মোতায়েন বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের ৮২ ব্যাটালিয়নের সীমান্ত ফাঁড়ি গোংড়ার জওয়ানরা জোরালো সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে একজনকে গ্রেফতার করেছে। গ্রেফতার ব্যক্তির কাছ থেকে ৩৭,২৪,৫০০/- বাংলাদেশি টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ভারতীয় মুদ্রায় যার মোট মূল্য ৩১,৫২,৭১৪/- টাকা। গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির পরিচয়- অভিরুল মোল্লা, বয়স ৩৪ বছর, পিতা- ইশাক মোল্লা, গ্রাম- গোংড়া, জেলা- নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ বলে প্রকাশ হয়েছে।

গ্রেফতার ব্যক্তি স্বীকার করেছে যে, সে গত তিন মাস ধরে একজন চোরাকারবারীর সাথে মিলে সীমান্ত পাচার করে আসছিল। সে আরও জানায়, আজও সে তার নির্দেশে রানাবাঁধ গ্রাম থেকে এই সামগ্রী নিয়ে এসেছে। এ কাজের জন্য সে ৫০০ টাকা

পেয়েছে। আটক ব্যক্তিকে বাজেয়াপ্ত বাংলাদেশি টাকা সহ

চাপড়া থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে৮২ ব্যাটালিয়নের কমান্ডিং অফিসার সঞ্জয় প্রসাদ সিং বলেছেন, যে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে, সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনী তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার সাথে সাথে চোরাচালান বন্ধ করার জন্য ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন, চোরাচালানের মতো অপরাধে জড়িতদের বিরুদ্ধে লাগাতার ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। যারা ধরা পড়েছে তাদের আইন অনুযায়ী শাস্তি দেওয়া হচ্ছে।

২১ জুলাই ২০২২ তারিখে সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীর দক্ষিণবঙ্গ সীমান্তের জওয়ানরা একটি অভিযান চালিয়ে ১৬ পলিব্যাগ মাছের ডিম সহ এক ভারতীয় পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করেছে। বাজেয়াপ্ত মাছের ডিমের আনুমানিক মূল্য ১৩,২৩,১২০/- টাকা। এই সব মাছের ডিম উত্তর ২৪ পরগনা জেলার সীমান্ত এলাকা থেকে বাংলাদেশে পাচার করা হচ্ছিল।

২১ জুলাই, ২০২২-এ প্রাপ্ত গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে, বর্ডার চৌকি ঘোজাডাঙা, ১৫৩ ব্যাটালিয়ন, সেক্টর কলকাতার জওয়ানরা, উল্লিখিত এলাকায় একটি বিশেষ অভিযানের সময়ে, এক সন্দেহভাজন মোটরসাইকেল চালকের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে, যে ঘোজাডাঙা থেকে উত্তরপাড়া গ্রামের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। অ্যাম্বুশ পার্টি তল্লাশির উদ্দেশ্যে মোটরসাইকেল চালককে থামানোর চেষ্টা করলে সে হঠাৎ পিছনে ফিরে পালানোর চেষ্টা করে, কিন্তু সতর্ক জওয়ানরা তাকে কোনো সুযোগ না দিয়ে আটক করে। চোরাকারবারীর কাছ থেকে ১৬টি বড় মাছের ডিমের প্যাকেট উদ্ধার করা হয়েছে। গ্রেফতারকৃত পাচারকারীর পরিচয় আকতারুল সরদার বয়স ৪২ বছর, গ্রাম – উত্তরপাড়া, ঘোজাডাঙা, থানা – বসিরহাট, জেলা – উত্তর ২৪ পরগনা।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আকতারুল সরদার জানান, গত ২১ জুলাই সে এক ভারতীয় চোরাকারবারীর কাছ থেকে এসব মাছের বীজ নিয়েছিল এবং বিএসএফের ডিউটি লাইন অতিক্রম করে বাংলাদেশি পাচারকারীর কাছে হস্তান্তর করার কথা ছিল। এই কাজের জন্য সে ৩০০ টাকা পেতো। কিন্তু আন্তর্জাতিক সীমান্তের কাছে পৌঁছতেই সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনী তাকে মাছের ডিম সহ ধরে ফেলে।

গ্রেফতার চোরাকারবারী ও বাজেয়াপ্ত মাছের ডিম পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়ার জন্য বসিরহাট থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে

১৫৩ ব্যাটালিয়নের ভারপ্রাপ্ত কমান্ডিং অফিসার আব্দুল হানান খান তার সদস্যদের এই সাফল্যে খুশি প্রকাশ করেছেন। তিনি জানান, চোরাচালান বন্ধে এবং চোরাচালানের সঙ্গে জড়িতদের কঠোর শাস্তির জন্য তিনি তার এলাকার পুলিশ কর্মকর্তা ও অন্যান্য সংস্থার সহযোগিতা চেয়েছেন।

২১ জুলাই, ২০২২ বিএসএফ বর্ডার আউটপোস্ট গুনারমাথ, ১৫৮ ব্যাটালিয়ন বিএসএফ, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনার দায়িত্বের এলাকায় চোরাকারবারীদের আন্তঃসীমান্ত চলাচলের বিষয়ে নির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্য পাওয়া যায়, যার ওপর কাজ করে বর্ডার আউটপোস্ট গুনারমাথ, ১৫৮ ব্যাটালিয়ন বিএসএফ, সেক্টর কলকাতা, দক্ষিণবঙ্গ ফ্রন্টিয়ার গুনারমাঠ গ্রামের কাছে ইছামতী নদীর ধারে আন্তর্জাতিক সীমান্তের সন্দেহজনক এলাকায় অ্যাম্বুশ লাগায়। প্রায় ১৮৩০ এর দিকে, অ্যাম্বুশের জওয়ানরা প্রায় ৭-৮ জন সন্দেহভাজন চোরাকারবারীকে আন্তর্জাতিক সীমান্ত পেরিয়ে ইছামতি নদীতে একটি কাঠের নৌকায় ভারতীয় ভূখণ্ডে প্রবেশ করতে দেখে। অ্যাম্বুশ দলের দ্বারা চ্যালেঞ্জের মুখে তারা বিএসএফ জওয়ানদের মুখোমুখি হওয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু বিএসএফ সদস্যরা সাহসিকতার সাথে এগিয়ে যায় এবং চোরাকারবারীরা তাদের সমস্ত জিনিসপত্র ফেলে নদীতে ঝাঁপ দেয় এবং বাংলাদেশে ফিরে আসে। এলাকায় ব্যাপক তল্লাশি চালিয়ে ৬ টি ব্যাগ জব্দ করা হয় যার মধ্যে 321 টি স্বর্ণের বিস্কুট, ৪ টি স্বর্ণের বার, ১ টি স্বর্ণের কয়েন এবং ১টি কাঠের দেশীয় নৌকা ছাড়াও ৪ টি মোবাইল ফোন, প্যাকিং সামগ্রী এবং বাংলাদেশী সংবাদপত্র উদ্ধার করা হয়। জব্দ করা সোনা ২৪ ক্যারেটের এবং এর ওজন ৪১।৪৯ কেজি, যার বাজার মূল্য প্রায় ২১.২২ কোটি টাকা বলে জানা গেছে। চিরুনি অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ভারতীয় আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দ্বারা এটিই সবচেয়ে বড় একক সোনা আটক করা হয়েছে বলে জানা গেছে। এছাড়াও ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

গ্রেপ্তার দুই স্বর্ণ ব্যবসায়ী

নিজস্ব প্রতিনিধি : চুরির ঘটনার তদন্তে নেমে গ্রেফতার দুই স্বর্ণ ব্যবসায়ী। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরে। গত মার্চ মাসে বারুইপুর পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের একটি চুরির ঘটনা ঘটে। আর সেই চুরির ঘটনার তদন্তে নেমে চিরঞ্জিত সরদার নামে এক ব্যক্তিকে বারুইপুর সাউথ গড়িয়া এলাকা থেকে গ্রেফতার করে বারুইপুর থানার পুলিশ। ধৃত চিরঞ্জিত সরদারকে জেরা করে সামনে আসে চাঞ্চল্যকর তথ্য। ধৃত চিরঞ্জিত সরদার চুরি করা সোনা ও রুপার গহনা বিক্রি করত দুই স্বর্ণ ব্যবসায়ীর কাছে। বিদ্যুৎ মাইতি ও জয়ন্ত মন্ডল নামে দুই স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করে বারুইপুর

থানার পুলিশ। ধৃত বিদ্যুৎ মাইতির সুভাষ গ্রামে বন্দনা জুয়েলার্স নামে একটি দোকান ও ধৃত জয়ন্ত মন্ডলের চাম্পাহাটিতে জয়জিত জুয়েলার্স নামে একটি সোনার দোকান আছে। ধৃত দুই স্বর্ণ ব্যবসায়ী দীর্ঘদিন ধরেই চোরাই মাল কিনছিল বলে বারুইপুর থানায় সাংবাদিক বৈঠক করে জানান অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জোনাল ইন্দ্রজিৎ বসু। তিনি জানান ধৃত দুই ব্যবসায়ীর সোনার দোকান থেকে উদ্ধার হয়েছে ৪৪ পিস সোনার গয়না। যার মধ্যে একুশটি কানের দুল, সাতটা আংটি ও ১৬ টি সোনার নাকছাবি। এছাড়াও রুপোর আট জোড়া বালা ও আটটি গলার হার উদ্ধার হয়েছে। যার আনুমানিক বাজার মূল্য দুই লাখ টাকা। এছাড়াও উদ্ধার হয়েছে নগদ ২৮ হাজার টাকা।

মহেশতলা পুরসভার ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের দৌলতপুর পার্ক বছর পর বছর এরকম ভাবে নোংরা জল জমে থাকে এর কোনও সুরাহা হচ্ছে না এলাকার প্রশাসনকে জানানোর সত্ত্বেও এরকম নোংরা জল জমে থাকার মধ্যে দিয়ে এলাকারবাসীরা যাতায়াত করছে বর্ষা সামনেই মোচা মাছি পড়ে গেছে এমনকি সাপের উপদ্রবও শুরু হয়েছে মহেশতলা পুরসভা ৩০ নম্বর ওয়ার্ড দৌলতপুর পার্ক এরকমভাবে নোংরা জল জমে রয়েছে আজও প্রশাসন উদাসীন।

টাকা দিয়ে হয় নি চাকরি কাঠগড়ায় পঞ্চায়েত প্রধান

নিজস্ব প্রতিনিধি : তারাপীঠ থানার লহা গ্রামের অন্তর্গত গোলকবিহারী দাস অভিযোগ করেন, তাঁর ছেলে কৌশিক দাসের প্রাইমারি স্কুলের চাকরির জন্য নলহাটি দু নম্বর ব্লকের নওয়াপাড়া পঞ্চায়েতের প্রধান এমদাদুল হককে চার লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন ২০১৪ সালে। টাকা দিয়েও চাকরি জোটেনি কপালে। এরপর টাকা ফেরত চাইতে গেলে নানাভাবে অজুহাত দেখাচ্ছেন বলে অভিযোগ করেছেন। রামপুরহাট মহকুমাশাসকের কাছে লিখিত অভিযোগ করেছে কৌশিক দাস। গোলকবিহারী দাস ক্যান্সারে আক্রান্ত। বর্তমানে টাকার অভাবে চিকিৎসা করাতে পারছেন না। গোলকবিহারী দাসের ছেলে কৌশিক দাস বলেন, ২০১৪ সালে তার চাকরির জন্য তার বাবা পঞ্চায়েত প্রধান এমদাদুল হককে চার লক্ষ টাকা নগদ দিয়েছিলেন। জমি বিক্রয় করে সেই টাকা জুগিয়েছিলেন। যদিও পঞ্চায়েত প্রধান আশ্বাস দিয়েছিলেন চাকরি না হলে টাকা ফেরত দিয়ে দেওয়ার।

স্কুলে স্কুলে গড়ে তোলা হবে ম্যানগ্রোভ রক্ষা বাহিনী

নিজস্ব প্রতিনিধি : মঙ্গলবার ২৬ জুলাই 'বিশ্ব ম্যানগ্রোভ দিবস'। সেই উপলক্ষ্যে সুন্দরবনের বিভিন্ন স্কুলগুলোতে চলছে সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠান উদযাপন। ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে-কলমে শেখানো হচ্ছে তেমনি উপস্থিত ছিলেন বেশ কিছু স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা। জেলা প্রশাসনের তরফ থেকে শুক্রবার এই এলাকায় আরোও বেশ কয়েকটি স্কুলে ম্যানগ্রোভ দিবস পালন করা হয়। শুধু তাই নয়, স্কুল ও তার ম্যানগ্রোভ সম্পর্কে সচেতন করা হয়েছে। কন্যাশ্রী ক্লাবের সদস্যরা ম্যানগ্রোভ রক্ষার ক্ষেত্রে সচেতন মূলক বার্তা দিতে গ্রামে গ্রামে যাবেন। ম্যানগ্রোভের গুরুত্ব কী সেটাও স্থানীয় মানুষকে বোঝানো হবে। শুধু

ম্যানগ্রোভ গাছের পরিচর্যা। স্কুলগুলোতে বানানো হচ্ছে ম্যানগ্রোভ রক্ষাবাহিনী। মূলত স্কুল পড়ুয়ারাই এই কাজ করে থাকবে। সুন্দরবন এলাকার বাসন্তী ব্লকের জঙ্গল সংলগ্ন স্কুল হলো ঝড়খালি। সেই ঝড়খালির হেড়োভাঙা বিদ্যাসাগর বিদ্যানিকেতনে পালন করা হয় বিশ্ব ম্যানগ্রোভ দিবস॥ সেই উপলক্ষ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ম্যানগ্রোভ সম্পর্কে সুন্দরবন অঞ্চলের কী গুরুত্ব তা বোঝানো হয়। স্থানীয় মানুষ স্বনির্ভর গোষ্ঠী সদস্যরা যেমন উপস্থিত ছিলেন, আশেপাশ এলাকাতেও ম্যানগ্রোভের চারা নতুন করে রোপন করা হয়েছে। এই চারাগুলি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে স্কুল ছাত্র-ছাত্রীদেরকেই। প্রশাসনের আধিকারিকরা বিভিন্ন স্কুলের ক্লাসরুমে গিয়ে ম্যানগ্রোভের গুরুত্ব। সুন্দরবনের সাইক্লোনে কী ভূমিকা নিয়ে থাকে ম্যানগ্রোভ। এইসব নিয়েও আলোচনা করা হয়। এ বিষয়ে বাসন্তী ব্লকের বিডিও সৌগত সাহা বলেন, বিশ্ব ম্যানগ্রোভ দিবস উদযাপনের মধ্যে দিয়েই সুন্দরবনের বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে তাই নয় ম্যানগ্রোভ পরিচর্যা করা এবং যে সমস্ত এলাকায় ম্যানগ্রোভ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সেই সমস্ত এলাকায় নতুন করে ম্যানগ্রোভ রোপন করারও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত এক বছরে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে পাঁচ কোটি ম্যানগ্রোভ লাগানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। আম্ফান ও ইয়াসের সময় প্রচুর ম্যানগ্রোভ ক্ষতি হয় সুন্দরবনে। তারপর থেকে নতুন নতুন জায়গায় ম্যানগ্রোভ বসানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেই মতো চলছে বনসৃজন এর কাজও।

হাসপাতালে মোবাইল ছিনতাইকারী

নিজস্ব প্রতিনিধি : এক মোবাইল ফোন ছিনতাইকারী ধরা পড়ায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ধৃতের নাম হান্নান আলি গায়েন। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার দুপুরে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে। ধৃত মোবাইল চোরকে ক্যানিং থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ।

উল্লেখ্য প্রায় প্রতিনিয়ত ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চুরির ঘটনায় অতিষ্ট ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে আসা রোগী ও তাদের পরিবার পরিজনেরা। এমন কি চোরেদের উপদ্রব থেকে রক্ষা পায়নি হাসপাতালের নার্স ও চিকিৎসকরাও। একাধিকবার মোবাইল ফোন ও টাকা পয়সা হাতসাফাই করে হাসপাতালের রক্ষীদের নজর এড়িয়ে পালিয়ে যায়।

এমন ঘটনায় প্রতিনিয়ত আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে ঘুটিয়ারী শরীফের সালিয়া সেখ নামে এক বধূ তার আত্মীয় এক প্রসুতি নাসিমা খাতুনকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি

করেছিলেন শনিবার। সোমবার ওই গৃহবধূর সিজার হয়। মা ও শিশু লেবার রুমেই ছিলেন। সেখানে তাদের এক মহিলা আত্মীয় হাবিবা সেখ শুক্রবার দুপুরে আসে শিশু ও মাকে দেখার জন্য। লেবার রুমে সে গল্প করছিলেন প্রসুতির সাথে। আচমকা এক ব্যক্তি লেবার রুমে ঢুকে পড়ে। হাবিবার হাত থেকে মোবাইল ফোন নিয়ে পালিয়ে যায়। হাসপাতালের মধ্যে ফোন ছিনতাই হওয়ার ঘটনায় চিৎকার শুরু করেন হাবিবা ও তার পরিবারের অন্যান্যরা। হাসপাতালের লেবার রুমের মধ্যে চিৎকার চেঁচামেচির আওয়াজ শুনে দৌড়ে আসে হাসপাতালের রক্ষী শঙ্কর দাস। ঘটনার কথা শুনেই দৌড়ে যায় হাসপাতালের প্রধান দরজার সামনে। জাপটে ধরে ফেল মোবাইল চোরকে। ধৃতের ব্যাগ থেকে উদ্ধার হয় ছিনতাই করা মোবাইল ফোনটি। পরে ধৃত মোবাইল ছিনতাইবাজকে ক্যানিং থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। হাসপাতালের রক্ষীর এমন ভূমিকায় খুশি রোগীর আত্মীয় পরিজনেরা।

রোগীর আত্মীয় সালিয়া সেখ জানিয়েছে লেবার রুমে বসে ছিলাম। পিছনের দরজা দিয়ে একজন লোক ঢুকে পড়ে। আমচকা মোবাইল ছিনিয়ে নিয়ে প্রসুতিকে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায়। আমরা চিৎকার শুরু করলে হাসপাতালের রক্ষী দৌড়ে আসে। মুহূর্তে মাবাইল ছিনতাইকারীকে ধরে ফেলে। হাসপাতালের রক্ষী না থাকলে বড় বিপদ ঘটে যেতো। রক্ষীকে অসংখ্য ধন্যবাদ।'

নেই স্থায়ী শিক্ষক পরিদর্শনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি : দুবরাজপুর ব্লকের যশপুর জুনিয়র বালিকা বিদ্যালয়ে পড়ুয়া চারশো চুয়াত্তরজন। এই স্কুলে দীর্ঘদিন ধরে নেই কোনো স্থায়ী শিক্ষক। জুলাই যশপুর জুনিয়র বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন শিক্ষা ও বিদেশ দপ্তরের কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী রাজকুমার রঞ্জন সিং। ক্লাসরুমে গিয়ে পড়ুয়াদের সঙ্গে

এলাকার স্থানীয় ছেলেমেয়েরা এই স্কুলে পঠনপাঠন করান। টিআইসি দায়িত্ব সামলান প্রাথমিক শিক্ষক পার্থসারথি দাস। ২০১৩ সালে অনুমোদন মেলে। ২০১৬ সাল থেকে ক্লাস শুরু হয়। ১৪ আলাপচারিতা করেন। মিড-ডে-মিল রুমে গিয়ে মিড-ডে-মিলে রান্না বিষয়ে খোঁজ নেন। সঙ্গে ছিলেন বিধায়ক অনুপ সাহা। দ্রুত শিক্ষক নিয়োগের আশ্বাস দেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী।

ট্রাফিক আইন সচেতনতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ট্রাফিক আইন ভঙ্গকারীদের ধরতে রাস্তায় নামলেন নলহাটি থানার ট্রাফিক ওসি কৈলাশ মুখার্জি। পনেরো জুলাই দুপুরে নলহাটি শহরের হনুমান মন্দির মোড়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে একাধিক বাইক নিজের হাতে আটক করলেন নলহাটি ট্রাফিক ওসি কৈলাশ মুখার্জী। হেলমেট না পরা লাইসেন্স সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ সহ আইন ভাঙায় আটক করলেন একাধিক গাড়ি। প্রায় এক ঘন্টা ধরে চলে পুলিশের ধরপাকড়। ট্রাফিক আইন নিয়ে মানুষকে সচেতন করতে জেলা পুলিশের তরফে বিশেষ অভিযানের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। উনিশজন বাইক আরোহীকে জরিমানা করা হয়েছে বলে পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে। আগামী দিনেও এই ধরপাকড় অব্যাহত থাকবে।

রাজ্যে ইঁটভাটা বন্ধের ডাক

প্রথম পাতার পর

তারপর আমফান ও যশের তাণ্ডবে নদী তীরবর্তী ভাঁটাগুলো ধ্বংস হয়ে যায়। ধারদেনা করে সামলে উঠেছিলাম। রাজ্য সরকার ওই সময় রয়্যালটির ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ ছাড় দিয়েছিল সে জন্য রাজ্য সরকারের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। কিন্তু বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের নানা বঞ্চনার শিকার আমরা। রাজ্যে ৬ হাজার ইঁট ভাঁটা আছে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে কয়েক কোটি মানুষের জীবন জীবিকা ইঁট শিল্পের ওপর নির্ভরশীল। লোকাল ডেভেলপমেন্ট, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ইঁটভাঁটাগুলো ডোনেশনও করে থাকে। মালিক ও স্টাফেদের পরিবারও এই শিল্পের ওপর নির্ভর করে জীবন জীবিকা নির্বাহ করে। যেহেতু আমাদের দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে তাই বাধ্য হয়ে ধর্মঘটের পথে যাচ্ছি। কেন্দ্রীয় সরকার যদি সমস্যার সমাধান করে, তাহলে আমরা ভেবে দেখব।

বেঙ্গল ব্রিক ফিল্ড ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি তথা সর্বভারতীয় সংগঠনের সহ সভাপতি যোগেশ আগরওয়াল এই প্রসঙ্গে বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের অন্তর্গত ইঁট ভাঁটার জন্য কোনও সুযোগ সুবিধা দিচ্ছে না। জিএসটি, কয়লার মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে আমরা নাজেহাল। গত সেপ্টেম্বরে আমরা এক টন কয়লা কিনেছি প্রায় ২১ হাজার টাকায়। এত মূল্যের কয়লা দিয়ে কিভাবে ব্যবসা হবে। ট্রেডার্সদের জন্য কয়লা ব্রিডিং করার যে পোর্টাল আছে সেই পোর্টালেই আমাদের কয়লা কিনতে হয়। আমাদের জন্য পৃথক পোর্টাল করা হোক। সাধারণ মানুষ ইঁট কিনতে এসে আলাদা করে কি জিএসটি দিতে পারবে। ৩০ বছর ধরে তো ফ্লাই অ্যাসের ব্লককে প্রাধান্য দেওয়া হল। এবার যার যা পছন্দ তাদের সেই ভাবে ক্রয় করতে দেওয়া হোক। তিনি আরও বলেন, লিখিতভাবে সব বিষয়টি প্রধানমন্ত্রীসহ সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় দফতরে পাঠানো হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার সমস্যার সমাধান না করলে রাজ্য তথা দেশব্যাপী ইঁট ভাঁটা ধর্মঘট হচ্ছেই।

দু শতাধিক গাছ রোপণ

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায় : বিশ্ব উষ্ণায়ন থেকে বাঁচতে গাছ লাগান, প্রাণ বাঁচান, ম্যানগ্রোভ লাগিয়ে সুন্দরবন বাঁচান। আর এই গাছ লাগানোর প্রয়োজনীয়তা আরো বাড়াতে এগিয়ে এসেছেন সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা। গত ১৪ জুলাই থেকে ২০ জুলাই পর্যন্ত সারা রাজ্যে সরকারি উদ্যোগে বন মহোৎসব পালন করা হচ্ছে। বুধবার ছিল এই উৎসবের শেষ দিন। এদিন জয়নগর থানা, প্রত্যয় ও জয়নগর মজিলপুর পুরসভার উদ্যোগে পুরসভার ঘোষ গঙ্গা ও আমন্ত্রণ কমপ্লেক্সের সংলগ্ন এলাকায় দু শতাধিক গাছের চারা বসানো হল। এ দিন সকালে জয়নগর থানা থেকে গাছ লাগানোর বিভিন্ন প্ল্যাকার্ড হাতে প্রত্যয় টিমের সদস্যরা এবং সাথে জয়নগর থানার আইসি রাকেশ চ্যাটার্জী, জয়নগর থানার এসআই পিনাকি দাস, জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস, জয়নগর মজিলপুর পুরসভার চেয়ারম্যান সুকুমার হালদার, ভাইস চেয়ারম্যান রথীন মন্ডল, প্রত্যয় এর সম্পাদিকা

গীতা নন্দী, সভাপতি কৃষ্ণেন্দু ঘোষ, মেন্টর দেবব্রত হালদার সহ একাধিক পুলিশ কর্মী, সিভিক, পুর কাউন্সিলর ও সাধারণ মানুষ অংশ নেয়। এদিন জয়নগর থানা থেকে এই বিষয়ের উপর এক সচেতনতা পদযাত্রা বের হয়। এই পদযাত্রা রথতলা হয়ে জয়নগর থানায় এসে শেষ করে। গঙ্গার ধারে দ্বিশতাধিক গাছের চারা বসানো হয় এবং বিশ্ব উষ্ণায়ন থেকে বাঁচতে গাছের বিকল্প নেই এই কথা বারবার তুলে ধরা হয়। আগামী দিনেও নিয়মিত গাছ বসানো ও পরিষেবার দিকে নজর রাখার কথা এদিন তুলে ধরা হয়। অন্যদিকে দক্ষিণ ২৪ পরগণা বন বিভাগের রায়দীঘি বনাঞ্চল উদ্যোগে এদিন নগেন্দ্রপুর হেমন্তকুমারী উচ্চ বিদ্যালয়ে বন মহোৎসব পালন করা হলো। উপস্থিত ছিলেন রায়দীঘির বিধায়ক ডাঃ অলক জলদাতা, রায়দীঘি থানার আই সি অমিয় ঘোষ, বিডিও, রায়দীঘি বন আধিকারিক শুভায়ু সাহা সহ আরো অনেকে। এদিন স্কুল পড়ুয়াদের হাতে গাছের চারা তুলে দেওয়া হয়।

প্লাস্টিক অভিযান সিউড়িতে

নিজস্ব প্রতিনিধি : পয়লা জুলাই থেকে প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধ করতে উদ্যোগী হয়েছে প্রশাসন। বীরভূম জেলা এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের উদ্যোগে সদর শহর সিউড়ির বিভিন্ন জায়গায় প্লাস্টিক অভিযান করা হয়। ১৩ জুলাই সিউড়ি শহরের টিনবাজার, কোর্ট বাজার এবং চৈতালি মোড়ের বিভিন্ন দোকান,সবজি বিক্রেতা, হোটেল, ফল বিক্রেতার কাছে এই প্লাস্টিক অভিযান চালানো হয়। ভবিষ্যতেও এইরকম অভিযান চলবে বলে জানা গিয়েছে।

স্টেট ব্যাঙ্কে বিধ্বংসী আগুন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৪ জুলাই দুপুরে ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্কের রামপুরহাট শাখায় হঠাৎই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড শুরু হয় ঘটনাস্থলে আসে দমকলের দুটি ইঞ্জিন। স্টেট ব্যাঙ্কের পাশে ধোঁয়া উড়তে সঙ্গে বিধ্বংসী আগুনের শিখাও দেখা যায়। আশেপাশে এলাকার মানুষজন আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে। আনুমানিক দশ বারোটা মোটরবাইক এই বিধ্বংসী আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ঠিক কী কারণে আগুন লেগেছে তার তদন্ত শুরু করেছে রামপুরহাট প্রশাসন। এই ঘটনায় কেউ আহত হয় নি বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। অতি তৎপরভাবে দমকলকর্মীরা এই বিধ্বংসী আগুন নিভোতে সক্ষম হয়।

মহানগরে

বেহালার সিরিটি শ্মশান সংস্কার

নিজস্ব প্রতিনিধি : বেহালা পূর্বস্থিত বসন্তলাল সাহা রোড (ওয়ার্ড – ১১৬) সংক্ষেপে বি এল সাহাস্থিত সিরিটি শ্মশান সংস্কারের জন্য সর্বমোট ৭ কোটি

৯৭ লক্ষ ৮০ হাজার ৫৩৪ টাকা বরাদ্দ করেছে কলকাতা পুরসভা। এর মধ্যে সিভিল ওয়ার্কে ৩ কোটি ৯৯ লক্ষ ৮০ হাজার ২৯৭ টাকা। ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কে ৩ কোটি ৮৪ লক্ষ ২৩৭ টাকা এবং একাজে সিইএসসি চার্জ পড়ছে ১৪ লক্ষ টাকা। এ বিষয়ে স্থানীয় পুরপ্রতিনিধি কলকাতা পুরসভার নিকাশি দফতরের মেয়র পারিষদ তারক সিং বলেন, বেহালাবাসীর কাছে অত্যন্ত পরিচিত সিরিটি শ্মশান সংস্কারে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সেখানে দু'টি নতুন আধুনিক টাইপের ইলেকট্রিক চুল্লিসহ আরও দু'টি বৈদ্যুতিক চুল্লি, একটি আধুনিক টাইপের পরিবেশবান্ধব কাঠের চুল্লি নির্মাণ করা হবে। চার চাকা গাড়ি পার্কিং স্পেস এবং একটি বড়ো মাপের পুকুর কেটে সেখানে গঙ্গার পরিষ্কার জলের ব্যবস্থাও করা হবে। পুরো শ্মশান এলাকার সৌন্দর্যায়ন করা হবে। এবং সাহানগর বার্নিং ঘাটের মতো করে এখানেও মৃতদেহ সংকার করতে এসে সাধারণ মানুষ যাতে বসতে পারেন সেই বন্দোবস্তও হবে।

পথে এবার ব্যাটারি চালিত অটো

নিজস্ব প্রতিনিধি : পরিবেশ দূষণ কমাতে লিথিয়াম ব্যাটারি দ্বারা চালিত ইলেকট্রনিক অটো কলকাতা মহানগরের পথে নামানোর ওপর জোর দিচ্ছে রাজ্যের পরিবহন দফতর। সে অটো সরিয়ে নতুন অটো নামাতে কত খরচ পড়ে তা খতিয়ে দেখতে হবে বলে পরিবহন মন্ত্রী জানান। প্রয়োজনে চালকদের রাজ্য সরকার কিছু আর্থিক সহায়তা দেবে। এই অটো পথে নামাতে নানা ক্ষেত্রে

বিষয়েই ২০ জুলাই কসবা পরিবহণ ভবনে এক বেসরকারি অটো প্রস্তুতকারক সংস্থার সংস্থার সঙ্গে বৈঠক করেন রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। তাদের তৈরি করা একটি ব্যাটারি চালিত অটো চালিয়ে দেখেন পরিবহন মন্ত্রী। তিনি বলেন, আগামীদিনে লিথিয়াম ব্যাটারি চালিত অটো চলবে কলকাতা পথে। পুরনো দূষণ সৃষ্টিকারী অটো আর কলকাতার পথে চলতে দেওয়া হবে না। পুরনো অটো বদলে ই–অটো নামাতে হবে। সেক্ষেত্রে পুরনো ছাড়ও দেওয়া হবে। তবে সেই পরিমাণ কতটা, তা এখনও সিদ্ধান্ত হয়নি। পরিবহণ দফতর সূত্রে খবর, মেট্রোরেল স্টেশনের সঙ্গে কানেকটিং একাধিক অটো রুট চালু করা হবে। আর সেই সমস্ত রুটে ব্যাটারি চালিত অটো নামানো হবে। পরিবহন মন্ত্রী বলেন, প্রত্যেক অটো স্ট্যান্ডে থাকবে একটি করে চার্জিং স্টেশন। সেখানেই অটো চার্জ দিতে পারা যাবে। এই অটো কলকাতার রাস্তায় নামলে কলকাতায় পরিবেশ দূষণের পরিমাণ অনেকটাই কমবে।

চাষের জন্য জল ছাড়ছে ডিভিসি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৭৫ বছর অতিক্রম করল দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন অর্থাৎ ডিভিসি। পশ্চিমবঙ্গ এবং ঝাড়খন্ডের বাঁধ নিয়ন্ত্রণ ছাড়াও আরও বিভিন্ন পরিষেবা প্রদানকারী ডিভিসি তাদের এতো বছরের চলার পথ এবং সামনের দশ বছরের পরিকল্পনা এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে তুলে ধরলেন। কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান আর এন সিং সহ অন্যান্য কর্তারা জানান, তারা ২০৩১–এর মধ্যে তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র বিপুল ভাবে বাড়ানোর পরিকল্পনা নিয়েছেন। ২০২৮–এর মধ্যে রঘুনাথপুরের তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি বৃদ্ধি পাবে। এছাড়াও তারা সৌরশক্তির ওপরেও নজর দিয়েছেন। অভিনবভাবে মাটিতে সোলার প্যানেল লাগিয়ে সেখান থেকে বিদ্যুৎ তৈরি করার কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে যা প্রত্যেক বছর বৃদ্ধি পাবে। এছাড়াও জলের ওপর ভাসমান সোলার প্যানেল বসিয়ে সেখান থেকেও বিদ্যুৎ তৈরি করার কাজ চলছে। গ্রিন হাইড্রোজেন প্রোজেক্ট নামে হাইড্রোজেন তৈরি করার কাজ শুরু করেছে ডিভিসি, যা বিশেষ পদ্ধতিতে জল এবং বাতাস থেকে হাইড্রোজেন তৈরি করতে পারে। ব্যাটারি চালিত গাড়ির রমরমা বাড়ছে তাই ডিভিসি প্রথম পদক্ষেপে তাদের আওতাভুক্ত বাধ গুলির

কাছে ইলেকট্রিক গাড়ির চার্জের জন্য পাম্প তৈরি করবে। চাহিদা দেখে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় এমন পাম্প তৈরি করার কথা ইতিমধ্যেই পরিকল্পনা রেখেছে। তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র সম্প্রসারণের জন্য বারো হাজার কোটি টাকা তারা ব্যয় করবে। সৌর শক্তি এবং গ্রিন প্রোজেক্ট পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ৩ থেকে ৪ হাজার কোটি টাকা ব্যয় হবে তার মধ্যে এনটিপিএস, এনএসপিসি এবং এসজেভিএল কিছুটা ব্যয় করবে। বিভিন্ন উপরোক্ত জিনিসগুলির জন্য প্রয়োজনীয় কয়লা আমদানি করা হচ্ছে ইন্দোনেশিয়া থেকে। ৩ মিলিয়ন টন আমদানি করা হবে যার মধ্যে ১.০৩ মিলিয়ন টন ইতিমধ্যেই আমদানি হয়ে গিয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে বারবার বন্যা হলেই ডিভিসিকে দোষারোপ করা হয় কিন্তু সেই দোষারোপে জল ঢেলে দিয়েছেন কর্মকর্তারা। তারা বলেন, ডিভিআরআরসি বাঁধ নিয়ন্ত্রণ করে যার মধ্যে সদস্য হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ এবং ঝাড়খন্ডের সেচদফতরের চিফ ইঞ্জিনিয়ররা থাকেন। তাদের সাথে আলোচনা করে জল ছাড়ার বিষয় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ড্রেজিংয়ের প্রসঙ্গ ওঠায় তারা সাফ জানিয়ে দেয় সেন্ট্রাল ওয়াটার কমিশন ২০১২ সালের এক রিপোর্টে জানিয়ে দিয়েছিল, মূল মাঠ গুলির ড্রেজিং সম্ভব নয়। সে কারণে দামোদর নদীর উপরিভাগে প্রায় ১৭ হাজার চেক ড্যাম তৈরি করা হয়েছে যা পলি আটকাতে সাহায্য করে এবং মূল বাঁধে আস্তরণ কম পড়ে। এছাড়াও যে শাখাগুলি আছে সেগুলি ড্রেজিংয়ের দায়িত্ব দুই সরকারের কাঁধে। যদিও তারা খুবই সুন্দরভাবে ড্রেজিং করে।

এ বছরের বর্ষার হাল অত্যন্ত খারাপ। অনাবৃষ্টির কারণে চাষিদের মাথায় পড়েছে হাত। বর্ধমান সংলগ্ন এলাকায় খারিফ রোপণের সময় চলে এসেছে কাছে। কিন্তু জলের অভাব। তাই প্রশাসন দ্বারস্থ হয়েছিল ডিভিসির কাছে এবং ডিভিসি ২২ থেকে ৩০ জুলাই পর্যন্ত ৭ হাজার একর ফিট জল ছাড়বে পাঞ্চেৎ এবং মাইথন বাঁধ থেকে সেই জলেই চাষের কাজ হবে বর্ধমান, হুগলি সহ বিভিন্ন এলাকায়।

ডিভিসি বহু কিছুর মধ্যেও পর্যটন কেন্দ্রে তাদের ব্যবসা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা নিচ্ছে। ব্যবসা বৃদ্ধির সাথে সাথে সামাজিক ভাবেও তারা মানুষের পাশে থাকার অঙ্গিকার নিয়েছে। সব মিলিয়ে গত বছর তাদের ৩০২ কোটি মুনাফা হয়েছে।

বুস্টার ডোজ পুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে

নিজস্ব প্রতিনিধি : পুর স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে বিনামূল্যে কোভিডের বুস্টার ডোজ গত ১৫ জুন থেকে দেওয়া শুরু হল। হিসাব মতো আগামী ৭৫ দিন অর্থাৎ ২৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই বিনামূল্যে বুস্টার ডোজ দেওয়ার কাজ চলবে। পুর স্বাস্থ্য দফতরের প্রেস রিলিজ সূত্রের খবর, এবার ৯২ আপার প্রাইমারি হেল্থ সেন্টার ও ৬ মেগা সেন্টার থেকে কোভিশিল্ডের বুস্টার ডোজ দেওয়া হবে। কোভ্যাক্সিনের বুস্টার ডোজ দেওয়া হবে ৩৪ টি আপার প্রাইমারি হেল্থ সেন্টার ও একটি মেগা সেন্টার থেকে। কোর্বিভ্যাক্সের নিয়মিত ভ্যাকসিনেশন দেওয়া হবে ১৬ টি আপার প্রাইমারি হেল্থ সেন্টার ও একটি মেগা সেন্টার থেকে। মোট ১৫০টি সেন্টার থেকে আজ থেকে কোভিড ভ্যাকসিনেশন চলছে। পুর তথ্য অনুযায়ী আগামী ২৮ সেপ্টেম্বরের মধ্যে ১৮ বছরের উর্ধ্বে ৬০ বছরের নিম্নের ৪০ লক্ষ ৩৭ হাজার ০৩২ জনকে কোভিশিল্ডের বুস্টার ডোজ এবং ৬ লক্ষ ৫৪ হাজার ৯০৬ জনকে কোভ্যাক্সিনের বুস্টার ডোজ দেওয়া হবে। আর ১২ থেকে ১৮ বছর বয়সের ছাত্রছাত্রীদের কোর্বিভ্যাক্সের প্রথম ডোজ দেওয়া হবে। পুর স্বাস্থ্য দফতরের মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষ বলেন, কলকাতার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ বুস্টার ডোজ নেননি। সেজন্যই প্রতিষেধক প্রদানের কেন্দ্র বাড়ানো হয়েছে। প্রয়োজনে আরও সেন্টার বাড়ানো যেতে পারে। আর কলকাতায় বুস্টার ডোজ বিপুল সংখ্যায় মজুতও রয়েছে। ভিড় বাড়লে কমিউনিটি হলে বুস্টার ডোজ দেওয়া হবে। কলকাতার মোট ৪৬ লক্ষ ৯১ হাজার ৯৩৮ জনকে বুস্টার ডোজ আগামী ২৮ সেপ্টেম্বরের মধ্যে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।

রুবি থেকে রবি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড় রুবি ক্রসিংয়ের এবার ২৩ জুলাই থেকে নতুন নামকরণ হচ্ছে বিখ্যাত বাঙালি কবি নোবেল বিজয়ী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামানুসারে রবি ঠাকুর মোড়। ১৫ জুলাই কলকাতা পুরসভার 'রোড রিনেমিং অ্যাডভাইজরি কমিটি'র নবম বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। প্রসঙ্গত, চলতি বাংলা বছরের ২৫ বৈশাখ রুবি মোড়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্ণাবয়ব মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেছিলেন কলকাতা পুরসভার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। সেই ৯ মে'তে স্থানীয় ১২ নম্বর বরোর অধ্যক্ষ সুশান্ত কুমার ঘোষ ওই মোড়ের নতুন নামকরণের জন্য মহানাগরিকের কাছে আবেদন জানান। সেই আবেদন এদিন পূর্ণতা লাভ করে। সুশান্তবাবু বলেন, আগামী ২২ শ্রাবণ কবিগুরুর মৃত্যু দিনে এই এলাকার সমস্ত বাস এবং অটোর রুবি মোড়ের পরিবর্তে রবি ঠাকুর মোড় বলে লেখা হবে। সেদিন ওখানে একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। যদিও এই নয়া নামকরণ নিয়ে স্থানীয় মহান গায়ক কিশোর কুমার ফ্যান ক্লাবের সদস্যরা বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় জানিয়েছেন তামাম কলকাতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে নানান কিছু রয়েছে। কিন্তু ভারতশ্রেষ্ঠ মহান গায়কের নামে এই বিরাট কলকাতায় কিছুই নেই। কেবল টালিগঞ্জে ছোট্ট একটি আইল্যান্ড। কিশোরকণ্ঠী গৌতম ঘোষের উদ্যোগে তৈরি হয়েছে। আমরা কেবল এই একটি স্থানীয় রুবি মোড়ের নামকরণ কিশোর কুমার নামে নামাঙ্কিত করতে উদ্যোগী হয়েছিলাম। কিন্তু সে আশা আজ অধরা রইলো। স্থানীয় মেট্রোরেল স্টেশনটি কিশোর কুমারের নামে করার আশাও ব্যর্থ।

লেন্স বার্তা

ডাকঘর থেকে বেহালা চৌরাস্তা যাওয়ার পথে শকুন্তলা পার্কের কাছে বেহাল অবস্থা রাস্তার। বীরেন রায় রোড ১২৭ এবং ১২৮ কলকাতা কর্পোরেশন এর মধ্যে পড়ে দীর্ঘদিন ধরে বেহাল এই রাস্তা। এতে অনেক দুর্ঘটনাও ঘটছে। প্রশাসন উদাসীন। ছবি – অরুণ লোধ

বর্জ্য পৃথকীকরণে মহেশতলা পুরসভার নবতম উদ্যোগ 'পাড়া বৈঠকে' বর্জ্য সংক্রান্ত সচেতনতার বার্তা।

রাস্তা সারাইয়ের কাজ চলছে, জোকার কাছে, সাথে বৃষ্টি।

অপেক্ষা, বৈকালিক বৃষ্টিতে খালি লেক –এর রাস্তা।

ভিক্ষুকের শ্রাবণ মাসের শিব ভক্তি। ছবি : অভিজিৎ কর

এখানে ওখানে

আজও মনুষ্য দৃষ্টির আড়ালে লথিয়ান

দক্ষিণের সুন্দরবন এলাকার বিচ্ছিন্ন এবং জনমানব শূন্য দ্বীপ লথিয়ান দ্বীপ, প্রায় ৬৪ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে রয়েছে এই দ্বীপ। মূলত এই দ্বীপে কোনও মানুষের প্রবেশ নিষেধ। তার কারণ একটাই, সুন্দরবনের বন্যপ্রাণকে সংরক্ষণ করা। ভগবতপুর রেঞ্জের এই লথিয়ান দ্বীপেই সুন্দরবন এলাকা সহ দক্ষিণবঙ্গ থেকে উদ্ধার হওয়া সমস্ত বিষধর সাপগুলি ছাড়া হয়ে থাকে। বন মহৎসবের শেষ দিনে বুধবার সকাল থেকে যৌথ টহলদারিতে লথিয়ান দ্বীপ পরিদর্শনে বার হন ভাগতবপুর রেঞ্জ অফিসার তন্ময় চ্যাটার্জি, ডেপুটি রেঞ্জার অরূপ মাইতি ও অন্যান্য আধিকারিকরা।

উল্লেখ্য, সরকারি ঘোষণা মতো গত ১৪ জুলাই থেকে ২০ জুলাই বন মহোৎসব হয়, শেষ দিনেই লথিয়ানের জীব জন্তু নিরাপদে আছে কিনা এবং কোনও ম্যানগ্রোভ ধ্বংস হচ্ছে কিনা তা দেখাই ছিল উদ্দেশ্য। বনদপ্তর সূত্রে খবর, এই লথিয়ান দ্বীপ সেজে আছে বিষধর কোবরা, কালাজ, চন্দ্রবোড়া থেকে শুরু করে একাধিক বিষধর সাপ। রয়েছে গোল্ডেন শেয়াল। পাশাপাশি দেখা যায় বিভিন্ন রং এর মাছরাঙা। আর সেই সমস্ত সুন্দরবনের বন্যপ্রাণকে সংরক্ষণ করতেই কঠোরভাবে এই দ্বীপে মানুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছে এই দ্বীপে। পাশাপাশি গোটা সুন্দরবনকে রক্ষা করতে নতুন ম্যানগ্রোভ গাছ রোপণ করা হয়। এভাবেই সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্যকে বাঁচাতেই এই লথিয়ানকেই মনুষ্য দৃষ্টির আড়ালে রেখেছে বনদপ্তর।

ক্যাপাসিটি বিল্ডিং কর্মসূচি

গত ২২ জুলাই বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্রের উদ্যোগে এবং ইউনিসেফের সহযোগিতায় ডিস্ট্রিক্ট লেবেল ক্যাপাসিটি বিল্ডিং কর্মসূচি হল সংস্থার দফতরে। মূলত জেন্ডার বেসড ভায়োলেন্সের কারণে সমাজে মহিলারা কিভাবে বিপন্ন হয় এবং সেই সমস্যার প্রতিকার কিভাবে করা যায় সে বিষয় নিয়ে একটি সেমিনার হয়। বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্রের ডেপুটি ডিরেক্টর ডাঃ রজত শুভ্র নস্কর বলেন, খুব ছোটবেলা থেকে শিশুদের যথার্থ শিক্ষা দিতে হবে। যাতে করে ভবিষ্যতে তাদের মূল্যবোধের বিকাশ হয়। কু অভ্যাস ত্যাগ করলে সমাজ সুন্দর ও সার্থক হয়ে ওঠে। সংস্থার প্রশিক্ষক কামিনী কুমার গুছাইত সামাজিক নানা কুপ্রথার বিরুদ্ধে

সেমিনারে উপস্থিত প্রতিনিধিদের সচেতন করেন। প্রায় ৫০ জন প্রতিনিধি এই সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডঃ প্রণব কুমার রাজ, দুলাল দাস, সুশান্ত পাল এবং বারুইপুর যুব কেন্দ্রের হিসাবরক্ষক কপিল কুমার। সেমিনারের পর বারুইপুর কাছারি বাজারে একটি সমাজ সচেতনামূলক পথ নাটিকা অনুষ্ঠিত হয়।

স্কুলে ভেষজ গাছ ও সবজির বাগান

এক টুকরো ছোট্ট জায়গায় প্রাথমিক বিদ্যালয়। সেই বিদ্যালয়েই প্রতিদিন শতাধিক খুদে শিক্ষার্থীদের আনাগোনা। এই সব শিশুশিক্ষার্থীদের শিশু মনে বিভিন্ন গাছ নিয়ে আগ্রহ বাড়াতে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক তাপস মণ্ডলে ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এক অভিনব উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। স্কুলের মধ্যেই তৈরি হয়েছে একটি হরেকরকম সবজির বাগান ও ভেষজ উদ্ভিদের বাগান। কী গাছ নেই সেই বাগানে। রয়েছে ভেষজ গাছ, ফুলের গাছ,ফলের গাছ থেকে শুরু করে নানা ধরনের সবজির গাছ। বিষয়টি বাইরে থেকে বোঝা না গেলেও স্কুলের ভেতরে ঢুকে ছোট্ট এই বাগান দেখলে অবাক হতেই হবে। আর মনও ভরে যাবে। স্কুলের মধ্যে এই অভিনব বাগান রয়েছে সাগরে রুদ্র নগর গ্রামের চৌরঙ্গী অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। বিদ্যালয়ে এখন পড়ুয়ার সংখ্যা রয়েছে ১৮৭জন। আর তাদের জন্যই তৈরি হয়েছে এই বাগান।

বাগানের কিছু বিশেষত্ব ও রয়েছে। যেমন ফেলে দেওয়া প্লাস্টিকের বালতি, গামলা, বোতল, পাইপ এমনকি ব্যবহার করা কন্টেনারেও বসেছে গাছ। জায়গার অভাবে ফলের ক্যারেটে ও লাগানো হয়েছে বিভিন্ন সবজি ও ভেষজ গাছ। বিদ্যালয়ের তরফে তাপস মণ্ডল জানালেন, দীর্ঘ লকডাউনে শিশুরা স্কুলে আসতে পারেনি। তারা ঘরে বসে থেকেছে। ফলে তাদের এক ঘেয়েমি এসে গেছে। তাই স্কুলে এসে তারা যাতে একটু সবুজের পরশ পায়, তার জন্যই এই বাগান তৈরি করা হয়েছে বিদ্যালয়ের শিশু সংসদ এর সহযোগিতায়। বাগানে ভেষজ গাছ তুলসী, বাসক, কালমেঘ, চিরতা, পুদিনা, পাথর কুচি, অ্যালোভেরা, ব্রাহ্মী, থানকুনি, কলমি, কুলেখাঁড়া, রাম আদা, অর্জুন, নিম প্রভৃতি যেমন রাখা আছে, তেমনই হরেকরকম সবজি পাংলশাক, পুঁই শাক, নটেশাক, কুমড়ো, ঝিঙে, সজনে, লাউ, বেগুন, ঢেড়স, উচ্ছে, আদা, কচু, ওল, বরবটি প্রভৃতি রয়েছে। ফুলের গাছের মধ্যে রয়েছে জবা, গাঁদা, রজনীগন্ধা, অপরাজিতা, গন্ধরাজ, টগর, কামিনী প্রভৃতি। পাশাপাশি পেয়ারা, নারকেল, সবেদা, পেঁপে, লেবু, চালতা প্রভৃতি ফলের গাছও রয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় হল, ছোট্ট ছোট্ট পড়ুয়ারা এই ক'দিন স্কুলে এসে ওই বাগান দেখেছে, গাছ চিনতে শিখেছে, কিন্তু কেউই গাছে হাত দেয়নি কিংবা গাছ নষ্ট করেনি। শিশু পড়ুয়া ও তাদের অভিভাবকরা বেশ উপভোগ করছে এই ছোট্ট বাগানখানি। আরো একটি বিশেষত্ব হলো এই বাগানে স্কুলের শিশু সংসদের তৈরি আনাচের খোসাকে পচিয়ে জৈব সার এই বাগানে গাছেদের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

বিনা ওষুধে রোগ সারান

কুচকি ব্যথা

চলাফেরার দোষে কিংবা ভারী বস্তু নামানো ওঠানো করতে গিয়ে অনেকেই অনেক সময় কুচকীতে চোট পান। কুচকী ব্যথা সারাতে হলে বগলে টিপুন। যদি বাঁ দিকে ব্যথা হয় তবে বাম দিকের বগল, আর ডান দিকে হলে ডান দিকের বগলে চাপ দিন। বগলের নানা প্রান্তে হাল্কা চাপ দিতে দিতে ব্যথা খুঁজুন। যে ব্যথাটা বেশি মনে হবে সেখানে আলতো করে চাপ দিতে থাকুন। কুচকির ব্যথা পালিয়ে যাবে।

ঘুমের সাধনা

রাতের ঘুম নিয়ে অনেকেই বিব্রত হয়ে ঘুম পাড়ানী বড়ি খান, এটা বিষ তুল্য। প্রাকৃতিক ঘুমের বড়ি ব্যবহার করলে শরীরের পক্ষে ভাল। প্রথমত ঘুমোতে যাবার আগে দু পায়ের দুই গোড়ালী ভাল করে জল দিয়ে ধুয়ে নিন। এর পর নাভি ও ঘাড় জল দিয়ে ভেজান। সম্ভব হলে গোটা মাথাটাই ধুয়ে ফেলুন। এরপর কিছুক্ষণ বজ্রাসন করুন। বজ্রাসনের পর চিৎ হয়ে শুয়ে ডান হাতের বাঁ হাতে এবং বাঁ হাতের আঙুল খাঁজে খাঁজে ঢুকিয়ে দিন। এই আঙুলগুলি দিয়ে হাতের দুপাড়ে পর্যায় ক্রমে চাপ দিতে থাকুন। চাপটা হবে আঙুলের খাঁজের গর্তে। ডান হাত দিয়ে বাম আঙুলে আবার বাম আঙুল দিয়ে ডান দিকে ক্রমান্বয়ে চাপ দিতে থাকুন। এরপর একবার বাঁ পাশে, পরে ডান পাশে গড়াগড়ি খান। এরপর আরামদায়ক অংশে নিদ্রা নিন।

এতেও যদি ভাল উপায় না পান তবে হাত দুটি নমস্কারের ভঙ্গিতে জোড়া করে বুকের ঠিক মাঝখানে চেপে ধরে রাখুন। এর সাথে বুড়ো আঙুলের ডগা আর তর্জনীর ডগা একে অপরের দিকে আলতো করে চেপে থাকুন।

আরও একটি পদ্ধতি হল শবাসন। তবে শবাসন সবচেয়ে সহজ হলেও খুব কঠিন মনঃসংযোগ নিয়ে, কারণ শবাসনের সময় সমস্ত ভাল মন্দ চিন্তা ভাবনা ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে হবে। সহজ পাচ্য খাবার রাতে অল্প পরিমাণে খাওয়া দরকার।

যদি বাড়িতে ভালমতো রোদ্দুর পাওয়া যায় তবে রোদের আলো দিয়ে ঘুমের ওষুধ বানান। ওষুধের কারবারীরা ওষুধের বিনিময়ে পয়সা চাইবে। সূর্যদেব তা চাইবেন না। কাজেই অকাতরে সূর্যের আলো দিয়ে ওষুধ বানান। সূর্যের সাতটা রঙের মধ্য থেকে সবুজ আলোটা ছিনিয়ে নিয়ে জলে গুলে খান এতে ভাল ঘুম হবে। সম্পূর্ণ সবুজ রঙের পোশাক পড়ুন। ঘুম ভালো হবে। চেষ্টা করবেন দিনে নানা কাজকর্মের সাথে যুক্ত থেকে না ঘুমানোর তাহলে রাতের ঘুম রাতে হবে। শরীর ও মন ভাল হবে।

দুর্গাদাস সরকার

মাঙ্গলিকী

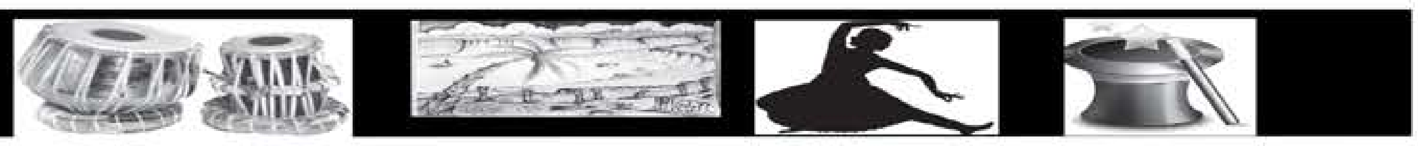

বিজয়গড় মনপ্রাণের বাৎসরিক অনুষ্ঠান

কৃষ্ণচন্দ্র দে

বিগত ২৭ জুন ২০২২ বিজয়গড় মনপ্রাণ-এর বাৎসরিক অনুষ্ঠান হয়ে গেল নাট্য আকাদেমির তৃপ্তি মিত্র সভাগৃহে। অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন নাট্য সমালোচক রঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায় এবং সুরঞ্জনা দাশগুপ্ত। দলের প্রাণপুরুষ বিমান ব্যানার্জী অতিথিদের বরণ করে নিলেন। এরপরে মনপ্রাণ-এর পকেট পত্রিকা 'নাটকের কাগজ' প্রকাশ করলেন সুরঞ্জনাদি। পত্রিকায় লিখেছেন প্রবীর গুহ (সহজিয়া থিয়েটার), রঞ্জনদা লিখেছেন ফ্যাসিবাদ ও বাংলা নাটক, একান্ত নাট্য চিন্তা লিখেছেন বিমান স্বয়ং, এগিয়ে চলুক লিখেছেন পরান বন্দ্যোপাধ্যায়, কিছু কথা লিখেছেন সৌমিত্র বসু। এছাড়া বিজয়গড় মনপ্রাণ সম্বন্ধে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত কিছু প্রতিবেদন। কবিতা লিখেছেন অতুল বর্মন। সঞ্চালক ছিলেন স্বাগতা সেন। অনুষ্ঠানের প্রথম বক্তা রঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায় বললেন প্রায় দুই বছর অতিমারির কারণে বিমান প্রায় কিছুই করতে পারেনি। এটা বিমানকে অনেক কষ্ট দিয়েছে। আজকের এই অনুষ্ঠান আমার কাছে যেন রবিশংকরের সেতার বা আমজাদের সরোদ। বিমানের কাজ কর্মে আমার খুব যোগাযোগ থাকে। বিমান স্বপ্ন দেখার ছেলে। ওর স্বপ্ন হয়তো এখনো পুরণ হয়নি, অবশ্য স্বপ্ন পুরণ কারো হয় না। পড়ে গেলেও আবার উঠে দাঁড়ায়। বিমান কোনও গ্রান্ট পায় না। ওর দরকারও হয়নি। অনুদানের অভাবে অনেক দলের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে, এটা মানা যায় না। ইডিওলজির বিরুদ্ধে গিয়ে গ্রান্ট নেওয়া উচিত নয়। মনে রাখতে হবে গ্রান্ট কোন ভিক্ষা নয়, এটা আমাদের অধিকার। আমাদেরই করের টাকায় গ্রান্ট দেওয়া হয়।

মধ্যমগ্রামের একটি নাট্য উৎসবে গিয়ে যে প্রাণের স্পন্দন পেয়েছি, এবং সাধারণ মানুষের ইনভলমেন্ট দেখে আশ্চর্য বনে গিয়েছি। বর্তমানে কোন কোন দল গ্রান্ট নিয়ে ব্যক্তিগত কাজে লাগাচ্ছে, এটা ঘোরতর অন্যায়। কেউ কেউ ধরাও পড়েছে। এটা বন্ধ হওয়া দরকার। ইতিহাস বা সময় আমাদের ক্ষমা করবে না। ১২ বছর ধরে বিমান যে কাজগুলি করতে চেয়েছে আপনারা ওর সঙ্গে একটু থাকুন। থিয়েটারের নানা দিকে ও কাজ করে চলেছে। বার বছর বর্ষপূর্তি উৎসবে সাফল্য কামনা করছি।

সুরঞ্জনাদি বললেন,- বিজয়গড় মনপ্রাণকে আমার শুভেচ্ছা জানাই। আমি প্রায় ৪২ বছর ধরে কাজ করে চলেছি। আমি অনেক জুনিয়র নির্দেশকের

নাটক

সাথেও কাজ করেছি। আমার একটা অস্বস্তিকর ব্যাপার আছে। আমি নিজেকে নাটক বা থিয়েটারের রাধুনী বলে মনে করি। আমরা দিন বদলের আশায় মতাদর্শ বুকে নিয়ে নাটক করেছি। ভাবি প্রজন্মের কাছে সময় আরও ভয়ঙ্কর হ যাচ্ছে। সমাজ বদলের ব্যাপারটিতে জল ঢালা হয়ে গিয়েছে। একটা পুঁজিবাদ এসে আমাদের গ্রাস করে নিচ্ছে। গোটা পৃথিবীটাই পুঁজিবাদে একরকম ঘেরাও হয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ করে থিয়েটার কোন বিপ্লব করতে পারবে না।

আমরা এখন ওয়েব সিরিজ দেখছি। একরকম অ্যাডিক্ট হয়ে গিয়েছি। এটার ভাল খারাপ দুটো দিকই আছে। অপেশাদার থিয়েটারের সঙ্গে লড়াই করে গ্রুপ থিয়েটার জিতে গিয়েছে। প্রতিবাদের ভাষা এক সাথে বল এক সাথে ভাব। প্রলোভনে পড়ো না। দাসত্ব থেকে এটা একটা মুক্তির উপায়। বিভিন্ন ওয়ার্কশপে গিয়ে বার বার ওই কথাগুলিই বলি। ওদের রেপ টেপের বিরুদ্ধে কথা শুনে আমি একেবারে চমকে গিয়েছি। কি অসাধারণ সম্ভাবনাময় বক্তব্য গুছিয়ে বললো। মাধব মালঞ্চী কইন্যার কথা শুনে অনেক ঋদ্ধ হওয়া গেল। এরপর নৃত্যানুষ্ঠান। ভারতনাট্যম পরিবেশন করলেন তৃষা চক্রবর্তী।

দ্বিতীয় উপস্থাপনা গান। শিল্পী সুস্মিতা বিশ্বাস। খুব ভাল গাইলেন। যদি আকাশের গায়ে কান না পাতি তোমার কথা শুনতে পাব না, যদি বাতাসকে আমি ছুঁয়ে না দেখি তোমার শরীর স্পর্শ পাব না। খুব সুন্দর ও মার্জিত পরিবেশন। এরপর দেখলাম মুকাভিনয়। শিল্পী সুব্রত দাস। শিল্পীর উপস্থাপনা বেলুনওয়ালা বেশ ভাল লাগলো। পাঁচ মিনিট বিরতির পর শুরু হল নাটক 'সেতুবন্ধন'। রচনা সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় নির্দেশনা বিমান ব্যানার্জী। অভিনয়ে দিয়া, সমীরণ ও বিমান স্বয়ং।

কাহিনীর বিন্যাসে আমরা পাই মধ্যরাতে একটি পরিত্যক্ত ব্রিজে নীলাক্ত অপেক্ষা করছে মাফিয়া মুনিয়া ভাইয়ের জন্য। ঠিক ওই সময় এক মহিলা ব্রিজ থেকে আত্মহত্যা করতে ঝাঁপ দিতে যায়। নীলাক্ত তাকে বাঁধা দেয় এবং বাঁচায়। নীলাক্ত এই আত্মহত্যার কারণ জিজ্ঞাসা করে। মেয়েটি তা কিছুতেই বলতে চায় না। এমন সময় মুনিয়া ভাইয়ের বাইকের আওয়াজ শোনা যায়। মেয়েটিকে নীলাক্ত একটু অন্তরালে পাঠিয়ে দেয়। তারপর সমস্ত বেআইনি মাল মুনিয়া ভাইকে বুঝিয়ে দিয়ে নীলাক্ত এই কলঙ্কিত জীবন থেকে মুক্তি চায়। বহু বাক বিতন্ডার পর মুনিয়া ভাই নীলাক্তকে মুক্তি দেয়। ঐন্দ্রিলা আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে। ঐন্দ্রিলা বিস্ময়ে কিছুটা হতবাক। অবশেষে সে জানায় তার আত্মহত্যা করতে যাওয়ার কারণ। অন্যায়ভাবে পরীক্ষা করে ঐন্দ্রিলার স্বামী সহ পরিবার জানতে পারে ঐন্দ্রিলার গর্ভে কন্যা ভ্রূণ। তাই তারা সকলে মিলে কন্যা সন্তানকে পৃথিবীর আলো দেখতে দেয় না। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঐন্দ্রিলাকে অজ্ঞান করে অ্যাবর্ট করায়। নীলাক্ত তাকে এই কন্যা ভ্রূণ হত্যার বিরুদ্ধে সোচ্চারে প্রতিবাদী হয়ে উঠতে সাহস যোগায়। ঐন্দ্রিলা শপথ নেয় আত্মহত্যা নয় সে প্রতিবাদীই হবে এই কুপ্রথার বিরুদ্ধে। এখানেই নাটক শেষ হয়। অভিনয়ে দিয়া ভাল বিমানও মোটামুটি বেশ তবে সমীরণের অনবদ্য অভিনয় আমার মনে থাকবে।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুচারুভাবে সম্পন্ন হল। একটি ভাল অনুষ্ঠান দেখে আমরা বাড়ি ফিরে গেলাম। বিমানকে জানাই উষ্ণ অভিনন্দন।

মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের আলোচনাসভা

উজ্জ্বল সরদার

গত ১৯ জুলাই ২০২২, ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগের বিশেষ আলোচনা সভায় বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইউনিভার্সিটি অফ সেন্ট অ্যান্ডিউসের মিলিন্দ ব্যানার্জি ও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক শুভাত্রী দাশগুপ্ত। মিলিন্দ ব্যানার্জি সাম্প্রতিককালে দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাস চর্চায় বিশেষ অবদান রেখেছেন, তিনি রয়্যাল হিস্টোরিক্যাল সোসাইটির বিশিষ্ট গবেষক, তিনিই বৈষয়িক চিন্তনের ইতিহাস চর্চার পথিকৃৎ। তাঁর আলোচনার বিষয় ছিল ধনতান্ত্রিক যুগের বিরুদ্ধে লোকায়ত সমাজ থেকে বহু প্রজাতি 'গণতন্ত্রের দিকে'। এই আলোচনায় উঠে এলো বর্তমান সময়ের এই প্রজাতি বিলুপ্তির যুগে পুঁজিবাদ বা ধনতন্ত্রের জন্য পৃথিবীর পরিবেশ যে বিপন্ন তাতে মানুষের দানবিক প্রভাবই

স্পষ্ট ফুটে উঠছে। অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ও উন্নয়ন যে সবসময় জরুরি নয় তাতেই পৃথিবী সংকটে পড়ছে বারংবার তা আজ প্রমাণিত। তিনি তাঁর বক্তব্যে স্পষ্টভাবে জানান যে পৃথিবীতে মানুষের সাথে নদী, পাহাড়, বন, পশুপাখি সকলের গভীর যোগাযোগ আছে ঠিকই তবে মানুষের এই একক ক্ষমতা প্রয়োগের বিরুদ্ধ শক্তিও দানা বেঁধে উঠছে। যাতে মাঝে মধ্যেই মানুষ প্রকৃতির রোষানলে পড়ছে। মানুষ ছাড়াও অন্যান্য প্রাণীকুল যে জোটবদ্ধ হতে পারে তাও স্বীকার করতেই হবে। নিউজিল্যান্ড, বলিভিয়া, ইকুয়েডর, পেরু থেকে সুন্দরবন এমন সব জায়গায় মানুষ প্রকৃতির সম্পর্ক, আরাধনা সবই প্রকৃতি সংরক্ষণের এক একটি পন্থা বলা চলে। তাঁর আলোচনায় চণ্ডীমঙ্গল, রায়মঙ্গল, গাজী পীরের কথা যেমন উঠে এসেছে তেমনি এই বিষয় সংক্রান্ত তাত্ত্বিক আলোচনার পাশাপাশি বাস্তবতাও বাদ যায়নি। এই আলোচনা সভার দ্বিতীয় বক্তব্য রাখেন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক শুভাত্রী দাশগুপ্ত। তাঁর বক্তব্যের বিষয় ছিল ঔপনিবেশিক যুগে হিন্দু বিবাহ সংক্রান্ত নানা আইন ও পুঁজির কী মিল বা সম্পর্ক তা নিয়ে। এই আলোচনায় ঔপনিবেশিক সময়ে গার্হস্থ শ্রম, মহিলাদের জীবনযাপন তথা পুঁজিবাদের ওপর বিস্তৃত আলোচনা হয়। উল্লেখ্য এই আলোচনা সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক, ছাত্রী, অধ্যাপিকাদের উপস্থিতি ছিল নজরকাড়া। এই আলোচনাসভা সংগঠিত করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অনিন্দিতা ঘোষাল ও বরিষ্ঠ অধ্যাপিকা অপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সক্রিয়তা ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অনুষ্ঠানের উদ্যোগী বিভাগের পক্ষ থেকে জানানো হয় ছাত্রীদেরকে পাঠ্যপুস্তক নির্ভর পঠনপাঠনের পাশাপাশি সমাজ সংস্কৃতি বিষয়ে বিশেষ ওয়াকিবহাল করতে ও সমাজ বিজ্ঞান চর্চায় গবেষণার প্রসার ঘটাতে আগামী দিনে এমন উদ্যোগ আরও বেশি বেশি করে সংগঠিত করা হবে।

ম্যানগ্রোভ রোপণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : অরণ্য সপ্তাহ উপলক্ষ্যে চলছে বনমহোৎসব। বিভিন্ন জায়গায় বৃক্ষ রোপণ এর মধ্য দিয়ে পালিত

হচ্ছে বনমহোৎসব। সুন্দরবনের গোসাবা ব্লকের সুন্দরবন উপকূল থানার উদ্যোগে বুধবার সকালে পালিত হল বনমহোৎসব। এদিন সুন্দরবন উপকূল থানার উদ্যোগে স্থানীয় মঙ্গলচন্দ্র বিদ্যাপীঠ এর ছাত্র-ছাত্রী, দুর্গাবাহিনির মহিলারা বনমহোৎসবে যোগ দেয়। সুন্দরবনকে রক্ষার জন্য অঙ্গীকার বদ্ধ হয়ে প্রায় দু-কিলোমিটার পথ পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। পদযাত্রার মাধ্যমে এলাকার সাধারণ মানুষকে সচেতন করা হয়। পদযাত্রা শেষে বদনবাবু খেয়াঘাট সংলগ্ন নদীর চরে কয়েকশো ম্যানগ্রোভ চারাগাছ রোপন করা হয়।

এদিন বনমহোৎসব অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সুন্দরবন উপকূল থানার ওসি প্রশান্ত দাস, এসআই মিজানুর রহমান সরদার, ছোট মোল্লাখালি পঞ্চায়েত উপপ্রধান তারক ঘরামী সহ অন্যান্যরা।

ঘোষণা

আগামী ২৯ জুলাই সব পেয়েছি আসরের ৭৮তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপিত হবে আসরের সকল কেন্দ্রে। সকাল ১১টায় প্রতিষ্ঠাতা স্বপনবুড়োর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ নিবেদন করা হবে শ্যামবাজারের জগৎ মুখার্জী পার্কে। এছাড়াও মূল কেন্দ্রে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে বিকাল ৫টা থেকে। ৩১ জুলাই বিকাল ৫টায় কেন্দ্রীয় শিশু ভবনে 'ভয়েস অফ ওয়ার্ল্ড'- এর বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ভাইদের শিক্ষা সামগ্রী ও ফল বিতরণ করা হবে।

পাটজাত দ্রব্যের প্রশিক্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্লাস্টিক এ জর্জরিত সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকা। আগামীতে হয়তো সুন্দরবনকে প্লাস্টিক গিলে ফেলবে। যদিও প্লাস্টিক ব্যবহার নিয়ে সচেতনতা চলছে সর্বত্র। বেশকিছু জায়গায় প্লাস্টিক নিষিদ্ধ হলেও তার ব্যবহার রয়েছে অব্যাহত। প্লাস্টিককে দূরে সরিয়ে সুন্দরবনকে প্লাস্টিক মুক্ত করতে বিকল্প পথ খুঁজে উদ্যোগ গ্রহণ করলো একটি সংস্থা। মূলত দেশীয় পাটজাত দ্রব্যের উপর জোর দিয়েছেন সংস্থাটি। পাট দিয়ে তৈরি বিভিন্ন নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র উৎপাদন করার জন্য ভাবনা চিন্তা নিয়েছে। এসবের পাশাপাশি এলাকার মহিলারাও যাতে করে আর্থিক ভাবে স্বনির্ভর হয় সেই উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি পাটজাত দ্রবের বিভিন্ন রকমারী নিত্য জিনিসপত্র তৈরির উদ্যোগ নিয়ে একটি প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়

ক্যানিংয়ে। সেখানে গ্রামের কুড়িজন মহিলা বিনা ব্যয়ে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। সংস্থাটির সাথে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সংস্থা আইসিএআর। মঙ্গলবার প্রশিক্ষণ শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। প্রশিক্ষণ চলবে আগামী ২৪ জুলাই পর্যন্ত।

সংস্থার এক কর্মকর্তার কথায় প্রাথমিক ভাবে আমরা ২০ জন মহিলাকে প্রশিক্ষিত করে নিত্য ব্যবহারিক সামগ্রী তৈরির পরিকল্পনা করেছি। যাতে করে প্লাস্টিক নির্মূল করা যায়। পাশাপাশি আগামী দিনে যাতে করে সমগ্র সুন্দরবন জুড়ে এই প্রকল্প চালু করা যায় তার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

সারস্বত নারী ব্যক্তিত্ব : প্রভাবতী দেবী সরস্বতী

অবশেষ দাস

বাঙালি নারীর জীবন-সংগ্রামের ইতিহাস পুণ্যতোয়া গঙ্গার মত প্রশস্ত। ত্যাগ-তিতিক্ষায় অগ্নিশুদ্ধ সেই ইতিহাস। দীর্ঘ তিনশ বছরের ইতিহাস পরিক্রমার মধ্যে দিয়ে নারী জীবন মন্থন করে যে অমৃত ও গরল উঠে এসেছে, তার ঈশাণ কোণে বসে গরলের কোনো অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি, কেবলই অমৃত পাওয়া গেছে। নারীর আদর্শ, দূরদৃষ্টি ও সহায়শক্তি বাংলার অমৃতকুম্ভকে কয়েক আলোকবর্ষ পথ দেখিয়েছে। নারীশক্তি কেবলমাত্র বাংলা নয়, গোটা ভারতবর্ষকে নতুন পথের সন্ধান দিয়েছে। পরবর্তী প্রজন্মকে নতুন সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য প্রাণিত করেছে। নারী জীবনের প্রথাগত ইতিহাস বদলে দিয়ে একদল বাঙালি নারী গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস রচনার উপাদান হয়ে উঠেছে। নারী কেবল রান্নাঘরের বাসিন্দা নয়, বংশরক্ষার গৃহপালিত কবচ নয়, সেও একজন পূর্ণসত্তাবহনকারী সচেতন মানুষ, সে আপন জ্ঞান ও সচেতন নিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে বারবার প্রমাণ করেছে। তার আত্মার জাগরণ সুদূর অতীত থেকে শুরু হলেও বাস্তবে তার প্রাণ প্রতিষ্ঠা অনেক বিলম্বে হয়েছে। রামায়ণ, মহাভারতে নারীর নবজাগরণের বৃত্তান্ত নিছক কাহিনি ছিল না। বরং সেই বৃত্তান্তের কক্ষপাত ধরে আধুনিক ভারতবর্ষে নারীজাগরণের ইতিহাস ক্রমশ আলোর দিকে এগিয়ে গেছে। নারী আপন হাতের তরবারিতে একের পর এক অচলায়তন ভেঙে দিয়েছে। বাঙালি নারী আত্মপ্রতিষ্ঠার ঐতিহ্যবাহী স্তম্ভ রচনা করেছে, স্বমহিমায়। বাঙালি নারীর এই উত্থান উল্কার বেগে হয়েছে, বলা যায় না। বরং সেই উত্থানের বিস্তীর্ণ পথে অজস্র প্রতিবন্ধকতা ছিল। আজও বাঙালি নারীর জীবন-সংগ্রাম অব্যাহত, নিরাপদ শূন্য।

এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা প্রয়োজন যে বৈদিক যুগে নারী ও পুরুষের মধ্যে অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে বৈষম্য ছিল না। জীবনের সব বিষয়ে নারীরা পুরুষের সঙ্গে সমানাধিকার ভোগ করেছে। এমনকি নারীর বেদ পাঠেরও অধিকার ছিল। জৈন ও বৌদ্ধ যুগে নারীদের সম্মান অক্ষুন্ন ছিল। নারীর মান-মর্যাদা ও অধিকারের চরম সীমা মধ্যযুগে লঙ্ঘিত হয়েছে। মধ্যযুগে শুধু নারী নয়, নারীর জীবন ইতিহাস ও অতীত অধ্যায় সম্পূর্ণ ম্লান হয়ে গেছে। নারী সবকিছু খুইয়ে পুরুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছার পঞ্জিকায় পরিণত হয়েছে, এই মধ্যযুগে। তাহলেও যুগে যুগে রাজনীতি, সাহিত্য, শিক্ষা ও ধর্ম সব বিষয়ে নারী আপন দক্ষতায় গরিয়ান হয়ে উঠেছে। মহাভারতের দ্রৌপদী কিংবা জনা, জৈনযুগে ভিক্ষুণী সংঘের নেত্রী চন্দনা, সুলতানী ইতিহাসের সাড়া জাগানো নারী ব্যক্তিত্ব রাজিয়া মুঘল আমলের ইতিহাসে পরম শ্রদ্ধেয়া রানী দুর্গাবতী ছাড়াও একাধিক নাম ইতিহাসের পাতায় সগৌরবে বীরাঙ্গনার স্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছে। তারপরেও ভারতীয় নারী জীবন সতীদাহ প্রথার অভিশপ্ত গ্রাস থেকে বেরিয়ে আসতে ব্যর্থ হয়েছে। জওহর প্রথা, পর্দা প্রথা, দেবদাসী প্রথা, বাল্যবিবাহ প্রথা ভারতীয় নারী জীবনকে ক্ষতবিক্ষত করেছে। বাঙালি নারী জীবন সেই অভিশপ্ত ইতিহাসের বাইরে পড়ে থাকেনি। বরং সেই অভিশাপ কয়েকশ বছর ধরে বাঙালি নারী জীবনকে কাঁটা বিছানো পথের ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে বাধ্য করেছে। জটিল দুর্বোধ্য চক্রব্যূহ অতিক্রম করে বাঙালি নারী জীবন সংগ্রামের ইতিহাসে যে বিজয় পতাকা উড়িয়েছে, তার স্বরলিপি সন্ধানে অনেকটা পথ পরিক্রমা করতে হয়। সেই পথ ধরে উঠে আসে, মহিয়সী বাঙালি নারীদের গৌরবগাথা। একটানা তিন শতাব্দী ধরে বিভিন্ন দিকে একাধিক নারী-ব্যক্তিত্ব নক্ষত্রের দীপ্তি নিয়ে হাজির হয়েছে। ইতিহাস অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁদের কথা লিখে রেখেছে। লিখে চলেছে, আজও। তাহলেও কখনও কখনও ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা অনেক নামের ওপর কেমন যেন বিস্মৃতির ধুলো পড়ে যায়। অনালোকিত অরণ্যময় দ্বীপে ইতিহাস প্রসিদ্ধ কত নাম যেন গা ঢাকা দেয়। ইতিহাস তাদের ভোলে না। কিন্তু ইতিহাসের ধারক-বাহকরা কেমন যেন কারও কারও প্রতি মৌনব্রত পালন করে থাকে। ইতিহাসের পাতায় জমে থাকা ধুলো সরিয়ে সেই আলোকিত নামগুলি লোকচক্ষুর সামনে এসে ধরা দিতে কেমন যেন ব্যর্থ হয়। বলাবাহুল্য, তেমনই একটি বিস্মৃতপ্রায় নাম প্রভাবতী দেবী সরস্বতী। শ্রেষ্ঠ ভারতীয় নারীর ইতিহাসে তিনি অসামান্য এক নারী ব্যক্তিত্ব। তাঁর জীবন ও সৃষ্টি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করবার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। চলমান সময়-প্রবাহে তাঁকে স্মরণ করবার যৌক্তিকতা যেমন রয়েছে, তাঁর সম্পর্কে দুকথা বলবার সামর্থ্য কুড়োবার জন্যেও বিশেষ গৌরববোধ রয়েছে।

প্রভাবতী দেবী সরস্বতী নাম মনে করতে পারার সামর্থ্য এই মুহূর্তে কাদের আছে তা নিশ্চিত করে বলা যাবে না। অথচ, তিনি নিজের সময়ে একজন স্বনামধন্য সাহিত্যিক ছিলেন। তাঁর বিপুল জনপ্রিয়তা ছিল ঈর্ষণীয়। অথচ কলেজ স্ট্রিট পাড়ায় গিয়ে অভিজাত প্রকাশকদের ঘরেও তাঁর একটি বইয়ের মুখ দেখতে পাওয়া দুষ্কর। তাঁর নাম বললে বই বিক্রেতারা মুখটা কাঁচুমাচু করে মুখের ওপর বলে দেবেন, ওই নামে কেউ নেই। কিংবা ওই একই ধরণের কোনো উত্তর পাওয়া যাবে। যা মোটেই সুখকর নয়। তাহলেও মরুদ্যানের মতো অকিঞ্চন প্রকাশকদের কাছে শেষপর্যন্ত তাঁকে পাওয়া যাবে বলে দৃঢ় বিশ্বাস। টিমটিমে আলোর মতো ভরসা জোগানোর দু-একজন এখনও টিকে আছে,যারা প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর দু-একটা বইয়ের সন্ধান দিতে পারে। তবে অভিজাত দেব সাহিত্য কুটির এখনও তাঁকে অনেকটা রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে।

প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর

পর্ব-১

প্রকৃত নাম প্রভাবতী বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ৫ মার্চ জন্মগ্রহণ করেন, আপন মাতুলালয়, উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার গোবরডাঙার খাঁটুরা গ্রামে। গভীর সাহিত্যানুরাগে আচ্ছন্ন পরিবারের প্রতিনিধি হিসেবে প্রভাবতী দেবী সাহিত্যচর্চায় গভীর উৎসাহ পেয়েছিলেন। আইনজীবী বাবা গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও মা সুশীলাবালা দেবী সবসময় সাহিত্যচর্চায় সন্তানদের উৎসাহ দিতেন। তিনি যেমন সুসাহিত্যিক তেমনি তাঁর বোন হাসিরাশি দেবী ছিলেন সুলেখিকা ও প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী। প্রথাগত শিক্ষালাভ নাহলেও ইংরাজি সাহিত্যের গভীর অনুরাগী বাবার কাছ থেকে তিনি ইংরাজি সাহিত্যের বিশেষ পাঠ গ্রহণ করেছিলেন। ইংরেজি কাব্যের রসাস্বাদন করে তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পাশাপাশি সাহিত্যের ভিন্ন ধারার ঘরানা সম্পর্কে বিশেষভাবে অবগত হয়েছিলেন। এই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে পাথেয় করে তাঁর সাহিত্যচর্চার জগৎ প্রশস্ত ও সমৃদ্ধ হয়েছিল বলে দাবি করা যায়। একেবারে বালিকা বয়সে গৈপুর গ্রামের বিভূতিভূষণ চৌধুরীর সঙ্গে তাঁকে সাতপাকে বাঁধা পড়তে হয়। তাঁর এই বিবাহ ছিল বাল্যবিবাহের নিষ্ঠুর ভবিতব্য। তাঁর বিবাহিত জীবন হাতেগোনা প্রহরের মত ক্ষুদ্র ছিল। মায়ের থেকে নিজের জীবনকে বিচ্ছিন্ন করতে তাঁর মন কখনও সায় দেয়নি। শ্বশুর বাড়ির বিরূপ মন্তব্য বালিকা প্রভাবতী মেনে নেননি। স্বেচ্ছায় তিনি বিবাহ বিচ্ছেদ যেন নিজের কপালে লিখে নেন। আর কখনও তিনি স্বামীর ঘরে ফিরে যাননি। তিনি যে লেখাপড়া করতে চাননি এমনটা নয়, কিন্তু বাবার কর্মসূত্রে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে তাঁদের পরিবার অবস্থান করেছে। ফলে কোথাও তিনি স্থায়ী হতে পারেননি। কখনও দিনাজপুর, কখনও বহরমপুর, কখনও বা লামডিং - এ তিনি জীবনের বহু মূল্যবান সময় কাটিয়েছেন। দিনাজপুরে পড়াশোনার জন্য প্রভাবতী স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন। কিন্তু চূড়ান্ত পর্বের পরীক্ষায় তাঁর আর উত্তীর্ণ হওয়া হল না। পাঁচবোন এক ভাইয়ের সংসারে সব প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করে লেখাপড়া করবার পূর্ণ তৃষ্ণা তাঁর মিটলো না। কিন্তু সেই আক্ষেপের ঘেরাটোপ অতিক্রম করে তিনি নিজেকে ঘষেমেজে গড়ে তুলেছেন। সকলের চোখের আড়ালে অন্তরের মধ্যে ঘুমিয়ে থাকা সুপ্ত প্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশে তিনি আত্মমগ্ন হয়েছেন। সাহিত্যচর্চায় পরিপূর্ণ মনোনিবেশ করেছেন। তিনি কাঙ্খিত লক্ষ্যে উত্তীর্ণ হয়েছেন। জীবনের শেষ চারদশক তিনি কাটিয়েছিলেন কলকাতা শহরে। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ১৪ মে গলব্লাডারের সমস্যাজনিত কারণে শয্যাশায়ী হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন, কলকাতার পাতিপুকুরে নিজ বাসভবনে।

সকলের চোখের আড়ালে সাহিত্যচর্চা জানাজানি হতে বিলম্ব হয়নি। সেজন্য তিনি যে ব্যঙ্গ ও কটূক্তির মুখোমুখি হয়েছিলেন তেমনটা নয়। বাবা ও মায়ের কাছ থেকে সবসময় তিনি প্রবল উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন। পাশাপাশি অনুরূপা দেবী, নিরুপমা দেবীর লেখাও ছিল তাঁর অনুপ্রেরণা। মাত্র এগারো বছর বয়সে 'তত্ত্বমঞ্জুরী' পত্রিকায় তাঁর প্রথম লেখা প্রকাশিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে নিয়ে লেখা একটি অসামান্য পদ্য 'গুরুবন্দনা'। তারপর একে একে বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁর অসামান্য সৃজন প্রতিভার চূড়ান্ত বিকাশ ঘটে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আকাশে প্রভাবতী দেবী সরস্বতী নামটি স্বর্ণাক্ষরে লেখা হয়ে যায়। বিপুল গ্রহণযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তা তিনি সমকালের পাঠকদের কাছে পেয়েছিলেন। 'অর্চনা' পত্রিকায় প্রকাশ পেয়েছিল, তাঁর প্রথম গল্প 'টমি'। মাত্র সতেরো বছর বয়সে তাঁর প্রথম উপন্যাস 'অম্বা'(১৯২২) প্রকাশ পায়। অত্যন্ত প্রশংসা ধন্য হয়। জলধর সেনের সম্পাদনায় 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় তাঁর প্রথম ধারাবাহিক উপন্যাস 'বিজিতা' (১৯২৩) প্রকাশিত হবার পর বাংলা সাহিত্য মহলে সাড়া পড়ে যায়। এই উপন্যাস অবলম্বনে বাংলা (ছায়াছবি : ভাঙাগড়া), হিন্দি (ছায়াছবি : ভাবি) ও মালায়লম (ছায়াছবি : কুলদেবম্) ভাষায় চলচ্চিত্র নির্মিত হয়।

রমাদেবীর আন্তরিকতা ও পৃষ্ঠপোষকতায় জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলে তাঁর যাতায়াত শুরু হয়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ গড়ে ওঠে। প্রভাবতী দেবী 'মাটির দেবতা' নামে যে উপন্যাসটি লিখেছিলেন, প্রত্যক্ষ ভাবে রবীন্দ্রনাথের প্রেরণা ও উৎসাহ ছিল বলে জানা যায়। পরবর্তীকালে প্রভাবতী দেবী সরস্বতী বোন হাসিরাশি দেবীকে ঠাকুরবাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গুণ ও প্রতিভার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নাম রেখেছিলেন চিত্রলেখা। আসলে লেখা এবং আঁকা দুটোতেই হাসিরাশি দেবী ছিলেন সিদ্ধহস্ত।

প্রভাবতী দেবীর সারস্বত প্রতিভার ব্যাপক ও বহুল বহিঃপ্রকাশ পাওয়া যায়, তাঁর লেখনিশক্তির মধ্যে দিয়ে। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলি হল – 'প্রতীক্ষা', 'ব্রতচারিণী', 'দানের মর্য্যাদা', 'ঘরের লক্ষ্মী', 'পথের শেষে', 'স্নেহের মূল্য', 'আশীর্ব্বাদ', 'প্রিয়ার রূপ', 'সোনার প্রতিমা', 'সহধর্মিণী', 'প্রেম ও পূজা', 'আয়ুষ্মতী ', 'দূরের আকাশ', 'বিসর্জন', 'বোধন', 'সোনার সংসার', 'আটলান্টিকের তীরে', 'মুখর অতীত', 'আসামের জঙ্গল', 'ঘূর্ণি হাওয়া', 'বিধবার কথা', 'তরুণের অভিযান', 'মহিয়সী নারী', 'ব্যথিতা ধরিত্রী' প্রভৃতি। একই সঙ্গে তিনি প্রথিতযশা বিভিন্ন পত্রিকায় অজস্র ছোটগল্প লিখেছিলেন। তাঁর সাহিত্যচর্চার পটভূমিতে 'কল্লোল', 'বাঁশরী', 'উপাসনা', 'উদ্বোধন', 'সারথী', 'সম্মিলনী', 'মোহম্মদী' প্রভৃতি পত্র- পত্রিকার নাম অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে স্মরণীয়।

তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থগুলি হল, 'শুভা', 'সাগর পারের চিঠি', 'হারানো স্মৃতি', 'পাঁকের ফুল' , 'শেষের দিকে', 'অপরাধিনী', 'লক্ষ্মী প্রতিষ্ঠা', 'আশ্রয়' ইত্যাদি।

পাশাপাশি ছোটদের জন্যেও তাঁর কলম থেমে থাকেনি। তিনি কৃষ্ণা রোমাঞ্চ সিরিজ রচনা করেন। এই সিরিজের উল্লেখযোগ্য রচনা গুলি হল , 'কারাগারে কৃষ্ণা', 'কৃষ্ণার অভিজ্ঞান', 'কৃষ্ণার পরিচয়', 'মায়াবী ও কৃষ্ণা', 'কৃষ্ণার জয়যাত্রা' ইত্যাদি। এছাড়া 'ইন্টার ন্যাশনাল সার্কাস',

'রহস্যময়ী শিখা', 'শিখার স্বপ্ন', 'শিখা ও রাজকন্যা' ইত্যাদি।

সমকালে ব্যাপক জনপ্রিয়তার কারণে প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর কাহিনি অবলম্বনে একের পর এক চলচ্চিত্র তৈরি হয়। ব্যাপক সাফল্যের মুখ দেখে সেই চলচ্চিত্র। তাঁর যে সমস্ত উপন্যাস চলচ্চিত্র ও রঙ্গমঞ্চে দর্শকদের ব্যাপক সমাদর কুড়োয়, সেগুলো হল – 'সহধর্মিণী', 'ঘূর্ণি হাওয়া', 'রাঙা বৌ', 'বাংলার মেয়ে', 'জননী' প্রভৃতি। বিশ্বরূপা থিয়েটারে (নাট্যনিকেতন) ঐতিহাসিক সাফল্য লাভ করেছিল 'পথের শেষে' নাটকটি। এমনকি গীতিকার হিসেবেও তিনি অসামান্য খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

ক্রমশঃ

জোড়া বিশ্বকাপের আগে ইংল্যান্ড থেকে ভরাহাতে ফিরছে টিম ইন্ডিয়া

অরিঞ্জয় মিত্র

সব ভালো তার যার শেষ ভালো। টি-২০ সিরিজ ২-১ জেতার পর ফের ২-১ ফলাফলে ইংল্যান্ডকে পর্যুদস্ত করে ৫০ ওভারেও বাজিমাত করল টিম ইন্ডিয়া। টেস্টে জয় জাতের মুঠোয় থেকেও ফসকে গিয়েছিল রুট-বেয়ারস্টো'র দুরন্ত ব্যাটিংয়ে। সেই হতাশাতেই প্রলেপ লাগল ওল্ড ট্রাফোর্ডের মাঠে ভারতের অসামান্য জয়ে। একটা সময়ে ৭২-৪ হয়ে ধুঁকতে থাকা টিম ইন্ডিয়াকে টেনে তোলার ক্ষেত্রে ফের কুম্ভ হয়ে উঠলেন ঋষভ পন্থ। তাঁর দুর্দান্ত সেঞ্চুরি আর হার্দিক পাণ্ডিয়ার অলরাউন্ডার ভূমিকা দুয়ের যোগফলে এলো এই জয়। স্বাভাবিকভাবেই ম্যাচের সেরা হলেন ঋষভ আর টুর্নামেন্ট-এর সেরা হার্দিক। বোলিংয়ে চার উইকেট আর ব্যাটিংয়ে তুখোড় ৭১ হার্দিক যেন মনে করাচ্ছিলেন সেরা ফর্মের কপিলদেবকে। আর যেভাবে রোহিত, শিখর,বিরাট, সূর্যকুমার যাদবকে হারিয়ে চোখে সর্ষেফুল দেখছিল ভারত সেই জায়গা থেকেই যেন ন্যাটওয়েস্টের যুবরাজ-কাইফ জুটি হয়ে উঠলেন পন্থ-পাণ্ডিয়া।

এবারের ইংল্যান্ড সফর ভারতের সামনে ভালো ও মন্দ দুটি দিকই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। বিশেষ করে বছর শেষের অস্ট্রেলিয়া টি-২০ বিশ্বকাপ ও সামনের বছরের সীমিত ওভার বিশ্বকাপের আগে এই সফর ইতিবাচক দিক থেকে অনেকটাই পুষ্ট করল টিম ইন্ডিয়াকে। ঋষভ পন্থ যেভাবে টেস্ট থেকে ওয়ানডে সর্বত্র দাপট দেখাচ্ছেন তাতে আগামীদিনের অধিনায়ক হিসেবেও তাঁর কথাই মাথায় আসছে ম্যানেজমেন্টের। ব্যাটিংয়ে শতরানের ফুলঝুড়ির পাশাপাশি উইকেটের পিছনেও প্রখর হয়ে উঠেছেন ঋষভ। পাশাপাশি হার্দিক পাণ্ডিয়াও যেভাবে অলরাউন্ডার হিসেবে উঠে এসেছেন তাও এই দলের জন্য বিশাল উপহার।

আরেকজনের কথাও বলতে হবে ব্যাটিংয়ের ক্ষেত্রে। তিনি হলেন সূর্যকুমার যাদব। যিনি ক্রমেই ভারতীয় মিডল-অর্ডারে একজন রক্ষাকর্তা হয়ে উঠছেন। তবে তার জন্য আরও সুযোগ দিতে হবে সূর্যকুমারকে। আইপিএলেও গতবছর কেকেআর আর এবার মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে ভালো খেলেছেন সূর্য। সবমিলিয়ে একজন ব্যাটারের জন্য যেটা প্রধান জরুরি সেই রানের খিদে এবং আগ্রাসন ভরপুর উপস্থিত সূর্যের মধ্যে। বরং কেকেআর'র অধিনায়ক শ্রেয়স আয়ার এখনও পর্যন্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে ব্যর্থ বলাই চলে। দীপক হুডার মধ্যেও যথেষ্ট আক্রমণাত্মক উপাদান আছে বলেই মনে হচ্ছে সামান্য সুযোগে। বোলিংয়ে বুম বুম বুমরা প্রমাণ করছেন ফর্মে থাকলে যে কোনও ব্যাটিং লাইন-আপকে গুড়িয়ে দিতে পারেন তিনি। যোগ্য সঙ্গত করছেন সামি এবং সিরাজ। স্পিন অ্যাটাকে যুজবেন্দ্র চহাল সদ্য

সমাপ্ত ওয়ান ডে সিরিজের শেষ দুটি ম্যাচে ৮ উইকেট নিয়ে প্রমাণ করেছেন এই বিভাগে তিনিই সেরা। হার্দিকের পাশাপাশি অলরাউন্ডার হিসেবে রবীন্দ্র জাদেজাও দুর্ভেদ্য হয়ে উঠছেন। তবে বোলিংয়ের চেয়েও জাডেজাকে ব্যাটসম্যান হিসেবে অনেক সপ্রতিভ মনে হচ্ছে। ফিল্ডিংয়ের কথাও বলতে হবে তাঁর। এছাড়াও আরও বেশ কয়েকজন প্রতিভাবান যেভাবে উঠে আসছেন তাতে বোঝাই যাচ্ছে দ্রুত প্রথম একাদশের দাবিদার হয়ে উঠবে তারা।

খামতির ক্ষেত্রে ভারতীয় ব্যাটিং লাইন-আপের প্রথম তিনটি জায়গা কিন্তু এখনও বড্ড নড়বড়ে। বিশেষ করে বিরাট কোহলির অফফর্মের সিরিজ কিছুতেই শেষ হচ্ছে না। গাভাসকার, সহবাগ, ভেঙ্কটেশ প্রসাদ থেকে অনেকেই চাইছেন কোহলিকে বসানো হোক। অন্যদিকে বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট সৌরভ এখনও বিরাটের ওপর ভরসা রাখার পক্ষপাতী। অধিনায়ক রোহিত শর্মা নিজেও কিছুতেই ধারাবাহিক হতে পারছেন না। খারাপ অবস্থা শিখর ধাওয়ানেরও। কিছুতেই সেট হতে পারছেন না তিনি। জোড়া বিশ্বকাপের আগে ব্যাটিং লাইন-আপের এই আগমার্কা গন্ডগোল চাপে রাখছে ম্যানেজমেন্টকে।

ক্রিকেট যে এখনও স্বমহিমায় আছে তা বোঝা গেল এই ইংল্যান্ড সফর থেকে। টেস্টে জয়ের মুখ থেকে হারতে হল ভারতকে। আবার শেষ একদিনের ম্যাচ প্রায় পকেটে পুরেও থেমে যেতে হল ইংল্যান্ডকে। ফের বোঝা গেল কেন ক্রিকেটকে গেম অফ গ্রেট আনসার্টেনিটি বলা হয়। অনিশ্চয়তার ধাক্কায় বারংবার রঙ পাল্টানো আজও সহজাত এই জেন্টলম্যানস গেমের। বার্মিংহাম টেস্টের তৃতীয়দিন পর্যন্ত যেখানে মনে হচ্ছিল হাতের মুঠোয় টিম ভারতের, সেখানেই পাশা পালটে গেল শেষ দুদিনে। আর এজন্যই টেস্ট ক্রিকেট যে অবিসংবাদী তা আরও একবার প্রমাণিত হল। অনেকটা অজিদের বিরুদ্ধে বছর ২১ আগে ইডেনে লক্ষ্মণ-দ্রাবিড়ের অমর জুটি দেশকে যে অনবদ্য জয় এনে দিয়েছিলেন তার প্রতিধ্বনি ঘটল ইংল্যান্ডের মাটিতে। শুধু লক্ষ্মণ-দ্রাবিড়ের জায়গা নিয়েছিলেন জন বেয়ারস্টো ও জো রুট জুটি। আর এই জুটিতেই লুটোপুটি খেল ভারত। শেষ দিন ১১৯ রান বাকি অবস্থায় ইংল্যান্ড যখন মাঠে নামল একবারেও মনে হয় নি ভারত জেতার জন্য খেলছে। অথচ ৭ টি উইকেট ফেলতে পারলে এই অবস্থাতেই জয় অসম্ভব ছিল না। সেকথা মেনেও নিয়েছে ভারতীয় ম্যানেজমেন্ট।

রাহুল দ্রাবিড় বলছেন, ভারতীয় টিমের ব্যাটিং নিয়ে বসতে চান ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে। প্রকারান্তরে দ্রাবিড় মেনে নিয়েছেন এত হতশ্রী ব্যাটিং নিয়ে কারো পক্ষেই জেতা সম্ভব নয়। অথচ মাত্র কিছুদিন আগের কথা। তখন অবশ্য টিম ইন্ডিয়া ছিল বিরাট কোহলির তত্ত্বাবধানে। শুধু বিরাটই নয়, তাঁর সঙ্গে তখন জুড়ে তৎকালীন কোচ রবি শাস্ত্রী। আর এই যুগপৎ-এর জমানায় দেশের বাইরে একের পর এক সিরিজ অবলীলায় জিতে নিয়েছে ভারত। তার জন্য অবশ্য এবারের হারকে পুরোপুরি কাঠগড়ায় দাঁড় করানো যায় না। বরং বিরাট কোহলি যে ব্যাটসম্যান হিসেবে চূড়ান্ত ব্যর্থ তা প্রমাণ হল এই টেস্টে। দুই ইনিংস মিলিয়ে ২০ হল তাঁর সর্বোচ্চ। ভাবা যায়? এমতাবস্থায় বিরাটকে সরানোর দাবিও উঠছে বেশ ভালোমতোই।

কোহলিকে সরালেই যে বিরাট সাফল্য আসবে তা কিন্তু নয়। কারণ, টেস্টে গিল, হনুমা বিহারী, শ্রেয়স আয়াররা এত কুৎসিত ব্যাটিং করেছেন যে শুধু কোহলিকে তোপ দাগলে চলবে না। তবে বিরাটকে বুঝতে হবে এই মুহূর্তে রোহিতকে মাথায় রাখলেও তিনিই দেশের সেরা ব্যাটার। দুনিয়ার অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যানও বটে। সেই কোহলি-ই যদি ধারাবাহিকভাবে রানের মধ্যে না থাকেন তাহলে তাঁর এবং দেশের সমূহ বিপদ। তাছাড়াও রোহিত , শিখর ধাওয়ান ফিরলে এঁদের সঙ্গে ফের জুড়ে দেওয়া যেতে পারে একদা সফল অজিঙ্কে রাহানেকেও। বস্তুত, চেতেশ্বর পূজারা যদি কিছুদিন বিরতির পর ফিরে ভালো খেলতে পারেন তবে কেন নয় অজিঙ্কে? যাঁর মধ্যে এখনও অনেকটাই ক্রিকেট অবশিষ্ট আছে বলেই মনে করে তামাম ক্রিকেটবিশ্ব।

যাবতীয় সমালোচনার মুখে ক্ষুরধার হয়ে উঠল ঋষভের ব্যাট। ৯৮ রানে ৫ উইকেট পড়ে রীতিমতো কোনঠাসা ভারতীয় ইনিংসকে টেনে ধরতে দুর্দান্ত সেঞ্চুরি হাঁকান ঋষভ। যথার্থ সঙ্গ দেন ক্রমেই অলরাউন্ডার হয়ে ওঠা রবীন্দ্র জাদেজা। শতরান করেন জাড্ডুজিও(ভারতীয় ক্রিকেটে রবীন্দ্র জাদেজার নিকনেম কিংবা আদরের ডাকও বলা চলে)। ভারতীয় দলকে চারশোর গণ্ডি পেরিয়ে ভদ্রস্থ স্কোর করার পিছনে শেষমুহূর্তে অধিনায়ক বুমরা'র ব্যাটও গর্জে ওঠে। প্রতিকূল পরিস্থিতি থেকে প্রথম ইনিংসে ৪১৬ তুলে ফেলার পর সমর্থকরা হয়তো ভাবতে শুরু করেছিলেন কেল্লা ফতে হতে আর বিশেষ দেরি নেই। সিরিজের আগের পর্বে ২-১ এগিয়ে থাকা ভারত অনায়াসে ৩-১ জয় পেতে চলেছে।

কিন্তু যেহেতু খেলাটার নাম ক্রিকেট এবং চরম অনিশ্চয়তা এর ইউএসপি, তাই কল্পনাতীত হয়ে উঠল ম্যাচের ভবিষ্যত। ইংল্যান্ডে শুধু ম্যাচে ফিরেই এলো তা নয়, ড্যাং ড্যাং করে দেশের মাটিতে টেস্ট জিতে প্রমাণ করল একদিনের বিশ্বচ্যাম্পিয়নের শিরোপা ফুঁকে আসে নি। জো রুট ও জন বেয়ারস্টো যে দুরন্ত ক্রিকেটটা খেললেন তার জন্য কোনও প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। চতুর্থ ইনিংসে ৩৭৮ রান তাড়া করে জয় শুধু রেকর্ডই নয়, ভারতের অশ্বমেধ ঘোড়া আটকে দেওয়াও বটে। ভাবতেও অবাক লাগে এই সেদিন পর্যন্ত যে টিম ইন্ডিয়া দেশে-বিদেশে জয়ের ডঙ্কা বাজাচ্ছিল তাদেরই কেমন ছিঁরিছাদ দশা। কোচ রাহুল দ্রাবিড়ও মেনে নিয়েছেন সেই কথা। তাঁর কথায় সেই খেদ ধরা পড়েছে। রাহুল বলছেন, আমি ভাবতে অবাক হয়ে যাচ্ছি এই ভারতীয় দলই কিছুদিন আগেই কী দুরন্ত পারফর্ম করছিল। তারাই এখন এভাবে হেরে যাচ্ছে। টেস্টের এই ঝটকা যে এভাবে টি-২০ ও ওয়ান-ডে সিরিজ জিতে কাটিয়ে তোলা যাবে তা বোধহয় ভাবতে পারেন নি অতি বড় টিম ইন্ডিয়া সমর্থকও। আগামী দুটি বিশ্বকাপের আগে এই জোড়া জয় ভারতকে অনেকটা স্বস্তি দিল একথা বলা যায় অতিঅবশ্যই।

ক্যানিংয়ের কেরামতি ওয়াটারপোলোয় জয়ী বাংলা

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ আবারও অনুর্দ্ধ ১৮ জাতীয় ওয়াটারপোলো চ্যাম্পিয়ন হল বাংলা।এমনটা অবশ্য প্রথম নয়। বিগত দিনে ওয়াটারপোলো কোচ সঞ্জয় যশপাল ও প্রসেনজিৎ ভঞ্জের হাত ধরে পর পর ৭ বার অনুর্দ্ধ ১৮ জাতীয় ওয়াটার পোলো চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাংলা। ১৬ জুলাই ওড়িশার ভুবনেশ্বর -এর কলিঙ্গ স্টেডিয়ামে আয়োজিত হয়েছিল ৪৮ তম অনুর্ধ ১৮ জাতীয় ওয়াটারপোলো

প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতায় দিল্লি, অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, কেরালা, কর্ণাটক, পাঞ্জাব, আসাম, মণিপুর ও বাংলা অংশগ্রহণ করে। ৯ রাজ্যের দল নিয়ে ৫ দিনের প্রতিযোগিতা শেষে বুধবার ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয় বাংলা ও কেরালা'র মধ্যে। নির্ধারিত সময়ে বাংলা কেরালা কে ৯-৪ এ হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়।

উল্লেখ্য, অনুর্দ্ধ ১৮ বাংলা দলে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিংয়ের বুলেট ওরফে অনির্বাণ মন্ডল,শীর্ষেন্দু প্রামাণিক প্রীতম দেবনাথ,অর্ণব সাউ,তন্ময় মন্ডল ও তালদি'র নীলকান্ত নস্কর,সৌমেন মন্ডল,রাহুল সরদার,সান বিশ্বাস এই নবরত্নের জন্য বাংলা আবারও ওয়াটারপোলো তে অনুর্দ্ধ ১৮ জয়ী হয়ে রাজ্যের মুখ উজ্জ্বল করলো।

অনুর্ধ ১৮ জাতীয় ওয়াটারপোলোতে পর পর ৭ বার চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় বাংলা অনুর্ধ ১৮ দল কে কুর্ণিশ জানিয়েছেন জাতীয় সুইমিং ফেডারেশন এর সহ সভাপতি রামানুজ মুখার্জী ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা ওয়াটারপোলো সম্পাদক সুব্রত চক্রবর্তী। প্রসঙ্গত, বাংলা যে কলকাতাকেন্দ্রীক নয়, তা আবারও প্রমাণ হল ক্যানিংয়ের নবরত্নের মাধ্যমে। এক-আধজন নয়। একেবারের ৯ তারকার এভাবে উঠে আসা, তাও ওয়াটারপোলোর মতো তুলনামূলকভাবে প্রচারের আলোকে না থাকা খেলায়। এই প্রসঙ্গে, বলা ভালো বাংলা তথা কলকাতা মানে ফুটবলের শহর বা রাজ্য এমন একটা ধারনা প্রবাদবাক্যের মতো তিল তিল করে গড়ে উঠেছে। কিন্তু, মাঝেমধ্যেই এমন কিছু ইভেন্ট চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় জেলাতেও বহু প্রতিভা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। শুধু একটু মনোনিবেশ করে এদের তুলে আনা। এর মাধ্যমে পুরো রাজ্য তথা দেশ সমৃদ্ধ হতে পারে। অথচ তা না করে শহরকেন্দ্রীক হয়ে থাকার একটা কুঁড়েমি অহরহ চোখে পড়ে। এই প্রচলিত ধ্যানধারনা থেকে যত দ্রুত বেরনো যাবে দেখা যাবে একের পর এক মণিমানিক্যের সন্ধান মিলছে। স্পট করতে হলে শহরে থাকা যাবে না। বিভিন্ন খেলাধুলার কর্তাদের প্রয়োজন জেলায় এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়ে প্রতিভাবানদের স্পট-আউট করা।

এই প্রসঙ্গে ফুটবলের একটা উদাহরণে ফিরে যাওয়া যাক। সিকিমের বাইচুং যখন সবেমাত্র উঠে আসছেন তখনও কিন্তু আজকের মতো যোগাযোগ ব্যবস্থা এতটা শক্তিশালী ছিল না। নিমেষের মধ্যে মোবাইলের মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন করাও সম্ভব ছিল না। তাও ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের তিন প্রাক্তনী সুরজিত সেনগুপ্ত, ভাস্কর গাঙ্গুলি ও মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য বাইচুংকে স্পট করেছিলেন রীতিমতো অখ্যাত এক এলাকা থেকে। এরপর কী হয়েছিল তা সবাই জানে। বস্তুত, ভারতীয় ফুটবলে ইতিহাস রচনা করেন বাইচুং ভুটিয়া। আজও দেশের অন্যতম সেরা তারকাদের মধ্যে গুনতি করা হয় তাঁকে। সেটা কিন্তু সম্ভব হয়েছিল ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের আন্তরিক উদ্যোগে এবং প্রাক্তনীদের অন্বেষণের মাধ্যমে। অতীতেও এমন অনেক তারকাকে দেখা গিয়েছে কোনও না কোনও ফুটবল অনুরাগীর ঐকান্তিক উদ্যোগে তাকে বা তাদের তুলে আনা সম্ভব হয়েছে। ক্রিকেটেও আছে এমন 'ক্ষ্যাপা' কোচেদের গর্বের কাহিনী যার জন্য লাইমলাইটে এসেছেন অনেক তারকা থেকে মহাতারকা। এইদিকে নজর দিতে হবে ওয়াটারপোলো থেকে ব্যাডমিন্টন, ভলিবল, হকি, বাস্কেটবল প্রভৃতি নানা খেলায় । তাহলে দেখা যাবে আরও অনেক প্রতিভাবানকে খেলার অঙ্গনে যুক্ত করা যাচ্ছে। টাটা ফুটবল আকাদেমি বা টিএফএ শুধু ফুটবলকে কেন্দ্র করে যে আকাদেমি গড়েছে অনুরূপ উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে সাঁতার, ওয়াটারপোলো ইত্যাদি খেলার ক্ষেত্রেও। এরজন্য খেলোয়াড়দের ছোট বয়স থেকে তুলে এনে তাদের থাকা-খাওয়া, পড়াশোনা এবং ভরণপোষণের দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে চলার পথ প্রশস্ত করতে হবে। এটা অবশ্য কোনও ছোটখাটো উদ্যোগে বা আবেগের মাথায় হবে না। সরকারি পৃষ্ঠপোষণে এবং বেসরকারি সহায়তার হাত ধরে এর অনুকূল পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে।

গোছানো বাগান, অগোছালো ইস্টবেঙ্গল

পারঙ্গম শাস্ত্রী

একদিকে নিজেদের ঘর গুছিয়ে নিতে ব্যস্ত মোহনবাগান। বিশেষ করে গত দুবার আইএসএল জয়ের খুব কাছে এসেও পিছু হঠতে হয়েছে বাগানকে। ফোটো ফিনিশে দ্বিতীয় হওয়ার জন্য মোহনবাগান যে লড়বে না তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন ক্লাব কর্তারা। বিদেশি তারকাদের আনাগোনাও শুরু হয়েছে। পাশাপাশি দেশ তথা বাংলার ফুটবলাররাও বেশ বুঝেছেন কলকাতার অন্য ক্লাবগুলির অনিশ্চয়তার কথা। সেজন্য বাধ্য হয়ে চোখের জল মুছেও অনেকে সামিল হচ্ছেন অন্য রাজ্যের ক্লাবে। সম্প্রতি সুরজ মণ্ডল এমনই নজির গড়েছেন বেঙ্গালুরুতে গিয়ে। তিনি স্বীকারও করেছেন তাঁর বাধ্যতার কথা। ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে যতক্ষণ না ইমামির চুক্তি সঠিকভাবে সম্পাদিত হচ্ছে ততক্ষণে লাল-হলুদে তরী ভেড়াতে রাজি নয় কেউ। মোহনবাগানে যে সমস্যাটা একেবারেই নেই। অন্যদিকে, কলকাতার তৃতীয় প্রধান তো আইএসএল খেলার অধিকার অর্জন করতেই পারে নি। সুতরাং পিকচারের বাইরে সাদা-কালো। যদিও কলকাতার ফুটবল নিয়ে চর্চা হলে মহমেডানকে দূরে সরিয়ে রাখা খুবই অস্বস্তিকর।

ভারতীয় ফুটবলের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা নানা ফুটবল ক্লাবের মধ্যে ইতিহাসের নিরিখে আমরা প্রায়ই শতাব্দীপ্রাচীন শব্দটি ব্যবহার করে থাকি। আর এই শতাব্দী প্রাচীন বলতে এখনও সবার মুখে উঠে আসে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের নাম। সাময়িকভাবে হলেও কিছু মানুষের স্মৃতির সরণি থেকে সরে যাচ্ছে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের নাম। অথচ ভারতীয় ফুটবলের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করতে বসলে অতিঅবশ্যই মহমেডানের নাম উল্লেখ করতে হবে। কারণ

সাদা-কালো ব্রিগেড ভারতের খেলাধুলার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। বাংলা তথা কলকাতার ফুটবল মানে সবসময়ই চলে আসবে তিন প্রধানের নাম।

মহমেডান হচ্ছে এই তিন প্রধানের মধ্যে এমন একটি দল যারা আবার দেশের যে কোনও প্রান্তেই খেলুক না কেন, সমর্থকদের ভিড় উপচে পড়ে। ইতিহাস হয়ে যাওয়া টুর্নামেন্ট ডিসিএম , ডুরান্ড বা রোভার্স এর কথা উঠলেই পুরনো দিনের ফুটবলপ্রেমীরা মহমেডানের নাম তোলেন। দিল্লির মাটিতে ডিসিএম এবং ডুরান্ড আর মুম্বইতে হওয়া রোভার্সেও মহমেডানের রমরমা ছিল দেখার মতো। হয়তো ট্রফি ঘরে তোলার নিরিখে মোহনবাগান , ইস্টবেঙ্গল অনেকটাই এগিয়ে। কিন্তু সমর্থকদের সমাদরে মহমেডান কোনও অংশে পিছিয়ে নয়। গলা ফাটিয়ে সবার সঙ্গে ক্লাবকে উদ্দীপ্ত করাতেই এদের মজা। মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল কিংবা মহমেডানের খেলা থাকলে এরা সব কিছু ছেড়ে ছুটে যায় প্রিয় ক্লাবের খেলা দেখতে। খেলাপাগল এইসব মানুষদের জন্যই হয়তো ক্রীড়াজগত স্বমহিমায় বিরাজমান। ক্রীড়াবিদরা মনে করেন, খেলার উৎকর্ষতা শতগুণ বেড়ে যায় যদি দেখা যায় তাদের সমর্থনে দর্শকরা পাগলের মতো গলা ফাটাচ্ছেন।

কিছুদিন আগে পর্যন্ত মহমেডান যখন রমরমিয়ে খেলছে তখন ইস্টবেঙ্গল বনাম মহমেডান মুখোমুখি হলে এই দুই দলের অত্যন্ত আবেগপ্রবণ সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধলে সামলাতে হিমশিম খেতে হত পুলিশ থেকে প্রশাসন। যুযুধান মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের অহিনকুল সম্পর্কের কথা নিয়ে অনেক হইচই হলেও মহমেডান বনাম ইস্টবেঙ্গলের খেলা নিয়ে সবথেকে বেশি উম্মাদনা তৈরি হত। ইস্টবেঙ্গল আর মহমেডান সমর্থকরা যেন অনেকটাই জার্মান বা ইংরেজদের প্রতিভূ। সেই তুলনায় মোহনবাগান সমর্থকরা যেন অনেকটাই নির্বিষ।

ভারতে দাবা অলিম্পিয়াডের আসর বসছে

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ ভারত যুগ যুগ ধরে দাবা খেলায় আধিপত্য বিস্তার করেছে। এই খেলায় ভারতের অন্যতম বিখ্যাত খেলোয়াড়রা হলেন নীলকান্ত বৈদ্যনাথ, লালা রাজা বাবু এবং তিরুভেঙ্গদাচার্য শাস্ত্রী। দাবা অলিম্পিয়াডের ৯৫ বছরের ইতিহাসে এই প্রথমবার ভারত আয়োজক দেশ হয়েছে। এর পাশাপাশি দাবা অলিম্পিয়াডের জন্য মশাল রিলে শুরু করা প্রথম দেশ হয়ে উঠেছে ভারত। ২০২২ সালের ১৯ জুনইন্টার 'ন্যাশনাল চেস অ্যাসোসিয়েশন'এর প্রেসিডেন্ট আর্কাদি দভোরকোভিচ নতুন দিল্লির ইন্দিরা গান্ধি স্টেডিয়ামে দাবা অলিম্পিয়াডের ৪৪তম মরসুমের আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাতে মশালটি তুলে দেন।

দাবা আমাদের শিখিয়েছে যে প্রকৃত সাফল্য স্বল্পমেয়াদী সাফল্যের বদলে দূরদৃষ্টি থেকে আসে। বর্তমান সরকার ভারতের ক্রীড়া নীতি, টার্গেট অলিম্পিক পডিয়াম স্কিম (টপস) এবং খেলো ইন্ডিয়া অভিযানে একই রকম দৃষ্টিভঙ্গি দেখিয়েছে, যার ফলে এখন অলিম্পিক, প্যারালিম্পিক, বধির অলিম্পিক এবং বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতীয় ক্রীড়াবিদরা দুর্দান্ত প্রদর্শনী করেছেন, পদক জয় করেছেন। টোকিও অলিম্পিক্সে এই প্রথমবার ভারত সাতটি পদক এবং প্যারালিম্পিক্সে প্রথমবার ১৯টি পদক জিতেছে। দেশের উন্নত ক্রীড়া পরিবেশের চিত্র ধরা পড়ে যখন আমরা দেখি সাত দশকের মধ্যে প্রথমবারের মতো টমাস কাপে জয়ী হয় ভারত।

গত ৭-৮ বছরে ভারত দাবাতে অনেক উন্নতি করেছে। ৪১তম দাবা অলিম্পিয়াডে ভারত প্রথম ব্রোঞ্জ পদক জিতেছিল, তারপর ২০২০ এবং ২০২১ সালের ভার্চুয়াল দাবা অলিম্পিয়াডেও ভারত যথাক্রমে সোনা এবং ব্রোঞ্জ জিতেছিল। ৪৪তম দাবা অলিম্পিয়াড ২০২২ সালের ২৮ জুলাই থেকে ১০ আগস্ট পর্যন্ত চেন্নাইয়ের কাছে মহাবালিপুরমে অনুষ্ঠিত হবে। দাবা অলিম্পিয়াড মশাল রিলে ভারত থেকে শুরু হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিশ্বাস করেন যে এই সম্মান শুধু ভারতের সম্মান নয়, দাবার গৌরবময় উত্তরাধিকারও। দাবা অলিম্পিয়াডের ৯৫ বছরের ইতিহাসে এই প্রথমবার ভারত এই মর্যাদাপূর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করছে। প্রায় ৩০ বছর পর এশিয়ায় প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রথম দাবা অলিম্পিয়াড ১৯২৭ সালে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। দাবা অলিম্পিয়াডের ৪৪তম সংস্করণে অংশ নিতে ১৮৮টি দেশ নিবন্ধন করেছে।

দাবায় ভারতের শক্তিধর দেশ হওয়ার পিছনে এক ঐতিহাসিক পটভূমিকা রয়েছে। এদেশের মাটিতেই এই দাবা খেলার প্রচলন ঘটে অত্যন্ত প্রাচীন যুগে। মহাভারতে দাবা খেলার উল্লেখ মেলে। যাঁর বিশারদ ছিলেন শকুনি। পাশার নেপথ্যে দাবারই উপস্থিতি ছিল বলে ধরে নেওয়া হয়। এছাড়া ভারতীয় সাহিত্যে ও সসিনেমাততেও বহুবার দাবা উঠে এসেছে অতান্ত গগুরুত্বপূর্ণ উপাদান হহিসসেবে। সত্যজিত রায়ের শতরঞ্জ কী খিলাড়ি যার সবচেয়ে বড় উদাহরণ। এছাড়া রুশ চ্যাম্পিয়নদের চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে এদেশের বিশ্বনাথন আনন্দ , দিব্যেন্দু বড়ুয়া ,সূর্যশেখর গাঙ্গুলিরা পথিকৃৎ।

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com